কেন্দ্রীয় সম্মেলন

স্মারক 2022

কেন্দ্রীয় আমির সম্মেলন ২০২২

হেযবুত তওহীদ
মানবতার কল্যাণে নিবেদিত

আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক সঙ্কট মোকাবেলায় করণীয়

আল্লাহর বাণী

ইউসুফ (আ.) বললেন, তোমরা সাত বছর লাগাতার চাষাবাদ করবে, তারপর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে তার মধ্য থেকে যা তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য তোমরা শীষসহ সংগ্রহ করবে। তারপর আসবে সাতটি কঠিন দুর্ভিক্ষের বছর। এই সাত বছরে লোকেরা যা সঞ্চয় করে রেখেছে কেবল তাই খাবে। এ ছাড়া আর কোনো ফসল উৎপন্ন হবে না (সুরা ইউসুফ ৪৭-৪৮)।

রসুলাল্লাহর (সা.) বাণী

সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন: 'আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য জমিনের দূরত্ব ঘুচিয়ে দিলেন ফলে আমি তার পূর্ব-পশ্চিম দেখেছি। নিশ্চয় আমার উম্মতের রাজত্ব পৌঁছবে যতটুকু আমার সামনে পেশ করা হয়েছে। আমাকে লাল ও সাদা দু'টি ভাণ্ডার (স্বর্ণ ও রৌপ্য) প্রদান করা হয়েছে। আমি আমার রবের নিকট আমার উম্মতের জন্য প্রার্থনা করেছি যেন, তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস করা না হয়, যেন তাদের ওপর তাদের ব্যতীত কোনো দুশমন চাপিয়ে দেয়া না হয় যে তাদের সমূলে ধ্বংস করবে।'

আমার রব আমাকে বলেছেন: 'হে মুহাম্মদ আমি যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তা প্রত্যাখ্যান করা হয় না, আমি তোমার উম্মতের জন্য তোমাকে ওয়াদা প্রদান করলাম যে, তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস করব না। তাদের ওপর তাদের ব্যতীত কোনো দুশমন চাপিয়ে দেব না যারা তাদের সমূলে ধ্বংস করবে, যদিও দুনিয়ার সকল প্রান্ত থেকে এসে একত্র হয়। অথবা বলেছেন: দিগন্তের মধ্য থেকে এসে একত্র হয়, তবে তারা একে অপরকে ধ্বংস করবে, একে অপরকে বন্দি করবে'। [মুসলিম]

এখন সমস্ত পৃথিবী একটা ক্রান্তিলগ্নে আছে। কীভাবে ভবিষ্যতে তোমরা বাঁচবে, কীভাবে চলবে তা একমাত্র আল্লাহ জানেন। ভীষণ কঠিন সময় যাচ্ছে; শুধু আমাদের জন্য নয়, সমস্ত পৃথিবীর জন্য। এটাও হতে পারে, আল্লাহর রসুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, 'আখেরী যামানায় যে প্রচণ্ড বিপর্যয় (Catastrophe) আসবে', সেটাই হয়তো কাছাকাছি এসে পড়ছে, বলা যায় না।

মহামান্য এমামুযযামান

১২ মে ২০০৬, খিলগাঁও কমিউনিটি সেন্টার, ঢাকা

তাড়াতাড়ি ঐক্যবদ্ধ হও। ঐক্যের ডাক নিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা জমিনে বিচরণ করছি। আমি সারা জীবন থাকব না। আমার এ ডাকে, গগনবিদারী চিৎকারে দুনিয়া প্রকম্পিত হবে ইনশা'আল্লাহ। আমাদের রাস্তাকে কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না। আমাদের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। যদি আমাদের সামনে কেউ দাঁড়ায়, তাহলে তুলার মতো উড়ে যাবে ইনশা'আল্লাহ। কারণ আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত ইনশা'আল্লাহ। প্রমাণ হবে ময়দানে। বাঁচতে হবে আমাদের, বাঁচতে হবে দুনিয়াবাসীকে। এই বাঁচার জন্য আমাদের জন্য রয়েছে তওহীদ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহর বিধান। আমরা হুকুম মানবো আল্লাহর, বিধান মানবো আল্লাহর, দাসত্ব করবো আল্লাহর।

মাননীয় এমাম

হেযবুত তওহীদ

বিষয়সূচি

০১ কেন্দ্রীয় আমির সম্মেলন-২০২২ এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ----------------------৫

০২ নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলুন - খাদিজা খাতুন---------------------৮

০৩ আমরা একটা বছর ময়দানেই থাকব- ডা. মাহবুব আলম মাহফুজ---------১০

০৪ মাননীয় এমামের বক্তব্য--১২

০৫ এক মহাসংকট (কবিতা) রিয়াদুল হাসান------------------------------৩১

০৬ দাজ্জালের প্রতিটি সিস্টেম বয়কট করতে হবে- মো. মশিউর রহমান-------৩২

০৭ Lest We Forget- Ummut Tijaan Makhduma Panni-------৩৪

০৮ হেযবুত তওহীদের নারীরা অবলা সরলা নয়----------------------------৩৮

০৯ প্রদর্শিত তথ্যচিত্র---৪১

১০ শহীদ পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা-----------------------------------৪৪

১১ দুর্ভিক্ষের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ- আদিবা ইসলাম---------------------৪৬

১২ জাতীয় প্রেসক্লাবে হেযবুত তওহীদের বিক্ষোভ সমাবেশ-----------------৫০

১৩ গণমাধ্যমে প্রেরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি--------------------------৫২

১৪ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে মাননীয় এমামের ভাষণ----------------৫৪

১৫ আমিরদের উদ্দেশে মাননীয় এমামের কিছু দিকনির্দেশনা-----------------৬২

১৬ কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের উদ্যোগে পুরস্কার বিতরণী---------------------৬৮

১৭ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের তালিকা---------------------------------৭০

১৮ জেলা আমিরদের তালিকা---৭৮

কেন্দ্রীয় আমির সম্মেলন-২০২২

প্রতিপাদ্য: আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক সঙ্কট মোকাবেলায় করণীয়

২১ অক্টোবর ২০২২। বর্ণিল আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় আমির সম্মেলন। সম্মেলনটি ছিল সবদিক দিয়েই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অস্থিরতা, ক্রমাগত অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা, জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের এমন এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে কেন্দ্র থেকে কী বার্তা দেওয়া হবে- তা জানতে অতিথিবৃন্দ ও গণমাধ্যমের দৃষ্টি ছিল হেযবুত তওহীদের এমামের দিকে। সম্মেলনে তাঁর উপস্থিতি উজ্জীবিত করে তোলে মাঠ পর্যায়ের নেতাদের। রাজধানীর গেণ্ডারিয়ায় 'মেয়র সাঈদ খোকন কমিউনিটি সেন্টারে' সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশ থেকে আসা জেলা-উপজেলা পর্যায়ের আমির, নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, অতিথি ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক সঙ্কট মোকাবেলায় করণীয়'।

সকাল ৯ টায় পবিত্র কোর'আন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর কণ্ঠশিল্পী নাজমুল আলম শান্তর কণ্ঠে হেযবুত তওহীদের দলীয় সঙ্গীত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান' পরিবেশন করা হয়। এরপর হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর জীবনীর উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। সঙ্গে বাজানো হয় তাঁর স্মরণে লেখা গান 'হাজার সালাম'। এরপর হেযবুত তওহীদের প্রকাশনা সংস্থা তওহীদ প্রকাশন এবং খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, মাগুরা নিয়ে গঠিত আন্দোলনের বিভাগ খুলনা-১ এর কার্যক্রমের উপর দু'টি সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। সকাল ১০টায় প্রধান অতিথি হেযবুত তওহীদের এমাম অনুষ্ঠানস্থলে এসে পৌঁছালে মুহুর্মুহু করতালি ও স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয় পুরো সম্মেলন স্থল।

হেযবুত তওহীদের ঢাকা মহানগরীর সভাপতি ডা. মাহবুব আলম মাহফুজের উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর মাননীয় এমাম মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিভাগীয় আমির ও কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকবৃন্দ। নবগঠিত কমিটির নতুন সম্পাদক ও নতুন জেলা আমিরদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং তাদের হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত ফটোসেশন পর্ব। নির্ধারিত সময় সকাল সাড়ে দশটায় মাননীয় এমাম তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। মূল পর্বে প্রবেশ করে সম্মেলন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি আন্দোলনের জন্য জীবন উৎসর্গকৃত শহীদদের কথা স্মরণ করেন। এরপর তিনি দিনের প্রতিপাদ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, 'আমিরদের রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। আমরা মানবজাতিকে যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যহীন, ন্যায়পূর্ণ সমাজের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সেটা প্রতিষ্ঠা করতে আপনাদের জীবন সম্পদ উৎসর্গ

করার মানসিকতা থাকতে হবে। জীবন দিতে প্রস্তুত হলে না খেয়ে মরতে হবে না। ইসলাম একটা জীবনদর্শন। হেযবুত তওহীদ শুধু দোয়া কালাম শিক্ষা দিতে আসেনি। হেযবুত তওহীদ এসেছে মানবজাতিকে ঘোর সঙ্কটের অমানিশা থেকে মুক্তি দিতে, শান্তিপূর্ণ সমাজ উপহার দিতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করতে।'

২০২২ এর ২২ শে জানুয়ারিতে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল যার প্রতিপাদ্য ছিল 'ব্যর্থ বিশ্বব্যবস্থা: যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির বিকল্প নেই'। কিন্তু বছর শেষ না হতেই আরেকটি সম্মেলন করার কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বর্তমানে সারা বিশ্বে একটা অস্থিতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে দেশপ্রধানরা খাদ্য সঙ্কট তথা দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করছেন। পাশাপাশি অনেক রাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্রের মহড়া শুরু করে দিয়েছেন। যার ফলে সারা বিশ্বের মানুষের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এছাড়াও আগামী বছরের শুরুতে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সময় হয়েছে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার। এখন দেরী করার সময় নেই।'

চলমান বৈশ্বিক সংকট থেকে মুক্তিলাভের জন্য জাতির সামনে যে কর্মপরিকল্পনা তিনি তুলে ধরেন তার প্রথম দফাই ছিল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। মাননীয় এমাম বলেন, 'মানবজাতির সামনে আসন্ন এই দুর্ভিক্ষ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সঙ্কট সমাধানের পথ আমরা তুলে ধরছি। সর্বপ্রথম মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে জাতি হবে একটা, নেতা হবে একজন, আনুগত্য করতে হবে একজনের। কোনোভাবেই ঐক্য নষ্ট করা যাবে না। বিভেদপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই আজকে বর্তমানের এ সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তারা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে না, এটা গত পঞ্চাশ বছরে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের কাছে সেই আদর্শই নাই। সে আদর্শ আল্লাহ দিয়েছেন হেযবুত তওহীদকে। তাই মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আপনাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। তিনি বলেন, ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর তাদের শৃঙ্খলিত হতে হবে। এই শৃঙ্খলা ব্যক্তিগত ও জাতীয় সর্ব পর্যায়ে হতে হবে। ফসল উৎপাদনে সমন্বয়হীনতা, সুদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী সিস্টেম, অদূরদর্শী প্রকল্প গ্রহণের ফলে আজকে দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। এসব কিছুর মূলেই রয়েছে শৃঙ্খলার অভাব। আমাদের এই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে।'

আসন্ন সংকট মোকাবেলায় সংকল্পে অঙ্গীকারাবদ্ধ নেতাকর্মীরা।

তিনি আরো বলেন, 'নেতার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আজকে প্রধানমন্ত্রী সবাইকে কৃচ্ছ্রতার নীতি অনুসরণ করতে বলছেন, কিন্তু সরকারের আমলা-রাজনীতিবিদরা দুর্নীতি করে টাকার পাহাড় বানাচ্ছে। কানাডায় বাড়ি-গাড়ি করে সেখানে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই জনগণ এখন বিভ্রান্ত, কার কথা তারা শুনবে। আল্লাহ তার রসুলকে (সা.) যে আনুগত্য শিক্ষা দিয়েছেন সেই আনুগত্য মানবজীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং সর্বোপরি পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতা দাজ্জালের তৈরি জীবনব্যবস্থা থেকে হেযরত করে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থায় ফিরে আসতে হবে। তবেই আমরা এই সঙ্কটের মোকাবেলা করতে পারবো, দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচতে পারবো।'

তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আজকের এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে অন্য কোনো তন্ত্র-মন্ত্রে কাজ হবে না। এই সঙ্কট থেকে বাঁচতে আল্লাহ পথ দিয়েছেন। রসুল (সা.) সেই পথে হেঁটে গেছেন। আমরা সেটা তুলে ধরছি। আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করুন। আমাদের ক্ষমতা লাগবে না, মন্ত্রিত্ব লাগবে না। আমরা চাই বাংলাদেশের মানুষ দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচুক, বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। তিনি বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে বলেন, আপনারা সরকার যদি সেটা না করতে পারেন তবে আমরা মাঠে নামব। আমরা জনগণের দ্বারে দ্বারে যাব। আমাদের কোনো অর্থ লাগবে না, বাড়ি-গাড়ি লাগবে না। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যারা অপপ্রচার করে, হুজুগ তোলে, গুজব ছড়ায়, হামলার উস্কানি দেয়, হত্যার হুমকি দেয়, আমাদের এই মানবতার কল্যাণকামী কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাদের আইনের আওতায় আনুন। জাতিকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাতে আমরা মাঠে নামবো কিন্তু সরকারের আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।'

অপপ্রচারকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন না। তাদের প্রকৃত ইসলাম জানার অধিকার রয়েছে। আপনারা আমাদের কথা শুনুন, আমরা কী বলতে চাই। আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে লাগি নাই। আমরা আপনাদের ক্ষতির জন্য আসিনি। আমরা পুরো মানবজাতির শান্তির দূত হিসেবে এসেছি। আপনাদের মধ্যে গুটিকয়েক মানুষের স্বার্থে আঘাত লাগার দরুন আপনারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করছেন। আমাদের এই মহৎ কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবেন না। আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি, আমাদের ইহুদি খ্রিষ্টান বলে অপপ্রচার করবেন না। আপনাদের এই বিভ্রান্তি, মিথ্যা, অহঙ্কার বেশিদিন চলবে না। বাংলার মানুষ একদিন সত্য জানবে। তারা জেগে উঠবে। তখন এসব অপপ্রচারকারীরা তাদের সম্মানের জায়গা থেকে অপমানের সাথে বিতাড়িত হবে।'

> ” *আপনারা সরকার যদি সেটা না করতে পারেন তবে আমরা মাঠে নামব। আমরা জনগণের দ্বারে দ্বারে যাব। আমাদের কোনো অর্থ লাগবে না, বাড়ি-গাড়ি লাগবে না। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যারা অপপ্রচার করে, হুজুগ তোলে, গুজব ছড়ায়, হামলার উস্কানি দেয়, হত্যার হুমকি দেয়, আমাদের এই মানবতার কল্যাণকামী কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাদের আইনের আওতায় আনুন। জাতিকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাতে আমরা মাঠে নামবো কিন্তু সরকারের আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।'*

মধ্যাহ্ন বিরতিতে হেযবুত তওহীদের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী মাটি মিউজিকের শিল্পীবৃন্দ জাগরণমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুপম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে শেষ হয় মধ্যাহ্নভোজের বিরতি। অনুষ্ঠানস্থলেই কায়েম করা হয় জোহর ও আসরের সালাহ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় হেযবুত তওহীদের উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রধান খাদিজা খাতুনের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। এছাড়াও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় কমিটির নারী, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক রুফায়দাহ পন্নী, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় আমির মশিউর রহমান। একাধিক প্রজেক্টরের মাধ্যমে পৃথিবীতে সংঘটিত অতীতের বড় বড় দুর্ভিক্ষ, পারমাণবিক বোমার ধ্বংসযজ্ঞ ও শহীদ সুজন হত্যার বিচারের দাবিতে সারাদেশের প্রশাসনকে স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধনের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও শহীদ সুজনের অন্তঃসত্তা স্ত্রীর একটি ভিডিও বার্তা অনুষ্ঠানে প্রচার করা হয়। এরপর শহীদ পরিবারের সদস্যগণ মঞ্চে এসে সকলের সঙ্গে ভাববিনিময় করেন। এরপর অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মাননীয় এমাম। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আন্দোলনের বিভিন্ন উদ্যোগে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় ১১ জন সদস্য, তিনটি শাখা ও তিনটি বিভাগকে পুরস্কৃত করা হয়। খুলনা-১ বিভাগের সদস্যরা আন্দোলনকে একটি ড্রোন ক্যামেরা উপহার দেন।

একটানা বসে বক্তব্য শোনার জড়তা কাটিয়ে তুলতে মাঝেমধ্যেই ছিল আকর্ষণীয় বিরতি যা অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। সবশেষে আগামী এক বছরের কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেন মাননীয় এমাম। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে বিশেষ সাহায্য সুলতানান নাসিরাহ ও দীনের বিজয় প্রদানের জন্য আকুল ফরিয়াদ জানানোর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় দিনব্যাপী এ সম্মেলন।

নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলুন

খাদিজা খাতুন

উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রধান
ও দপ্তর সম্পাদক,
হেযবুত তওহীদ

হেযবুত তওহীদ একটি মহান আন্দোলন। দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে একটি কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে আমরা আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা সমস্ত মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি কঠিন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। আমাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত এই যে, আমরা এ দায়িত্বটার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি। এখন সমস্ত জাতির সামনে আমরা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছি। আমাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে, হেযবুত তওহীদকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আমাদেরকে একটি বিশাল চরিত্র ধারণ করতে হবে। আপনারা আমির, আপনাদের দায়িত্ব অনেক বড়। আপনাদের তো অন্য পাঁচজন লোকের মত হলে হবে না। আপনাদেরকে একটা অন্যরকম চরিত্র ধারণ করতে হবে। সেই চরিত্র বাস্তবে প্রমাণ করার জন্য আপনাদের অনেক কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হবে। অনেক জানতে হবে, অনেক বুঝতে হবে।

আপনারা কি শুধু বালাগ করেই জীবন পার করে দিবেন? শুধু বালাগ করলেই তো হবে না। এটা একটি প্রাসাদ নির্মাণ করার মত, একটি একটি ইট গেঁথে একটি প্রাসাদ তৈরি হয়, একবারে হয়ে যায় না। সেই কঠিন কাজের জন্য যে চরিত্র লাগবে, সেটা আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। আমরা ছোট্ট একটা জাতি। আমরা এতদিন ছিলাম একটা ভাসমান অবস্থার মধ্যে। কিন্তু আল্লাহর রহম, এখন আমাদের একটা জায়গা হয়েছে। নোয়াখালীতে শুধুমাত্র একটা বিন্দু তৈরি হয়েছে। সেই বিন্দুকে সিন্ধুতে পরিণত করার দায়িত্ব হল আপনাদের। এমাম কি প্রতিটা লোককে বুঝাবেন? এ দায়িত্ব পালন কি এমামের একার পক্ষে সম্ভব? সম্ভব না।

এমাম এখন জাতির সাথে কথা বলবেন। এমাম এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কথা বলবেন, উচ্চ পর্যায়ে কথা বলবেন। নাকি এমাম এখন মাঠে বসে বসে সবাইকে বুঝাবেন? এই বোঝানোর দায়িত্ব, তাদেরকে তৈরি করার দায়িত্ব, তাদেরকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব এগুলো সব আপনাদেরকে পালন করতে হবে। আপনাদেরকে বুঝতে হবে কত বড় একটা দায়িত্ব নিয়ে আপনারা দাঁড়িয়েছেন। এই দায়িত্ব এমনি এমনি পূর্ণ হবে না। আপনারা অনেকেই নিয়মিত সালাহ কায়েম করেন না। সালাহ ছাড়া চরিত্র আসবে কী দিয়ে? আমরা এমনিতেই সাধারণ মানুষ। আমাদের মো'মেনের চরিত্র নাই। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে আমাদের চরিত্র অর্জন করতে হবে। আজকে আপনারা কেন্দ্রীয় অফিসের সাথে সামান্য একটা জেলা নিয়ে কাজ করছেন, ভবিষ্যতে আপনাদের সমস্ত পৃথিবী নিয়ে কাজ করতে হবে। তাহলে সেই কাজটা কত বড়? সেই কাজ করার, সেই সিস্টেমটা চালানোর এখনই একটা চর্চা আমরা করছি বলা চলে। একদিন এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সিস্টেম হবে ইনশাল্লাহ। আপনারা সমস্ত দুনিয়াতে কাজ করবেন, সমস্ত দুনিয়াকে নেতৃত্ব দিবেন; সেটার একটা ভিত্তি বা সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত হতে হবে না? এখন সে সিস্টেমটা হচ্ছে। আপনারা অতি অল্পতেই বিরক্ত হয়ে যাবেন না। আপনাদেরকে আরো অনেক ধৈর্য্য ধরতে হবে। আরো অনেক সহ্যশক্তি অর্জন করতে হবে। আমির মোজাহেদের সম্পর্ক অনেক ভালো হতে হবে। কেন্দ্রের সাথে আমাদের একটা দৃঢ় সমন্বয় লাগবে। আমাদের পরিষ্কার বুঝতে হবে আমাদের কাজ কী? আন্দোলন আমাদের কাছে কী চায়? এমাম আমাদের কাছে কী চান? আমাদের কী করতে হবে? এমাম বলেছেন যে, আমরা যদি মাঠে না নামি, আমরা যদি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ না করি, সবাই মার খাবে। সবাইকে পুলিশে ধরবে, সবাই জেলখানায় যাবে, সবার ঘরবাড়ি আক্রমণ করা হবে। আল্লাহ না করুক।

আল্লাহ যেন আমাদের জন্য সবকিছু সহজ করে দেন। আমরা যেন দৃঢ়ভাবে আমাদের এই কাজ, আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমার একটাই অনুরোধ থাকবে, আপনারা আমির, আপনারা আমির হিসেবে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলুন। আপনারা এমামের একেকজন বীরযোদ্ধা, সেনানায়ক, সৈনিক হন। আপনারা একেকজন হবেন এমামের একেকটা তরবারি। আপনারা যদি নিজে সেই যোগ্যতা অর্জন করতে না পারেন, আপনার মোজাহেদ মোজাহেদারাও পারবে না। আপনাদেরকে সেই চরিত্র অবশ্যই অর্জন করতে হবে। আল্লাহ আপনাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, যে হেদায়াহ দান করেছেন সেটার হক সম্পূর্ণ আপনাকে আদায় করতে হবে। তা না হলে আপনাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

সম্মেলনের প্রতীকের ব্যাখ্যা

আজকের এই আমির সম্মেলনের যে প্রতীকটা ব্যবহার করা হয়েছে, এটার একটি তাৎপর্য আছে। আপনারা দেখছেন যে, এটা একটা বাজপাখি (Falcon)। আমি হেযবুত তওহীদে যখন প্রথম আসি, তখন একটা স্বপ্ন দেখি যে, আমি একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। এক ঝাঁক পাখি দূর থেকে উড়ে আসছে। তখন পাখিগুলোকে দেখে আমি দুই হাত মেলে দাঁড়ালাম। একটা পাখি আমার কাছে চলে আসল, আমি জড়িয়ে ধরলাম। পাখিটার ধাক্কায় আমি নিচে বসে পড়লাম। পাখিটার মাথা অনেক বড়। সেটা একটা রাজহাঁস ছিল। তখন এমামুয্যামান আমার পাশ দিয়ে তখন হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এটাকে ছেড়ে দাও। আমি অনুনয় করে বললাম যে, কিছুক্ষণ রাখি। এভাবে স্বপ্নটা ভেঙে যায়।

পরবর্তীতে এমামুয্যামান চলে যাওয়ার পরে যখন মাননীয় এমাম আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব পেলেন তখন আমি আরেকটা স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি কাঁধে একটা বাজপাখি নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। তখন হঠাৎ এমাম আসলেন। এমাম এসে আমার হাতে পাখিটা দেখে খুব খুশি হলেন। একটু আদর করলেন। আমি বললাম যে, এমাম, এমামুয্যামানের প্রতীক ছিল রাজহাঁস। আর তোমার প্রতীক হল বাজপাখি। এরপর স্বপ্নটা ভেঙে গেল।

কথা হচ্ছে, এমামের প্রতীক আমি বাজপাখি কেন দেখলাম? স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার জ্ঞান আল্লাহ সবাইকে দেন না। আমারও সেটা নেই। তবে সাধারণ জ্ঞানে যেটুকু বুঝি সেটা হচ্ছে, বাজপাখি যুদ্ধের প্রতীক। প্রতীকের বাজপাখি আমাদের এমামকে রিপ্রেজেন্ট করছে। আর বাজপাখির মেলে ধরা ডানাগুলো হচ্ছে হেযবুত তওহীদের দশজন বিভাগীয় আমির যারা আন্দোলনের সকল মোজাহেদ-মোজাহেদার প্রতিনিধিত্ব করছেন। আজকের এই সম্মেলনে এমামের নেতৃত্বে দশটি বিভাগের আমিরগণ উপস্থিত হয়েছেন বলেই আজকের অনুষ্ঠানের এই প্রতীক অর্থপূর্ণ হয়েছে।

আপনারা জানেন, আমাদের সামনেও একটা অসম যুদ্ধ আসছে। সেই যুদ্ধ আমাদেরকে করতে হবে। সেজন্য আমাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে যোগ্য নেতা দিয়েছেন, তাঁকে আল্লাহ যে কথা দরকার, যা কিছু দরকার সব দিয়েছেন। আমি আজ পর্যন্ত দেখে আসছি, বিন্দুমাত্র অভাব আল্লাহ আমাদের কোথাও রাখেন নাই। একটু টানাটানি হয়ত পড়ে। কিন্তু আল্লাহ সেটা পার করে দেন। আপনারা ভয় পাবেন না, নিরাশ হবেন না। চরম উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সাহস নিয়ে এগিয়ে যান। বিজয় ইনশাল্লাহ আমাদের হবেই হবে। আমরাই হব সেই জাতি যারা দুনিয়াকে বিজয়ী করে সত্যের আলোয় আলোকিত করবে ইনশাল্লাহ। দুনিয়াতে আবারও আমরা আল্লাহর বিজয়ের পতাকা উড়াব ইনশাল্লাহ।

আমরা একটা বছর ময়দানেই থাকব

ডা. মাহবুব আলম মাহফুজ

আমির, ঢাকা বিভাগ,
হেযবুত তওহীদ

আমাদের গত এক বছরে হেযবুত তওহীদের প্রেক্ষাপট অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে পাবনায় সুজন ভাই শহীদ হবার পর থেকে সারা বাংলাদেশে হেযবুত তওহীদের একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অনলাইনে মাননীয় এমামের বক্তব্য শুনে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে অসংখ্য লোক আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে, হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করছে, তাদের মতামত প্রকাশ করছে। তাদের এই সাড়া হেযবুত তওহীদকে যেমন এগিয়ে নিচ্ছে, পাশাপাশি হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধাচারীদের ষড়যন্ত্রও ধাঁই ধাঁই করে বাড়ছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আন্দোলনের দলীয় সঙ্গীত ‘আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান’ পরিবেশনের সময় সুশৃঙ্খলভাবে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সারা বাংলাদেশে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা কীভাবে মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্র করছে, বিভিন্নভাবে হুমকি দিচ্ছে। মাননীয় এমাম কিছু দিন আগে আমাদেরকে বলেছিলেন যে তাঁর প্রতিটি কথা প্রতিটি গৃহে প্রবেশ করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আজ ঘরে ঘরে মাননীয় এমামের বক্তব্য পৌঁছে গেছে। মাননীয় এমাম বলেছিলেন তাঁর বক্তব্য প্রতিটি হৃদয়কে আন্দোলিত করবে, আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ আজ স্বপ্ন দেখছে বাঁচার, সুন্দর এক পৃথিবীর।

আমাদের গত এক বছরে হেযবুত তওহীদের প্রেক্ষাপট অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে পাবনায় সুজন ভাই শহীদ হবার পর থেকে সারা বাংলাদেশে হেযবুত তওহীদের একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অনলাইনে মাননীয় এমামের বক্তব্য শুনে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে অসংখ্য লোক আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে, হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করছে, তাদের মতামত প্রকাশ করছে। তাদের এই সাড়া হেযবুত তওহীদকে যেমন এগিয়ে নিচ্ছে, পাশাপাশি হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধাচারীদের ষড়যন্ত্রও ধাঁই ধাঁই করে বাড়ছে। গত এক বছরে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংঘাত-সংঘর্ষ হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যেটা বহুদিন ছিল না। এখন শত্রুরা সামনাসামনি যেরকম আক্রমণ করছে, অনলাইনও সেরকম আক্রমণ করছে। তারা চেষ্টা করছে যেন মাননীয় এমামের বক্তব্য মানুষের কাছে না পৌঁছায়।

আজকের এই আমির সম্মেলনে কতগুলো সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের। আমি ঢাকার আমির হিসেবে বিভাগীয় আমিরদের ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের বলব- আমাদের এখন একটা শপথ নিতে হবে। মাননীয় এমাম বলেছেন আগামী এক বছর হেযবুত তওহীদ মাঠে থাকবে। এজন্য আমরা যারা আমিররা আছি তারা নির্দেশনা দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব না, আমরা মাঠে কাজ করব, জেহাদ করব। মাননীয় এমামের প্রতিটি হুকুম-নির্দেশ আমরা আগে বাস্তবায়ন করব, আমরা প্রকাশনা বালাগ করব, পত্রিকা বালাগ করব, আমরা মাঠে থাকব।

মাননীয় এমামের হুকুম পালন করার ক্ষেত্রে আমরা যারা আমিররা আছি তাদের একসাথে অনেকগুলো কাজ একই সময় করতে হয়। আমাদের অনেকের যোগ্যতার ও দক্ষতার অভাব আছে। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব যেন আল্লাহ আমাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়িয়ে দেন। আগে যেমন আমাদের মামলা ডিপার্টমেন্ট তৈরি হয়েছিল কারো বিরুদ্ধে মামলা হলে সেটা সমাধান করার জন্য। কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এখন আমরা আমাদের উপর হামলাকারী, অপপ্রচার ও হুমকি প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে উল্টো মামলা করি। ইনশাল্লাহ, অদূর ভবিষতে সারা বাংলাদেশের প্রতিটা জনপথে মাননীয় এমামের বক্তব্য যে আলোড়ন সৃষ্টি করবে সেই আলোড়ন সৃষ্টি করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে প্রতিটি আমিরকে। আমরা সকল আমিররা এই শপথ নিব আজকে, যে আগামী এক বছর আমাদের কোনো ঘর থাকবে না, বিছানা থাকবে না। আমরা সংগ্রাম করব মাঠে-ময়দানে। আমাদের থাকার জায়গা হবে আন্দোলনের অফিসঘর। আমরা আগামীকাল থেকে মাননীয় এমামের প্রতিটা নির্দেশ, প্রতিটা হুকুম বাস্তবায়ন করব জেহাদের মাঠে থেকে।

মাননীয় এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিমের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য

অবশেষে সেই ভয়াবহ সময় এসেছে

সর্বপ্রথম সালাম জানাচ্ছি মহামান্য এমামুয্যামানের প্রতি, যাঁর অসিলায় আমরা হেদায়েতের সন্ধান পেয়েছি। স্মরণ করছি ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর হেযবুত তওহীদের সকল শহীদদের। সালাম ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, সে সকল ভাই ও বোনদের প্রতি যারা আজকের সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেননি ও অনুমোদন পাননি। আমি জানি, উপস্থিত না হতে পারলেও তাদের হৃদয়, মন-মনন ও আত্মা পুরোটাই এ সম্মেলনকে ঘিরে উদগ্রীব হয়ে আছে। প্রত্যেকে এখানে কী আলোচনা হয়, কী সিদ্ধান্ত আজ আমরা গ্রহণ করি ইত্যাদি জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। এরই সাথে উপস্থিত সকল গণ্যমান্য ভাই-বোন ও মোজাহেদ-মোজাহেদাদের আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা, সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতাহু।

‘এ সম্মেলন জাতিসংঘের কোনো সম্মেলন থেকে কোনো অংশে কম নয়’

আজকের সম্মেলনে আমাদের বেশকিছু বিষয়ে শক্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আজ আমরা এ সম্মেলন থেকে আসন্ন ২০২৩ সালের সংকট নিরসনের জন্য সম্ভাব্য সকল বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করব। আজকের এ অক্টোবর মাসে রাজধানীতে বসে হেযবুত তওহীদ সম্মেলন করছে। আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে এক বিপ্লব হয়েছিল, ইতিহাসে যা ‘অক্টোবর রেভোলিউশন’ নামে পরিচিত। আজ প্রায় শতবর্ষ পর হেযবুত তওহীদ সে অক্টোবর মাসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য এ সম্মেলনে বসেছে। ইতোমধ্যেই এ সংকটময় সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান জাতিসংঘে বসে তাদের জনগণকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। ভুললে চলবে না, আমরা এ মানবজাতির এ অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা আসন্ন সংকট মোকাবেলা করার জন্যই একত্রিত হয়েছি ও সংগ্রাম করে যাচ্ছি। তাই আমাদের এ সম্মেলন জাতিসংঘের কোনো সম্মেলন থেকে কোনো অংশে কম নয়। তাই আমি শুরুতেই আমাদের বিভিন্ন পর্যায়ের সম্মানিত আমিরদের প্রতি সম্বোধন করে বলতে চাই, আপনাদের আজকের সিদ্ধান্তই আগামী দিনের পথ চলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে পরিগণিত হবে।

আজকের এ সম্মেলন আয়োজন করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, আগামী বছর আমাদের দেশের পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে পারে তাই আগামী বছর আমরা সম্মেলনে বসতে পারব কিনা সে বিষয়টির কোনো নিশ্চয়তা নেই। দ্বিতীয়ত, এখনই সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার। এ কারণেই আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময়, কঠোর শ্রম ও উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে আজকের এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। আমি দোয়া করি, মহান আল্লাহ আপনাদের এ কর্মকাণ্ডকে জেহাদের মর্যাদা ও সওয়াব প্রদান করুক।

অচিরেই ভয়াবহ খাদ্যসংকট:

আমরা যে সময়ে এসে এ সম্মেলনের ডাক দিয়েছি সে সময়টিকে একটু বিবেচনায় নিন। ইতোমধ্যেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। ন্যাটো উত্তর মহাসাগরে পারমাণবিক বোমা হামলার মহড়া করছে। আর রাশিয়া প্রতিটি মূহূর্তে বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ বৈঠক করছে। ইউক্রেনের অধিকৃত অঞ্চল থেকে তাদের জনগণকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিচ্ছে কারণ তারাও পারমালবিক হামলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এ যুগটিই হচ্ছে পরমাণুর যুগ, পারমাণবিক যুগ। তাই আমি মনে করি এ সময়ে এসে প্রতিটি মানুষের পারমাণবিক অস্ত্র ও হাইড্রোজেন বোম সম্পর্কে জানা উচিত। আমাদের দেশের জনগণ এতটাই অন্যমনস্ক ও বেখেয়াল যে তারা এ সকল বিষয়ে পুরোই অনভিজ্ঞ। অভিজ্ঞতা তো পরের কথা অনেকেই এ বিষয়গুলোর সাথে পরিচিতই না, নামও শুনেনি কখনো। আমি আমার বক্তব্যে বার বার এ সকল অস্ত্রে সংঘটিত যুদ্ধের ভয়াবহতা তুলে ধরেছি। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপর্যয় নেমে আসে, জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হয়, খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। বিশ্বের ছয়টি জায়গাকে বিজ্ঞানীরা ‘ব্রেড বাস্কেট’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যারা বাংলা করলে দাঁড়ায় ‘রুটির ঝুড়ি’। এ ছয়টি জায়গার অন্যতম হচ্ছে ইউক্রেন, যেখান থেকে খাদ্য রপ্তানি এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। আরেকটি জায়গা হচ্ছে ব্রাজিল যেখানে অচিরেই ভয়াবহ খাদ্যসংকট দেখা দিবে। কারণ কী? প্রধান কারণসমূহ হল,

১. প্রায় দুই বছর ধরে চলমান করোনা মহামারী ও লকডাউন।

২. রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ।

৩. আবহাওয়া ও জলবায়ুর আশঙ্কাজনক পরিবর্তন ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন, অতি খরা, জলোচ্ছ্বাস, অতিবর্ষণ, বন্যা ইত্যাদি।

যুদ্ধের কারণে জ্বালানি সংকট তৈরি হচ্ছে যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন, সার উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণ। সবচেয়ে মারাত্মক যে সংকট দেখা দিবে সেটি হচ্ছে এর ফলে ব্রাজিলের সরবরাহ লাইন বা সাপ্লাই চেইনে বিপর্যয় নেমে আসবে। বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহে বিঘ্ন ঘটবে ও কিছু জায়গায় সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলাফলটা সবার কাছেই পরিষ্কার। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি গত পাঁচ-ছয় বছর আগে এ ভয়াবহ খাদ্যসংকট সম্পর্কেই বলেছিলাম। জাতিসংঘ এখন ঘোষণা করেছে যে, ৪৫টি দেশে দুর্ভিক্ষ হতে পারে। এর মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের নামও রয়েছে। আমরা সংকল্প করেছিলাম যে, বাংলার মাটিকে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান হতে দিব না। আমরা কী বলিনি যে একটি আদর্শ আমাদের কাছে আছে যা দিয়ে আমরাও বাঁচব ও মানবজাতিকেও বাঁচাব? তাই এ পরিস্থিতি মোকাবেলা এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানুষ এখন দিশেহারা ও হতাশ। খাদ্যের সংকট হওয়ার তো কোনো কথা ছিল না। তাহলে কেন এই সংকট? কারণ সুষম বণ্টনের অভাব। কেন আজ সর্বত্র জালিয়াতি, জুলুম ও অন্যায়? আমাদের মহামান্য এমামুয্যামান তাঁর বইতে

লিখেছেন যে পৃথিবীর সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদের যদি সঠিক ব্যবহার না করা হয় তবে এক জায়গায় অভাব সৃষ্টি হবে ও অন্যত্র প্রাচুর্য দেখা দিবে যা এক প্রকার অবিচার। তিনি আরো বলেছেন, কাল্পনিক কিছু ভৌগোলিক সীমারেখা এঁকে দেয়ার ফলে মানুষের বসবাসের সংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। একটি অঞ্চলে মানুষ ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি বসবাস করে যেখানে মানুষের থাকার জায়গা হয় না, হাঁটার জায়গা নেই, খাদ্য উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত কৃষি জমি নেই। অপর অংশে ঠিক এর বিপরীত চিত্র যেখানে হাজার হাজার মাইল জায়গা ও কৃষি জমি খালি পড়ে রয়েছে। পুরো পৃথিবীকে কাল্পনিক এ সীমান্ত রেখার মাধ্যমে প্রায় ২২০ টি ভাগে বা রাষ্ট্রে টুকরো টুকরো করা হয়েছে যেখানে এ অন্যায় চলছে। এর পরিণতিই হচ্ছে মানবজাতির চূড়ান্ত ধ্বংস। মহামান্য এমামুয্যমান এ কথাটিই স্পষ্ট করে বলে গিয়েছেন। কাজেই সামগ্রিক পরিস্থিতি এ ক্ষুদ্র সময়ে তুলে ধরা সম্ভব নয়। আপনারা মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন সংবাদ থেকে এ সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে, এ সংকট সমাধানের উপায় কী? মাননীয় এমামুয্যামান তাঁর বইতে লিখেছেন যে ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুবাদি সভ্যতাই হচ্ছে 'দাজ্জাল'। রসুলের (স.) হাদিসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, রসুল (স.) যে দাজ্জালের কথা হাদিসে উল্লেখ করেছেন সে দাজ্জাল ইতোমধ্যেই চলে এসেছে। দাজ্জাল হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের পরিচালক আত্মাহীন, আল্লাহহীন ও বস্তুবাদী ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'। কিন্তু একটি সংকীর্ণমনা, কূপমণ্ডুক ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি তাঁর এ কথা জনগণের কাছে পৌঁছাতে দেয়নি। কিন্তু এখন সময় এসেছে, জনগণকে বুঝতে হবে দাজ্জাল কী। এক ইঞ্চি মাটিও দাজ্জালের আয়ত্তের বাইরে থাকবে না। হাদিসে আরো উল্লেখ আছে যে দাজ্জাল মাটির নিচের সম্পদকে আহ্বান করবে ও নিজ স্বার্থে ব্যবহার করবে। সমগ্র মানবজাতি দাজ্জালকে নিজেদের প্রভু হিসেবে মেনে নিবে ও দাজ্জালের পায়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। দানবীয় এ শক্তিকে রূপক অর্থে প্রকাশ করতে গিয়ে রসুল (স.) একে চাকচিক্যময় এক প্রতারক হিসেবে নামকরণ করেছেন। সমগ্র মানবজাতি দাজ্জালের দেখানো পথ অনুসরণ করবে এবং তার রচিত জান্নাতকে সত্যিকারের জান্নাত মনে করে প্রতারিত হবে। তারা যখন প্রতারণা বুঝতে পারবে তখন হতাশা ও নিরাশায় জর্জরিত হবে।

আজ সমগ্র পৃথিবীতে দাজ্জালের এ তাণ্ডব চলছে। দাজ্জালের তৈরি সভ্যতা, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, বাণিজ্যনীতি, শিল্পনীতি, বিচারনীতি, রাজনীতি, পরিবারনীতি, সমাজনীতি- এক কথায় বিশ্বব্যবস্থা গ্রহণ করে মানবজাতি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। দাজ্জালকে চেনা এখন অত্যাবশ্যক। যারা ধর্মব্যবসায়ী, জালেম ও কাফের-মোশরেক তারা কখনই দাজ্জালকে চিনবে না। আল্লাহর রসুল (স.) বলেছেন, মো'মেনরাই শুধু দাজ্জালকে চিনবেন। একজন মো'মেনের প্রথম কর্তব্য হবে দাজ্জালকে ভালো করে চেনা এবং পরবর্তী পদক্ষেপই হবে দাজ্জাল সম্পর্কে গোটা মানবজাতিকে সজাগ, সতর্ক ও সচেতন করা। আপনারা হতাশ হবেন না, নিরাশ হবেন না। কারণ ইনশা'আল্লাহ, মহান আল্লাহ দাজ্জালের এ তাণ্ডব থেকে মো'মেনদের রক্ষা করবেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে মো'মেন কারা? আমরা কী মো'মেন হতে পেরেছি? আমারা কী দাজ্জালকে চিনতে পেরেছি? দাজ্জালের তাণ্ডবের ভয়াবহতা ও তার প্রভাব কী আমাদের ধারণায় রয়েছে? আমাদের আত্মা পর্যন্ত যে দাজ্জাল প্রভাব বিস্তার করেছে তা কি আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি?

আপনারা জানেন কিনা, জ্বালানি সংকটের এই পরিপেক্ষিতে

আমি হেযবুত তওহীদের আমিরদের উদ্দেশে বলতে চাই, আপনারা গভীরভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করুন। আপনারা মাঠে-ময়দানে, স্থানীয় প্রশাসন ও মিডিয়ায় কাজ করেন ও কথা বলেন। আপনাদের বিভিন্ন জনের সাথে দেখা করতে হয় ও তাদের প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়। কাজেই আপনাদের পরিষ্কারভাবে আসল বক্তব্য তুলে ধরার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তাই মনযোগ দিয়ে আমার কথা শুনুন এবং আমার কথা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে প্রায় ১০/১২ ভাগ খাদ্য এখন তারা জ্বালানি উৎপাদনে ব্যবহার করবে। অন্যদিকে অসংখ্য মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। কীভাবে করবে সে বিস্তারিত আপনারা ইউটিউবে খোঁজ নিলেই পেয়ে যাবেন। বিশ্বের প্রথম সারির ২০টি খাদ্য সরবরাহকারী কোম্পানির সিংহভাগই যুক্তরাষ্ট্রের। আপনারা জানলে অবাক হবেন যে করোনা মহামারীর সময়ে খাদ্য বিক্রি ও সরবরাহ করে তারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এরই সাথে অস্ত্র বাণিজ্য করে আয় করেছে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার। আর এদিকে না খেয়ে মরব আমরা ও আপনারা। তাদের সন্তানরা কিন্তু টের পাবে না কারণ দুনিয়া এখন তাদের মুঠোয়।

তাহলে এখন আমরা কীভাবে পথ চলব? আমি হেযবুত তওহীদের আমিরদের উদ্দেশে বলতে চাই, আপনারা গভীরভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করুন। আপনারা মাঠে-ময়দানে, স্থানীয় প্রশাসন ও মিডিয়ায় কাজ করেন ও কথা বলেন। আপনাদের বিভিন্ন জনের সাথে দেখা করতে হয় ও তাদের প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়। কাজেই আপনাদের পরিষ্কারভাবে আসল বক্তব্য তুলে ধরার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তাই মনযোগ দিয়ে আমার কথা শুনুন এবং আমার কথা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। আমার ভিতরে যে কথা আছে তাই আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরব, ইনশা'আল্লাহ।

প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা এ মানবজাতিকে বলেছি যে অর্থনৈতিক সঙ্কট, রাজনৈতিক সঙ্কট, সামরিক সঙ্কট, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, রক্তপাত, হানাহানি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য আপনারা অস্থির হয়ে আছেন কিন্তু আপনারা মূলত এ সংকটগুলো থেকে বাঁচতে পারবেন না। এ সংকট থেকে বাঁচতে পারবেন না কেন সেটা বুঝার আগে এ সংকট কীভাবে সৃষ্টি হল সেটা বুঝা জরুরি।

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই কোন পথে চললে মানুষ মুক্তি পাবে, মানবজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা আসবে সেটি আল্লাহ ভালো জানেন। আল্লাহ মানবজাতির জন্য হুকুম-বিধান পাঠালেন কিন্তু মানবজাতি তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহর দেয়া বিধান বাদ দেয়ার ফলেই মানবজাতি আজ এ অশান্তিতে পতিত হয়েছে।

দাজ্জালীয় সভ্যতার ধারক-বাহকেরা ধর্মকে বাদ দিয়েছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ধর্মকে তারা জাতীয় জীবনের গণ্ডিতে ঢুকতে দিবে না। সেখানে ধর্মের কোনো জায়গা নেই, কোনো প্রভাব নেই। ধর্ম পালন করতে চাইলে তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মধ্যেই আবর্তিত হতে হবে। মন্দিরে যাও, মসজিদে যাও, গির্জায় যাও, সিনাগগে যাও, প্যাগোডায় যাও কোনো আপত্তি নেই, যার যার ধর্ম অনুযায়ী নামাজ পড়, পূজা কর, প্রার্থনা করো কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু জাতীয়, রাজনীতিক ও সামাজিক অর্থাৎ সামষ্টিক জীবনে ধর্মের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা আল্লাহ, খোদা, ভগবান ইত্যাদি কোনো কিছুতেই বিশ্বাস আনবে না। ধর্ম এ আধুনিক সভ্যতার বিষয় নয়, ধর্ম হচ্ছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কল্পনার কল্পিতচর্চা। তাহলে এটাই যখন তাদের সিদ্ধান্ত তখন আমাদের আমিরদের বক্তব্য কী হবে? আপনি তাদেরকে ধর্মের কথা বললে হবে না কারণ তারা তো ধর্মকে বাদ দিয়েছে। ধর্মের কোনো কথাই তারা শুনবে না।

কাজেই তখন আমাদের কথা হবে যে, বর্তমান পৃথিবীতে ধর্মের যে প্রচলিত রূপ আমরা দেখছি তার প্রেক্ষিতে আপনাদের, দাজ্জালীয় সভ্যতার ধারক-বাহকদের ধর্মের অপ্রয়োজ্যতা নিয়ে এ ধারণা অমূলক নয়। বিশ্বের ও মানবজাতির সংকট নিরসনে ধর্মগুলোর নিস্পৃহতা, আবেদনহীনতা ও ব্যর্থতা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। আপনারা দেখছেন যে ধর্মগুলো মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডায় বন্দী হয়ে গেছে এবং এগুলোর অনুসারীরাও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ইবাদতে মশগুল হয়ে আছে। আপনারা সে ব্যক্তিগত ইবাদত, আনুষ্ঠানিকতা, পোশাক ও আচার অনুষ্ঠানই শুধু দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহর দেয়া শেষ দীন, ইসলাম, দীনুল হক এমন নয়। আমরা যে ইসলাম প্রস্তাব করছি সে ইসলাম বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলোর মত নয় যেখানে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ধারণ করে পরকালে মুক্তির জন্য আত্মার ঘষামাজায় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

ইসলাম হচ্ছে একটি সম্পূর্ণ দীন বা জীবনব্যবস্থা বা জীবন দর্শন (System of Life)। মানবজাতির চলার জন্য

ও সকল সংকট থেকে উত্তরণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা (Guideline) সম্বলিত একটি জীবন ধারা, যেখানে ব্যক্তিগত সংকট থেকে শুরু করে রাজনীতিক তথা বৈশ্বিক সংকট সমাধানের উপায় পর্যন্ত রয়েছে।

বিশ্ব সংকট সম্পর্কে জানতে হবে, বুঝতে হবে:

আজ বিশ্বব্যাপী সংকট তাই আমিরদের বিশ্ব সম্পর্কে জানতে হবে। আপনারা সমগ্র বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছেন। কোন দেশের ভাষা কী, কোনো দেশে কোন মুদ্রা চলে, কোন দেশে রাজতন্ত্র চলে, গণতন্ত্র চলে, রাজার নাম কী, প্রধানমন্ত্রীর নাম কী, রাজনীতিক দলগুলো কেমন, কোনটি কীভাবে চলে- এ সকল তথ্যাদি জানা থাকতে হবে। দোয়া-কালাম শেখানোর জন্য হেযবুত তওহীদের জন্ম হয়নি। আপনাদের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য মানসিক, শারীরিক যোগ্যাতার পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। একজন আমিরকে দীনের জ্ঞানের পাশাপাশি, দুনিয়ার জ্ঞান, অর্থনীতির জ্ঞান, সমাজনীতির জ্ঞান ও রাজনীতিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যদি এমনটি না হয় তবে প্রতিযোগিতামূলক এ বিশ্বব্যবস্থায় আপনারা টিকবেন না।

তাহলে, ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ একটি দীন বা জীবনব্যবস্থা সেহেতু এখানে সমস্ত সংকটের সমাধান রয়েছে। তাই আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে ইসলামকে মনোনীত দীন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

বস্তুবাদী প্রভুরা বলবে যে, 'তোমাদের ইসলামের মধ্যে তো এত দল তাহলে আমরা কোনটা নেব? শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব, সৌদি আরবের নেতৃত্বে ইয়েমেনের উপর হামলা হয়েছে যেখানে হাজার হাজার শিশুকে হত্যা করা হয়েছে, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছে, মুসলমান দেশ হয়ে আরেক মুসলমান দেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। অন্যদিকে সুফিবাদ এক ধরনের ইসলামের কথা বলে, রাজনীতিক ইসলাম এক ধরনের, উগ্রবাদী ইসলাম এক ধরনের, আবার ব্যক্তিগত মাসলা-মাসায়েল চর্চাকারীদের কাছে ইসলাম এক ধরনের। এছাড়াও কওমি মাদ্রাসার ইসলামের আকিদা বা ধারণা এক রকম, আলিয়া মাদ্রাসায় ভিন্ন রকম। আহলে হাদিসের আলেমদের একটি রীতি, সালাফি আলেমদের ভিন্ন রীতি। একদল গানকে হারাম বলে ফতোয়া দেয়া অন্য দল আবার সারাদিনই গান শুনে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এক ইসলামের তো হাজার হাজার মতবাদ। যদি এক ইসলামের এত মতবাদ হয় তবে আমরা কোনটা নিব? তোমাদের তো নির্দিষ্ট কোনো আকিদা নেই। আমরা এ ধর্মের প্রতি কীভাবে আস্থা রাখব। তোমরা তো রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে এ ধর্মীয় মতভেদের উপর ভিত্তি করে এসব বিষয় নিয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবে। তার থেকে আমরা উত্তম, আমরা অন্তত ধর্মের নামে হানাহানি, মারামারি করছি না।' তারা আরো বলবে যে, 'আমরা দেখছি অন্য ধর্মের লোকদের তোমরা ঘৃণা কর। ভিন্ন মতের লোকদের তোমরা দেখতে পারো না। তোমরা খেলাধুলার বিরোধী, সাংস্কৃতিক চর্চার বিরোধী। তোমাদের নারীদের প্রতি যে ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তা শঙ্কাজনক। তোমাদের এমন আচরণে ও চর্চায় আমাদের মনে কিছুতেই এ বিশ্বাস আসে না যে তোমরা এ ইসলাম ও ধর্ম দিয়ে দুনিয়া চালাতে পারবে।

তখন আপনারা উত্তর দিবেন, 'দেখুন, আপনারা ইসলামের

> *আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে আরো বলেছেন, 'নিশ্চয়ই শেরক হচ্ছে বড় ধরনের জুলুম (সুরা লোকমান, ৩১)।' আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে তিনি শেরক ছাড়া অন্য সকল গুনাহ ক্ষমা করবেন কিন্তু শেরক ক্ষমা করবেন না। আর যারা শেরক করেন তারা মোশরেক, নাপাক। আল্লাহ এ কথাও কোর'আনে বলেছেন যে নাজাস, নাপাক ও মোশরেকদের কোনো ইবাদত কবুল করবেন না।'*

নামে প্রচলিত যেসকল ধর্মীয় চর্চা দেখতে পাচ্ছেন সেটি আল্লাহর রসুলের (স.) প্রকৃত ইসলাম নয়।' এ কথা তারা সহজভাবে মেনে নিবে না বরং অনেকেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে। বিশেষ করে যে শ্রেণিটি ইসলামের ধারক-বাহক সেজে বসে আছে সে শ্রেণিটি হুংকার দিয়ে এর বিরোধিতা করবে। যদিও তারা নিজেদের ইসলামের স্বঘোষিত কর্তৃপক্ষ বা Self Declared Authority, নায়েবে নবী বা ওরাসাতুল আম্বিয়া মনে করলেও আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (স.) তাদেরকে তা মনে করেন না।

এরাই আমাদের এ কথা শুনে আমাদের উপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করবে। মিথ্যে অপপ্রচার চালাবে। আমাদেরকে ধর্মের শত্রু, ইসলামের শত্রু, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্রের অংশ ইত্যাদি বলে জনমনে রোষানল তৈরি করবে। এছাড়াও আমরা নাকি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের থেকে টাকা খাই, নাস্তিক বানানোর জন্য মাঠে নেমেছি, সবাইকে ধর্মহীন করে ফেলছি ইত্যাদি বলে এদের অন্ধ অনুসারীদের উস্কে দিবে আমাদেরকে হত্যা করার জন্য। আর তারপরই এ ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণিটির অন্ধ অনুসারীরা যারা কোর'আন

প্রশ্নোত্তর পর্বে আমিরদের করা শাখা পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাননীয় এমাম।

পড়ে না, হাদিস পড়ে না, রসুলের (স.) জীবনের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই- তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এরা এতটাই অন্ধ যে এরা কিছুই জানে না শুধুমাত্র 'হুজুর' বলেছেন যে 'সওয়াব' হবে সে লক্ষ্যে এরা হামলা করবে।

সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে শিরক:

পরিস্থিতি যখন এমন, তখন অত্যন্ত সবরের সঙ্গে শান্ত গলায় তাদেরকে বলতে হবে, 'ভাই দেখুন, আমরা আপনাদের কোনো ক্ষতি করতে আসিনি। আমাদেরকে আপনারা খুব সহজেই হত্যা করতে পারেন কিন্তু যে মহাসত্য মহান রব্বুল আলামিন মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন সে সত্যের আগুনকে কীভাবে নির্বাপিত করবেন? আমরা ইসলামের বিজয় চাই। আমরা মানুষের জীবনের সকল সংকটের সমাধান করার জন্য আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মিথ্যাচার শুনতে পাচ্ছেন, সব ধর্মব্যবসায়ীদের বানানো কথা। আগে আমাদের সম্পর্কে জানুন, আমাদের বক্তব্য আমাদের কাছ থেকে শুনুন।'

তাদেরকে ধৈর্য সহকারে উত্তম যুক্তি ও হেকমত দিয়ে বুঝাতে হবে যে, 'ইসলামের সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে শিরক। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বিধানের কিছু অংশ মানা ও কিছু অংশ অস্বীকার করা। দেহ থেকে আত্মাকে যেমন আলাদা করা যায় না, যদি করা হয় তবে সে দেহ তখন মৃতদেহে পরিণত হয় তেমনি ইসলামে ব্যক্তি জীবন থেকে জাতীয় জীবনকে আলাদা করা যায় না। ইসলামে সামারিক-বেসামরিক আলাদা কোনো ভাগ নেই। ব্যক্তিকে জাতি থেকে আলাদা করা যায় না। তাহলে আপনি ব্যক্তিগত কিছু নিয়ম মেনে চলবেন কিন্তু জাতিগত নিয়মকানুন অস্বীকার করবেন সেটা ইসলাম সমর্থন করে না। যদি এমনটি করেন তবে তখন সেটা শেরক হিসেবে গণ্য হবে। কারণ আপনি আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করছেন।

বর্তমান সময়ে তো শেরকের ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়। কবরে মোমবাতি জ্বালানো, কারো পায়ে ধরে সালাম করা ইত্যাদিকে শেরক বলা হয়। কিন্তু শেরকের স্বরূপ তুলে ধরার জন্য পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বলছেন, 'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন (সুরা বাকারা ৮৫)।' তাহলে যদি শেরক করা হয় তবে দুনিয়ার জীবন অর্থাৎ রাজনীতিক ও অর্থনীতিক জীবনে শাস্তি, অপমান ও লাঞ্ছনা নেমে আসবে এবং পরকালে রয়েছে ভয়ংকর আজাব। অতএব, বড় শেরক হচ্ছে কিতাবের কিছু অংশ মানা ও কিছু অংশ অস্বীকার করা। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে আরো বলেছেন, 'নিশ্চয়ই শেরক হচ্ছে বড় ধরনের জুলুম (সুরা লোকমান, ৩১)।' আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে তিনি শেরক ছাড়া অন্য সকল গুনাহ ক্ষমা করবেন কিন্তু শেরক ক্ষমা করবেন না। আর যারা শেরক করেন তারা মোশরেক, নাপাক। আল্লাহ এ কথাও কোর'আনে বলেছেন যে নাজাস, নাপাক ও মোশরেকদের কোনো ইবাদত কবুল করবেন না।'

আমাদের পরিষ্কার কথা হচ্ছে, 'আপনারা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামকে খণ্ডিত করেছেন, জাতিকে টুকরো টুকরো করে শেরকে নিমজ্জিত করেছেন। তাহলে এখন এর দায় কে নিবে? আমরা অবশ্যই এর দায় নেব না। এর দায়

নিতে হবে সে সকল স্বঘোষিত ওরাসাতুল আম্বিয়াদের।’

আমি জানতে চাই, ‘ইসলামে সুরা বাকারার ৮৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ যে বললেন, ‘খিজিউন ফিল হায়াতিদ দুনিয়া’ (পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা)- এর ব্যাখ্যা কী? আমি ৪০০ এরও অধিক বাংলা, হিন্দি ও উর্দু তাফসির সংগ্রহ করেছি ও ঘেটে দেখেছি। তারা এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিক। আমি গুনাহগার সাধারণ মানুষ, এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম মাননীয় এমামুয্যামানের কাছ থেকে জানতে পারি। আমরা প্রায় দুইশত বছর সরাসরি ব্রিটিশদের গোলামি করেছি। এ গোলামিই ‘পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা’। তারা আমাদের সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে ও বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাদের হত্যা করেছে। আমাদের সকল সম্পদ লুট করে নিজেদের দেশে জমা করেছে। আমাদের কোটি কোটি নারীকে জাহাজে করে নিয়ে গিয়ে ইউরোপের বেশ্যালয়গুলোতে বিক্রি করেছে। ছয় কোটি মুসলমান আজ উদ্বাস্তু। আমাদের এক জাতিকে আজ ৫৫-৬০টি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে শাসন ও শোষণ করছে। একেই বলে ‘খিজিউন ফিল হায়াতিদ দুনিয়া’।’

আপনারা মদ্রাসায় পড়েছেন। আপনারা কোর’আন পড়েছেন, হাদিস পড়েছেন। আপনারা আমার উচ্চারণের ভুল ধরেন। কিন্তু আপনারা জনগণের সামনে এ ব্যাখ্যা তুলে ধরলেন না কেন? আপনারা জনগণকে ইসলাম আগমনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ রাখলেন। কেন? ইসলাম আগমনের উদ্দেশ্য জনগণের সামনে তুলে ধরলেন না কেন?

একটি ঘড়ির উদ্দেশ্য কী? সময় দেখা। এখন যদি এ কথাটা আপনি না জানেন তাহলে কি আপনি ঘড়িটি হাতে পরবেন? অথবা ঘড়িটি যদি ভুল সময় দেখায় তাহলে কি ঘড়িটি আপনার কাছে রাখবেন? রাখবেন না। কারণ এ ঘড়ি ভুল বার্তা দিয়ে আপনার লোকসান করতে পারে। ঠিক তেমনি, আপনারা ইসলামের মূল উদ্দেশ্য জনগণের সামনে তুলে ধরেননি। জনগণ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, রসুল (স.) কে বিশ্বাস করে। এরাই সে ধর্মপ্রাণ মুসলমান জনগোষ্ঠী যারা প্রাণের থেকেও ধর্মকে বেশি ভালোবাসেন, অধিক গুরুত্ব দেন। কিন্তু তাদের এ বিশ্বাস তো ব্যর্থ হবে যদি তারা ইসলামের সঠিক আকিদা বা সম্যক ধারণা লাভ করতে না পারেন। তাহলে জনগণকে আপনারা ভুল বুঝাচ্ছেন। তারা ধর্ম সম্পর্কে ভুল জেনেছে ও এখনও ভুল জেনে আসছে। জনগণ তাই না বুঝে আল্লাহ দেয়া জীবনবিধানের পরিবর্তে মানুষের তৈরি জীবনবিধান পালন করছে। আপনারা জনগণকে আংশিক শিক্ষা দিয়েছেন, আর এ আংশিক পালনের নামই হচ্ছে শেরক।

জনগণ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ প্রতি মূহূর্তে পাঠ করলেও তাঁরা জানেন না ‘ইলাহ’ শব্দের অর্থ কী। আপনারা জনগণকে সে শিক্ষা দেননি। আপনারা বলেছেন ‘ইলাহ’ শব্দের অর্থ উপাস্য, যাঁর উপাসনা করা হয়। সম্পূর্ণ অর্থ করেছেন, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই’। কিন্তু সঠিক অর্থ হবে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই’ এবং ‘ইলাহ’ হচ্ছেন তিনি যার আদেশ ও হুকুম মেনে জীবন পরিচালিত করতে হবে। অতএব জনগণকে একদিকে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য বুঝানো হয়নি অপরদিকে কালেমার ভুল অর্থ শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

আপনারা শিখিয়েছেন ‘নামাজ বেহেশতের চাবি’। কিন্তু জনগণকে শিক্ষা দেয়া উচিত ছিল ‘তওহীদ জান্নাতে চাবি’। আল্লাহর রসুল (স.) বলেছেন, ‘মান কালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাদখালাল জান্নাহ’ - অর্থাৎ, যে বলল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে যাবে। আপনারা জনগণকে ভুল শিক্ষা দিলেন।

আপনারা বললেন, নফসের বা আত্মার বিরুদ্ধে জেহাদ বড় জেহাদ। কিন্তু সবচেয়ে বড় জেহাদ বা সংগ্রাম হচ্ছে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা। আল্লাহ পবিত্র কোর’আনের সুরা ফোরকানের ৫২ নম্বর আয়াতে কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে ‘জেহাদান কাবিরা’ বা বড় জেহাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই জনগণের সামনে অন্যায় হয়, অত্যাচার হয় কিন্তু জনগণ কিছুই বলে না। জনগণের মধ্যে জেহাদের কোনো চেতনা নেই।

জনগণ শুধু জানে যে আইন মানতে হবে কিন্তু কার আইন মানতে হবে সেটা জনগণ জানে না। আপনারা জনগণের সামনে এ সত্য তুলে ধরেননি যে, যারা আল্লাহর আইন অনুসরণ করে না তারা কাফের, জালেম ও ফাসেক (সুরা মায়েদা ৪৪, ৪৫, ৪৭)। জনগণ জানে নামাজ পড়া ফরজ, কিন্তু জনগণ জানে না নামাজ কার জন্য ফরজ। জনগণকে নামাজের ব্যাপারে বলতে বলতে আপনারা জেহাদকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন। জনগণ জানেনই না যে জেহাদ ফরজ। জনগণকে ওয়াজে বললেন সওম রাখা ফরজ। কিন্তু কাদের জন্য ফরজ সেটা বুঝিয়ে দিলেন না। যাদের জন্য সাওম শিথিল করে দেয়া হল তারা পর্যন্ত সাওম পালন করে, রোজা রাখে সওয়াবের আশায়। কারণ জনগণ শুধু অতটুকুই বুঝেছে যে রোজা রাখা ফরজ। কিন্তু তারা কেসাস ও কেতাল এ দুটো জিনিসি সম্পর্কে জানে না। কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম এর পাশাপাশি মহান আল্লাহ তো কুতিবা আলাইকুমুল কেসাস ও কুতিবা আলাইকুমুল কেতাল- এ হুকুমগুলোও ফরজ করেছেন। তাহলে জনগণ জানে না কেন?

আপনারা যারা আজ মদ্রাসায় পড়ে আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছেন, আমার কর্মীদের রাস্তাঘাটে আক্রমণ করছেন, সাধারণ মানুষকে আমার ও আমার কর্মীদের বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছেন তারা শুনে রাখুন! আর বেশিদিন এ কাজ করতে পারবেন না। জনগণ খুব শীঘ্রই তোমাদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলবে, ইনশা’আল্লাহ। কারণ সত্য এসে গেছে,

মিথ্যাকে বিতাড়িত হতেই হবে।

সুরা বাকারায় মহান আল্লাহ বেশ কিছু হুকুম ফরজ করলেন, যেমন সাওম, কেসাস। কেসাস অর্থ সমপরিমাণ বদলা। অর্থাৎ হাত কাটলে তার বদলে হাত, চোখ তুলে ফেললে তার বদলে চোখ, যতটুকু ক্ষতি সাধিত হয়েছে ঠিক তার সমপরিমাণ বদলা হিসেবে নেয়া। আইনের এ দণ্ডবিধি মহান আল্লাহ ফরজ করেছেন। তেমনি কেতালকেও আল্লাহ ফরজ করেছেন। কেতাল অর্থ সশস্ত্র সংগ্রাম।

আদায় না করলে বউ তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু আপনাদের কেতাবে কী জুম্মার নামাজের উদ্দেশ্য লেখা নেই? সে সম্পর্কে আপনারা কোনো কথা বললেন না। জনগণকে সে সম্পর্কে জানালেন না ও শেখালেন না। জনগণ জুম্মার নামাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতি সপ্তাহে মসজিদে সমবেত হয়। আমি তাদের এ আবেগকে শ্রদ্ধা করি। যদি ভালোবাসা না থাকত তবে এত সুন্দর করে পরিপাটি হয়ে ছোট শিশুকে সাথে নিয়ে জুম্মার নামাজে অংশগ্রহণ করতে

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত মুঠোফোনে ছবি তোলার জন্য সংক্ষিপ্ত বিরতি দেওয়া হয়।

আজ সমগ্র পৃথিবীতে মানুষ লড়াই করছে, যুদ্ধ করছে, সশস্ত্র সংগ্রাম করছে। এ পরিস্থিতিতে প্রায় পাঁচশ কোটি মানুষ আজ মৃত্যুর মুখোমুখি। এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন, 'কিসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে (সুরা বাকারা ১৭৯)।' এছাড়াও আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য কেতাল, সশস্ত্র সংগ্রাম, ফরজ করা হয়েছে যদিও তোমরা তা মোটেও পছন্দ কর না, অথচ তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক (সুরা বাকারা ২১৬)।' কিন্তু জনগণ আজ কেসাস ও কেতাল উভয় সম্পর্কেই জানে না।

আপনারা ভুল শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি আমাদের সম্পর্কে মিথ্যাচার করছেন যে আমরা নাকি আলেমদের বিরুদ্ধাচারণ করি, তাদের সমালোচনা করি। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। আমাদের এ বিপ্লব আলেমদের বিরুদ্ধে নয়। শুধুমাত্র মাদ্রাসায় পড়লেই কেউ আলেম হয়ে যাবেন এ সংজ্ঞায় আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা অবশ্যই প্রকৃত আলেমদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করি।

আপনারা জনগণকে জুম্মার নামাজের গুরুত্ব বুঝালেন কিন্তু জুম্মার নামাজ কার জন্য সেটা বুঝালেন না। গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আপনারা ফতোয়া জারি করলেন যে জুম্মার নামাজ

যেতেন না। কিন্তু এর উদ্দেশ্য তো জানতে হবে। আপনারা সবাই খুব ভালো করেই জানেন যে ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া জুম্মার নামাজ পড়ার অনুমতি নেই। তেরশ বছর ধরে রচনা করা ফিকাহর বইগুলো খুললেই এ তথ্য দেখতে পাবেন। আপনারা সবাই এ সত্য জানেন কিন্তু এ সত্যকে লুকিয়ে রেখেছেন।

ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশদের দ্বারা পদানত হয় তখনই আপনাদের একটি অংশ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষ 'দারুল হার্‌ব'-এ পরিণত হয়েছে। এখানে আর জুম্মার নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না। 'দারুল ইসলাম' না হলে জুম্মার নামাজ আদায় করা যায় না। তখন ব্রিটিশরা আপনাদেরই আরেকদলকে টাকা দিয়ে বশ করল এবং তখন তারা জনগণের কাছে গিয়ে ফতোয়া জারি করল যে, বর্তমান সময় 'দারুল ইসলাম' ও 'দারুল হার্‌ব' কোনোটিই নয়, বর্তমান সময় হচ্ছে 'দারুল আমান'।

আজ থেকে প্রায় দুইশত বছর আগেই আপনাদের মধ্যে অনেক বড় বড় আলেম ঘোষণা দিয়ে গিয়েছেন যে, 'যেখানে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত নেই, মুসলমানরা স্বাধীনভাবে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে পারে না, খেলাফত নেই,

খলিফা নেই সেখানে জুম্মার নামাজ আদায় করা স্বীকৃত নয়।' আপনাদের পঠিত কিতাবেই তো লেখা রয়েছে। তাহলে এ তথ্য জনগণ জানবে না কেন? জনগণকে কেন জানাচ্ছেন না?

জনগণ জানে শুয়োরের গোশত হারাম কারণ মহান আল্লাহ হারাম করেছেন। কোনো হোটেলে যদি শুয়োরের গোশত রয়েছে জানা যায় তবে ধর্মপ্রাণ জনগণ সে হোটেলের বারোটা বাজিয়ে ফেলেন। কিন্তু ধর্মের নামে ব্যবসা করা, বিনিময় নেয়াও যে আল্লাহ হারাম করেছেন এ সত্য জনগণ জানেন না। জনগণ তখন প্রশ্ন করেন, হুজুর কীভাবে চলবেন? তিনি কীভাবে খাবেন?

জনগণ জানেন হজ করতে হবে। হজ করলে আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দেন। আপনি এবার আপনার কর্মক্ষেত্রে বসে চুরি, ডাকাতি, অর্থপাচার যাই করেন না কেন কোনো বড় বিষয় নয়। আপনাকে জনগণ সম্মান দিবেন কারণ আপনার নামের আগে 'আলহাজ্ব' রয়েছে। জনগণ হজের গুরুত্ব শুনেছেন, হজের আমল শুনেছেন কিন্তু জনগণ জানেন না হজের উদ্দেশ্য কী। হজ করতে কারা যাবেন, হজের মাঠের সিদ্ধান্ত কে নিবে, কে খলিফা হবে, কে এমাম হবে ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণ কিছুই জানেন না। আজকে তো আমাদের হজের এমামরা ইউক্রেনের ইহুদি প্রেসিডেন্টকে সহায়তা পাঠায়, অন্যদিকে মুসলমানরা মার খাচ্ছে ও না খেয়ে মরছে। ইয়েমেনের লক্ষ লক্ষ আরব মুসলমান বাচ্চাকে অবরোধ ও যুদ্ধ চাপিয়ে না খাইয়ে রাখছে, মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে সৌদি আরব, যারা ইসলামের আইকন দাবি করে, তারা আমাদের হজের ইমাম, কাবার মোতয়াল্লি।

তাহলে, সম্মানিত আমিরগণ, আপনারা আমার কথা শুনলেন তো? আপনারা পরিষ্কারভাবে উত্তর দিবেন যে, জনগণ কী জানে ও কী জানে না। জনগণ ধর্মের ব্যক্তিগত অংশটুকু জানে কিন্তু জাতীয়, সামাজিক, রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলো জানে না। এ জন্যই মহান আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেছেন, 'তোমরা যা গোপন করেছিলে তা প্রকাশ করাই ছিল আল্লাহর অভিপ্রায় (সুরা বাকারা ৭২)।' আল্লাহ এখন সত্যকে উন্মোচিত করবেন। হেযবুত তওহীদ তাদের লুকিয়ে রাখা সকল সত্যকে জনগণের সামনে তুলে ধরছে আর এটাই আমাদের মূল দোষ। আল্লাহ এ কারণেই স্পষ্ট বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াতকে গোপন করে ও এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা আগুন ছাড়া নিজেদের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না (সুরা বাকারা ১৭৪)।'

সত্য দাবিয়ে রাখতে পারবে না

তোমরা আমাকে হত্যা করতে পারো কিন্তু আমার বক্তব্যকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমি আজ সত্য নিয়ে দাঁড়িয়েছি। তোমরা আমার কর্মীদের রাস্তাঘাটে হামলা করলে। আমার কাছে তোমাদের প্রতিটি হামলার ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষিত আছে। এখন চারদিকেই ক্যামেরা থাকে তাই ফুটেজ রাখা খুবই সহজ। আমি প্রত্যেকটা ভিডিও বিশ্লেষণ করেছি ও দেখছি যেখানে বেশিরভাগ হামলাকারীই দাড়ি-টুপি ও লেবাস সম্বলিত। ফুটেজে দেখলাম, দাড়ি টুপিওয়ালা একজন আসলো ও আমার বোনদের থেকে

পত্রিকা নিয়ে টানাটানি শুরু করল। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করল এবং এরপর মহামান্য এমামুয্যামান ও আমাকে অশ্লীল গালি-গালাজ আরম্ভ করল। অপরদিকে সাধারণ জনগণ কী করছে? তারা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর তারা হুজুগ তুলল যে তারা ইসলামের শত্রু, তারা কাফের, তারা বায়াজীদ খান পন্নীর লোক, ইহুদির দালাল, তারা আলেমদের বিরুদ্ধে লেগেছে, তারা ইসলামের শত্রু ইত্যাদি কথা বলে তারা ঐ চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ জনগণকে উস্কানি দেয়। আর এই যে তোমরা মানুষকে মিথ্যে বলে উস্কানি দিচ্ছ সেটাও আর বেশিদিন পারবে না। তোমরা আমাদের রাস্তাঘাটে হামলা করছ, অনলাইনে

ষড়যন্ত্র করে আমাদের কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা করছ। আমার বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে যাতে না পৌঁছে সে জন্য বিভিন্ন উপায়ে আমাদের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছ। তোমরা বল যে, আমি তো নিজের আইডিই রক্ষা করতে পারি না আবার জাতিকে কীভাবে রক্ষা করব? আল্লাহর রসুলকেও (স.) কাফেররা বলেছিল যে, যিনি নিজের উট কোথায় সেটা বলতে পারে না তিনি আবার নবী দাবি করছে। কী সুন্দরভাবে তাদের কথার সাথে কাফেরদের কথা মিলে যাচ্ছে।

আমাকে যখন আমার প্রযুক্তি টিম বলল যে আমাদের ফেসবুক আইডি ও পেইজগুলোতে সাইবার হামলা করে, মিথ্যা রিপোর্ট করে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে তখন আমি বললাম তোমাদের সামর্থ্য থাকলে তোমরা প্রতিরোধ কর। না পারলে ময়দান ছেড়ে দাও। তোমরা ভালো করেই জানো এটা একটা লড়াই। এ লড়াইয়ে টিকতে না পারলে বাদ দাও নয়তো নিজেদের যোগ্যতা অর্জন কর। যারা রাস্তাঘাটে হামলা করছেন তারা জেনে রাখুন, আল্লাহ মো'মেনদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে (সুরা তওবা ১১১)। রাস্তাঘাটে যারা হামলার শিকার হচ্ছেন তারাও ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন যে আমাদের শত্রু কারা ও তারা কী রকম।

আমার কর্মীদের মধ্যেও আত্মপ্রত্যয় তৈরি হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যে কর্মী দশটা কিল খেয়েছে সে কর্মী আরো দশটি কিল খাওয়ার সামর্থ অর্জন করবে। তোমরা যারা আমাদের হামলা করছ তারা করতে থাকো, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। পাবনায় তোমরা আমার এক ভাইকে, সুজন, হত্যা করেছ কিন্তু অন্যদিকে ঘরে ঘরে হাজারও সুজন শপথ নিয়েছে। আমাকে ফোন করে, মেসেঞ্জারে মেসেজ দিয়ে জানিয়েছে যে, 'মাননীয় এমাম, আমরা ঘরে ফিরব না। সুজন হত্যাকারীদেরকে প্রতিটি বাড়ি থেকে ধরে এনে প্রকাশ্যে শাস্তি দিব।' কিন্তু আমি তাদেরকে নিবৃত্ত করেছি। আমি বলেছি যে দেশে আইন আছে, আদালত আছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থা আছে। যেদিন দেখব যে রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে সেদিন তোমাদেরকে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।

অতএব তোমরা আমাদের উপর হামলা করে আমাদের ঈমানকে জোরালো করছ। তোমরা আমাদের অনলাইনে হামলা করছ, আমাদেরকে বিশ্বের জন্য প্রস্তুত করছ। তোমরা আক্রমণ কর অসুবিধে নেই কারণ আল্লাহ তাঁর নবী নূহ (আ.) কে বলেছেন, 'আপনি বলুন, হে কাফেররা, তোমরা আমার বিরুদ্ধে যত পারো ষড়যন্ত্র করো। আমাকে বিশ্রাম বা বিরতি দিও না।' কিন্তু আমি আপনাদের থেকে দোয়া চাই যাতে আমি দৃঢ়, স্থির ও অটল থাকতে পারি, আমার প্রতিটি সিদ্ধান্ত যাতে আল্লাহর সিদ্ধান্ত হয়, আমার প্রতিটি ফয়সালা যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, আমি যেন কখনই নিজের নফসের পূজা না করি।

কাজেই রাস্তাঘাটে আক্রমণ আর বেশিদিন না। যেগুলো হচ্ছে সেগুলোর মাধ্যমে আমাদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে। তোমাদের ভাষা আমার কর্মীদের বুঝার প্রয়োজন আছে। কারণ দীর্ঘদিন তারা মায়ের কোলে ঘুমিয়েছে, লড়াইয়ে নামেনি। নারীদেরকেও জেহাদের শিক্ষা দেয়া হয়নি। এ প্রথম নারীরা সংগ্রামে নেমেছে। তোমাদের হেনস্থার শিকার হয়ে আমরা পিছিয়ে যাব? কখনো না। বরং আমরা প্রতিটি জনপদ স্পর্শ করব। প্রতিটি ময়দান, শহর-বন্দর-গ্রাম আমরা আমাদের আদর্শ পৌঁছে দিব। আমরা দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তওহীদের এ পতাকা পৌঁছে দিব। তোমরা আমাদের পথরুদ্ধ করতে পারবে না। আমরা জানি জেহাদ কী, শাহাদাতের মর্যাদা কী, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কী।

তোমরা জনগণকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দাওনি। জনগণ যে শেরকে নিমজ্জিত এ সত্য তোমরা তাদের সামনে তুলে ধরোনি। আমার এ কথা যদি ভুল হয় তবে আমি তওবা করব। যখন আল্লাহর হুকুমকে বাদ দিয়ে মানুষের হুকুম দিয়ে জীবন পরিচালনা করা হয় তখন আর ঈমান থাকে না।

তোমরা জনগণকে শিক্ষা দাও যে মেসওয়াক ব্যবহার করা সুন্নাত। আমার বাড়িতে সরকার দলের এক জেলা পর্যায়ের নেতা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আমি তাকে আমার সাধ্যানুযায়ী আপ্যায়ন করি। যাবার সময় তিনি আমাকে বলেন, 'এমাম সাহেব, আপনার পকেটে কি মেসওয়াক আছে?' আমি বললাম, 'না, আমি তো সকালে উঠে সালাহ ও নাস্তা করে একবার ব্রাশ করেছি ও রাতে ঘুমানোর আগে একবার দাঁত ব্রাশ করেছি, মেসওয়াক করিনি।' তিনি বললেন, 'তাহলে আপনি কীসের ইমামতি করেন? আপনার তো সুন্নাতই নাই। আপনারতো ইমামতি শেষ।' এগুলো বলতে বলতে তিনি মেসওয়াকে মর্যাদা ও মর্তবা ব্যাখ্যা করলেন ও দুই আঙ্গুলের মত একটা মেসওয়াক বের করে মেসওয়াক করা শুরু করলেন। আমি এটা দেখে হাসব না কাঁদব বুঝলাম না। সেক্যুলার আন্দোলন করে এমন একজন নেতা এ কাজ করছেন। এ তিনিই সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন মানবসৃষ্ট জীবনবিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে দাড়ি। আগে বলা হতো দাড়ি রাখা সুন্নাত। কিন্তু এখন দাড়ি রাখা ফরজের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। দাড়ি না রাখলে নাকি ফাসেক হয়ে যায়, যেখানে আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বললেন, 'যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফের, জালেম ও ফাসেক (সুরা মায়েদা ৪৪, ৪৫, ৪৭)।' কী সুন্দর আল্লাহর হুকুমের বিপরীত ফতোয়া দিয়ে দিল!

জনগণ এ সকল সুন্নাত জানে ও পালন করে কিন্তু জনগণ কি জানে তলোয়ার রাখা সুন্নাত? জনগণ কি জানে সংগ্রাম করা সুন্নাত? জনগণ কি জানে নবী-করিম (স.) তাঁর জীবদ্দশায়

ছোট বড় ৭৮টি যুদ্ধ করেছেন? তারা জানে না। জনগণ কি জানে যে আবু জাহেলদের মত জালেমদের সামনে দাঁড়িয়ে সত্যের ঘোষণা, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', করা সবচেয়ে বড় সুন্নাত? তারা জানে না।

জনগণ আংশিক মাত্রই জানে। শুধু ততটুকুই জানানো হয়েছে যেটুকু জানলে বিপদ হওয়ার আশঙ্কা নেই। কিল-ঘুষি খাওয়ার আশঙ্কা নেই। জান-মালের কোনো ক্ষয় ক্ষতি নেই। বাড়ি-ঘর ছেড়ে কষ্ট করতে হবে না, আরামসে মুরগি-পোলাও, কালিয়া-কোপ্তা খাওয়া যাবে। মানুষ রাস্তায় সালাম ঠুকবে আর উপহার সামগ্রি তো আছেই।

কাজেই জনগণকে বাঁচাতে হলে ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরতে হবে। জনগণ যখন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখতে পারবে তখন তারা আর দাজ্জালকে প্রতিহত করতে দাঁড়াবে অন্যথায় তারা দাজ্জালের তাণ্ডব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না।

ইসলামে অর্থনীতি ও জাতির অবস্থান

আল্লাহ কোর'আনে সুদ হারাম করেছেন। এমন কোনো হুজুর, কোনো ইমাম-মুফতি সাহেব আছেন যে এটা জানেন না? প্রতিনিয়ত তারা ওয়াজ করে যাচ্ছেন, সুদ হারাম। এতে কেনো লাভ হচ্ছে না, হবে না। আল্লাহ রসুল (স.) আমাদেরকে পাঁচ দফা কর্মসূচি দিয়ে গেছেন। (১) ঐক্যবদ্ধ করা:- হে রসূল আপনি ঐক্যবদ্ধ করেন, ঐক্য নষ্ট করতে দিবেন না। ঐক্যবদ্ধ সবাই একজন নেতার কথা শুনবে। তারা লড়াই করবে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে কেতাল করবে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে জেহাদ করে, কেতাল করে, আল্লাহ দীন প্রতিষ্ঠা করবে। আগে দীন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তবেই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা নির্মূল হবে।

বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট দূর করার মন্ত্র একমাত্র হেযবুত তওহীদের হাতে আছে। এটা আমার দাবি নয়, বাস্তবতা। হেযবুত তওহীদের আমিরদের মাঠে ময়দানে থেকে দুনিয়াবাসীর সামনে একটা মডেল, নমুনা, নকশা দাঁড় করাতে হবে। সেই মডেল, নমুনা বা নকশা (Model, Design) আজকে এখানে বিবৃত করা হবে। এই সম্মেলন- মানবজাতির জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন। এই সম্মেলনের প্রত্যেকটা কথা আমি ইথারে (উঃযবৎ) ছেড়ে দিব, আমার যা হয় হোক, আমার জানের মালিক আল্লাহ।

ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচার:

এই যে আপনারা আলেমরা- আমাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছেন, জনগণকে ভুল বুঝাচ্ছেন, মিথ্যা তথ্য দিয়ে যাচ্ছেন মসজিদের মিম্বরে বসে। ঐ জায়গায় ধর্মপ্রাণ মানুষ নামাজ পড়তে যায়, আল্লাহ রসূলের জন্য যায়, সওয়াব হবে এই আশা করে যায়। আর সেখানে বসে বসে আপনারা হেযবুত তওহীদের নামে মিথ্যাচার করছেন। আপনাদের মিথ্যা ফতোয়ার ফলে ধর্মপ্রাণ মানুষদের দ্বারা আমাদেরকে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। ওয়াজ মাহফিলের মতো জায়গায় মানুষ যেখানে ওয়াজ শুনতে যায়, আল্লাহ রসূলের কেতাব শুনবে এই আশায়, পরকালে সোয়াবের আশায় যায়, সেখানে বসে আমাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছেন, মিথ্যা কথা ছাড়াচ্ছেন। আমি আপনাদের বলতে চাই- আপনারা নিবৃত্ত হন, আল্লাহকে ভয় করুন।

আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসবে। আপনাদেরকে এই সকল মিথ্যা কথা বন্ধ করে, মানুষের সামনে ইসলামের সঠিক ব্যাখা তুলে না ধরে ইসলামকে আংশিকভাবে উপস্থাপনা করার

কোনোভাবেই জাতির ঐক্য নষ্ট করা যাবে না। আপনাদের বলতে চাইছি, আপনারা পাশ্চাত্য দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। পশ্চিমাদের জীবন আদর্শ এতোদিন প্র্যাকটিস করেছেন, তারা ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি দিয়ে শাসন শোষণ করছে। ব্রিটিশরা তাদের পলিসি অ্যাপ্লাই করে গেছে। আর আমরা তা আঁকড়ে ধরে বসে আছি কেন?

কারণে আপনারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র পরিণত হয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, 'মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত'। তাই আপনারা দুনিয়া থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। একটা সময় মুসলিম এই জাতি অর্ধ দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করত। আর আজ আপনারা রাজনীতি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। সারা বাংলাদেশে ইলেকশন (Election) করেন কিন্তু তিন'শ আসনের একটি আসনও পাওয়ার অবস্থা আপনাদের নাই। অর্থনীতি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। শুধু একটা জায়গার মধ্যে আছেন, সেটা হল মসজিদের মিম্বরে। হেযবুত তওহীদ সত্য-নিষ্ঠ আন্দোলন, পবিত্র আন্দোলন, হেযবুত তওহীদ আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী তওহীদ প্রতিষ্ঠাকারী আন্দোলন। মো'মেন-মো'মেনাদের এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যদি মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ত্যাগ না করেন, মিথ্যাচার থেকে বেড়িয়ে না আসেন, ঐ জায়গাকে অপব্যবহার করেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলতে চাই, ঐ মসজিদ মিম্বর থেকেও আপনারা অপমানের সাথে বিতাড়িত হবেন। সবখান থেকে বিতাড়িত হয়ে আস্তকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন। অতি অল্প দিনের ভিতরে মানুষ এই সত্যনিষ্ঠ আন্দোলন সম্পর্কে জানবে।

হেযবুত তওহীদ একমাত্র মুক্তির আন্দোলন। এক রেনেসাঁ সৃষ্টি হচ্ছে। এক বিপ্লবী তৈরি হচ্ছে। বিপ্লবের ঢেউ কি, কেমন, দেখেন নাই এখন। বিপ্লবের ঢেউ সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এই বিপ্লব রুখতে পারবেন না। এটা মনস্তাত্বিক বিপ্লব, এটা সামাজিক বিপ্লব, এটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব, এটা দীন প্রতিষ্ঠার বিপ্লব। এই বিপ্লব প্রতিটা সত্যনিষ্ঠ মানুষের হৃদয়কে প্রকম্পিত করবে। আমাদের বিরুদ্ধে মসজিদের মিম্বরে বসে আর যদি প্রোপাগান্ডা চালান অতি অল্প দিনের ভিতরে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ সেখান থেকে অপমান করে আপনাদেরকে তাড়িয়ে দিবে। এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত। দুনিয়ার বুকে একটা বনি আদমও বেঁচে থাকলে তোমাদের করুণ দুর্দশা দেখতে পাবে। আমি আজ এ কথা বলে গেলাম। আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হবে, ইনশা'আল্লাহ।

যে কথা বলছিলাম- সুদের আয়াত মুখস্থ করে, সুদ বন্ধ হবে না। সুদ যে খায় তার বিরুদ্ধে আল্লাহর রসুল (স.) জেহাদ ঘোষণা করেছে। রসুল (স.) বলেছেন- সুদ খাওয়া নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমান। সেই সুদের অর্থ ব্যবস্থা চলছে। আয়াত মুখস্থ করে সুদ বন্ধ হয়নি, হবে না। তাহলে সুদ কীভাবে নির্মূল হবে? আল্লাহর দেওয় দীনে আলাদা অর্থব্যবস্থা আছে। দীন প্রতিষ্ঠা হলে, আল্লাহর দেয়া সত্যদীন প্রতিষ্ঠা হলে সুদ বন্ধ হবে। দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্যই পাঁচ দফা কর্মসূচি। এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা না করলে গলা থেকে ইসলামের রশি খুলে যাবে। আজকে আপনারা দীন প্রতিষ্ঠা করছেন না। ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন না, ঐক্যবদ্ধ করছেন না। আমারা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে নেমেছি। কিন্তু আপনারা এইবার আমাদের লেবাসে ভুল, উচ্চারণে ভুল। এসব ভুল নিয়ে পড়ে আছেন। আপনারা অনেক সহিহ! আপনারা সংবিধান বিশেষজ্ঞ। সংবিধানের ধারা উপধারা মুখস্থ, আ-কার এ-কার মুখস্থ, বানান রীতি মুখস্থ কিন্তু কোথাও আল্লাহর সংবিধান চলে না, কেন?

সংকট মোকাবেলায় করণীয়:

দীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর রসুল (স.) জাহেলি সমাজ পরিবর্তন করেছেন। এখন এই যে আসন্ন দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক সংকট, এই সংকট মোকাবেলায় করণীয় কী? করণীয় কী তার রূপরেখা আমি দিচ্ছি। আমাকে অনেক সময় গণমাধ্যমের কর্মীরা বলেন- 'আপনারা কীভাবে করবেন? আপনারা তো রাজনীতি করেন না'! আমি কী বলছি শুনুন। আসন্ন দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় প্রথমে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি জাতিসংঘে গিয়েছেন। আপনি সেখানে বিশ্বনেতাদের ভাবসাব দেখেছেন, আকার-ইঙ্গিত বুঝেছেন, আলাপ আলোচনা করেছেন। সেখান থেকে এসে বলেছেন- দুর্ভিক্ষ আসন্ন। ভেন্নার তেল খেতে হবে।

এর আগে আপনি ২০২১ সাথে দলের লোকদের বলেছিলেন- উৎপাদন করো, প্রতিটি ইঞ্চি মাটি উৎপাদনের আওতায় আনো। আপনারা রাজনীতি করেন। নিশ্চয়ই আপনাদের কর্মীরা শিক্ষা পেয়েছে নেতার আদেশ কর্মীরা শুনবে- এইটা ছিল কথা। আপনি বলেছেন কিন্তু আপনার দলের কর্মীরা কী আনুগত্য করেছে? আপনার কথা শুনেছে? কী বলছেন, আর কী হয়েছে? কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তারা কৃষি তৎপরতা দেখাতে অন্যের পাকা ধানের ক্ষেতে গিয়ে ফোটো তুলেছে! সেটা নিয়ে ফেসবুকে মানুষ ট্রোল

করেছে। আপনি বলছেন দুর্ভিক্ষ আসছে। কী কী করণীয় সেগুলোও প্রতিনিয়ত আপনি বলে যাচ্ছেন। আমিও গত কয়েকবছর ধরে মানুষের সামনে বলছি। কিন্তু কে শুনবে! কে শুনবে এই কথা! শোনার মতো কি জাতি তৈরি হয়েছে? জাতিকে তৈরি করতে পেরেছেন? তাহলে কথা কে শুনবে? দীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির মধ্যে দ্বিতীয়টি নেতার আদেশ শোনা।

২০২১ সালে যখন করোনা মহামারি শুরু হয়। আমি আমার কর্মীদেরকে বলেছিলাম, তোমরা উন্নয়ন উৎপাদনের কাজে লিপ্ত হও, চাষবাস কর, প্রতিটা ইঞ্চি মাটিকে উৎপাদনের আওতায় আনো। মানুষ দেখেছে- আমি নিজে মাঠে নেমেছি। তাছাড়া আমাদের যারা চাকরি করতো, ব্যবসা করতো জীবনে কোনো দিন হালচাষ করে নাই, কৃষি কাজ করে নাই এমন সব কর্মীরা পর্যন্ত মাঠে নেমে ফসল উৎপাদন করেছে, কৃষি উন্নয়ন করেছেন। আমার এলাকায় আমি জলভূমিকে উন্নয়ন উৎপাদনের আওতায় এনেছি। আমি আদেশ দিয়েছি, যদিও আমার কর্মীরা ১০০% শুনতে পারে নাই। শুনলে অন্যরকম হয়ে যেত। তবে আমার কর্মীরা আমার আদেশ তারা শুনেছে, আনুগত্য করেছে। এই শিক্ষা আমরা দিয়েছি। আর কোনোভাবেই জাতির ঐক্য নষ্ট করা যাবে না। আপনাদের বলতে চাইছি, আপনারা পাশ্চাত্য দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। পশ্চিমাদের জীবন আদর্শ এতোদিন প্র্যাকটিস করেছেন, তারা ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি দিয়ে শাসন শোষণ করছে। ব্রিটিশরা তাদের পলিসি অ্যাপ্লাই করে গেছে। আর আমরা তা আঁকড়ে ধরে বসে আছি কেন? এই এলাকায় আসন্ন দুর্ভিক্ষ। এই ভারতবর্ষ এর আগেও বহুবার দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হয়েছে। ব্রিটিশের শাসনকালে এখানে আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়নি, নীল উৎপাদন হয়েছিল। তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে এখানে বারবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এখন আসন্ন দুর্ভিক্ষ কীভাবে মোকাবেলা করবেন? আপনারা পারবেন না ঐ ব্যবস্থা দিয়ে, আমি লিখে দিব। কিন্তু আল্লাহ সূত্র দিয়েছেন।

আপনারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেন। জনগণকে দেখান ভালো কথা, নামাজ পড়েন, হজ করতে যান, হজের ছবি প্রকাশ করেন, নির্বাচনের আগে মাজারে গিয়ে সিন্নি দেন। তার মানে জনগণ আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেন, আপনারা কিতাবকে বিশ্বাস করেন। আপনারা জনগণকে বলেন, সকালবেলা উঠে আপনারা কোর'আন তেলাওয়াত করেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা আল্লাহ বিশ্বাস করেন। কথা হচ্ছে- এই বিশ্বাস আংশিক করলে হবে না পূর্ণরূপে করতে হবে। আংশিক বিশ্বাস করা শিরক। আপনি যাকে বিশ্বাস করেন তার হুকুম মানতে হবে। আল্লাহ কোর'আনে বলেছেন, যারা আমার কিছু মানে কিছু মানে না। আংশিক মানে, আংশিক মানে না তাদের দুনিয়াতে লাঞ্ছনাদায়ক আজাব। এটা কোরআনের

আমি নিজে মাঠে নেমেছি। তাছাড়া আমাদের যারা চাকরি করতো, ব্যবসা করতো জীবনে কোনো দিন হালচাষ করে নাই, কৃষি কাজ করে নাই এমন সব কর্মীরা পর্যন্ত মাঠে নেমে ফসল উৎপাদন করেছে, কৃষি উন্নয়ন করেছেন। আমার এলাকায় আমি জলভূমিকে উন্নয়ন উৎপাদনের আওতায় এনেছি।

আয়াত আমার কথা না। তাহলে আল্লাহকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহ আমাকে যেমন জীবন দিয়েছেন, জীবনব্যবস্থাও দিয়েছেন। যে আল্লাহর জন্য আমি নামাজ পড়ি সেই আল্লাহ আমাকে একটা জীবন-বিধান দিয়েছেন। সেই বিধান দিয়ে আমি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারি। আমরা সরকারকে বলতে চাই, আর ওদের তাঁবেদারি করবেন না।

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ-নিষেধাজ্ঞা:

ইউক্রেনে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। আমরা কি রাশিয়াকে বলেছি তোমরা ইউক্রেনকে হামলা চালাও! ইউক্রেনও হামলা চালিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, ওদের অস্ত্রের ব্যবসা-মহড়া, ওদের সাম্রাজ্য বিস্তারের লিপ্সা এখনো বন্ধ হয় নাই। আমেরিকার নেতৃত্বে ইইউ (ইউরোপীয় ইউনিয়ন) ও জাতিসংঘ মিলে স্যাংকশান দিল। স্যাংকশান মানে কী? এটা আমাদের জনগণ জানে না! আমাদের জনগণ জানে ডিম গতকাল কিনলাম ৩০ টাকায় আজকে ৬০ টাকা। কেরোসিন তেলে কালকে ৮০ টাকা আজকে ১২০ টাকা। জনগণ দাম শুনে দোকানদারের মাথায় দেয় বাড়ি। দোকানদার কী করবে! জনগণকে আসল বিষয় বুঝাতে হবে। নিষেধাজ্ঞার বিষয়গুলো কী? এর ফলে কী হতে পারে জনগণ জানে? তাদের জিজ্ঞাসা- ২০ থেকে টাকা ৩০ টাকা আর এখন ৬০ টাকা। কয়দিন পরে চালের কেজি হবে ২০০ টাকা। জনগণ কেন খাবে এতো টাকা দিয়ে? সেই ব্যাপারগুলো জনগণ জানে না। যুদ্ধের কারণে তারা দিয়ে দিল স্যাংকশান। আর আমরা স্যাংকশান বলতে মনে করি নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু এর আসল মানে হচ্ছে অনুমোদন

বা পারমিশন। কিন্তু কার অনুমোদন, কিসের অনুমোদন তা ভালো করে বুঝতে হবে।

মসজিদ মাদ্রাসায় আলিফ-বা-তা-ছা সারাজীবন পড়াচ্ছেন, আমার কোনো আপত্তি নাই। দোয়া কালাম পড়াচ্ছেন পড়ান আমার কোনো আপত্তি নাই। দুর্ভিক্ষ আসছে তাই সরকারকে বলছি, রাজনৈতিক দলকে বলছি- তারা সরকারকে টেনেহিঁচড়ে ক্ষমতা থেকে নামাতে পারে, নাও পারে। আমি জানি না, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করব না। সরকারকে নামিয়ে দিবেন কিনা তা আপনারা জানেন। কী হবে বা হতে পারে সেটা নিয়ে আপনাদের চিন্তাভাবনা আছে। আপনারা নতুন সরকারকে নিয়ে আসবেন? কিন্তু তিনি কীভাবে এই দুর্নীতির হাত থেকে জাতিকে বাঁচাবেন? আমি জানতে চাই, কী আলাদিনের চেরাগ আছে আপনাদের কাছে? আমি জানতে চাই। যে জনগণ স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়েছে, যাদের সামরিক বেসামরিক আমলারা হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশের পাচার করেছে, জাতি ধ্বংসের জন্য খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছে, ঔষধে ভেজাল দিচ্ছে- এই জনগণকে নিয়ে আন্তর্জাতিক স্যাংকশানকে উপেক্ষা করে কীভাবে আমাদেরকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাবেন, আমি জানতে চাই।

আমি সাধারণ মানুষ কিন্তু আমার কথা সাধারণ নয়:

আমি কোনো রাজনীতি করি না। কোনো নির্দিষ্ট সরকারকে সাপোর্ট করি না। আমি সাধারণ মানুষ, কিন্তু আমার কথা সাধারণ নয়; আমাদের ছোট আন্দোলন, কিন্তু আমাদের বক্তব্য ছোট নয়। আমাদেরকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না। বাঁচতে চাইলে আগে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ করার কথা আল্লাহর রসুল বলেছেন। আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন আমি তোমাদেরকে আদেশ দিয়ে গেলাম। দাড়ি রাখার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। ঐক্যবদ্ধ করার আদেশ রাসুল দিয়েছেন, আল্লাহ দিয়েছেন। দাড়ি রাখার আদেশ আল্লাহ দেন নাই।

ঐক্যবদ্ধ করতে হবে জাতিবিনাশী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে। জাতি বিনাশী বিভক্তি আর থাকা চলবে না। রাজনীতি অনৈক্য যেমন সেক্যুলার আন্দোলন, বাম আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সরকারি দল, বিরোধী দল, ধর্মীয় অনৈক্য যেমন ফেরকা মাযহাব তরিকা নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, কোনো ধরনের অনৈক্য চলবে না। কিছু কিছু মানুষ আমাকে বলে, 'রসুলের সময়ও তো অনৈক্য ছিল'। কিন্তু তারা দেখে না যে তখন যারা অনৈক্য সৃষ্টিকারী কথা বলেছেন রসুল (স.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে তাদের সতর্ক করেছেন এবং অনৈক্য করাকে কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফলে তারা তওবা করে ঐক্যের রশির মধ্যে ফিরে এসেছে। আর যারা ঐক্যের রশির মধ্যে আসে নাই তাদেরকে রসুল (স.) মো'মেন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন? দেন নাই। তারা কাফের, মুরতাদ, মোশরেক, মোনাফেক হিসেবে জাতি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। জাতি হবে কয়টা? একটা। জাতির নেতা হবে কয়জন? একজন। এই সূত্র অলঙ্ঘনীয় সূত্র। প্রাকৃতিক সূত্র। তাহলে জাতির মধ্যে নেতা হবেন কে? আপনারা বাছাই করুন। আপনারা ভাববেন না যে, আমার নেতার হওয়ার খায়েস। না! আমি সূত্র দিয়ে গেলাম, মহামান্য এমামুযযামান সূত্র দিয়েছেন। নেতা আপনারা ঠিক করেন। কাকে নেতা বানাবেন, কে নেতা হবেন, কার আনুগত্য করবেন? আপনারা ঠিক করেন।

যদি ঐক্যবদ্ধ হতে না পারেন ইসলামের রশ্মি খুলে যাবে আর জাহান্নামের জ্বালানির পাথর হবেন। জাহান্নামের জ্বালানির পাথর হওয়ার আগে এটম বোমার জ্বালানির পাথর হবেন। আপনারা পম্পেই নগরীর নাম শুনেছেন? ইটালির আগ্নেয়গিরি নাম হচ্ছে ভিসুভিয়াস। তার থেকেও আগ্ন্যুৎপাত হয়ে একটি নগরী মাটির সাথে মিশে গেছে। সেই নগরীর নাম পম্পেই। নগরীর মানুষগুলি যখন মিশে গেছে তখন পাথরের মতো মানুষ বসে ছিলো। আগ্ন্যুৎপাতে সেখানের মানুষ জন সব সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে গেছে। জাহান্নামের জ্বালানি পাথর হবেন? সেটা তো পরের কথা া। এখনই তো হাউড্রোজেন আর এটম বোমার আঘাতে ধূলিসাৎ হতে হবে। তারপরে জাহান্নাম। আল্লাহর রাসুলের কথা ১০০% সত্য হবে। তাই আগে এক নাম্বার ঐক্য।

ঐক্যবদ্ধ করবেন কীভাবে?

আপনারা বলেন, কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হব? আপনাদের দলের কর্মীরাই তো নেতার কথা শুনে না। দলের সিদ্ধান্ত যদি হয়- তুমি নির্বাচনে দাঁড়াবে না, সঙ্গে সঙ্গে বলে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে যাবো, আমি ওকে মানি না। ঐক্যবদ্ধ করতে পারবেন না আপনারা। ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব হেযবুত তওহীদ নিয়েছেন। হেযবুত তওহীদের কর্মীদেরকে, নেতাদেরকে, আমিরদেরকে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এখন মাঠে নামতে হবে।

আজকের সম্মেলনের প্রথম সিদ্ধান্ত- দুর্ভিক্ষের হাত থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য এক নম্বর সূত্র কী? ঐক্যবদ্ধ হওয়া। কেমন ঐক্য? লোহার মতো ঐক্য, সীসার মতো ঐক্য। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য, ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আপনারা মাঠে ময়দানে নামবেন। আপনাদের বিছানা হবে আল্লাহর জমিন। আল্লাহ যা খাওয়াবেন মাঠে ময়দানে তা খাবেন। আপনারা যদি ঐক্যের দাওয়াত নিয়ে, ঐক্যের আহ্বান নিয়ে মাঠে ময়দানে থাকেন, তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করতে পারেন, কেউ কেউ

হেযবুত তওহীদের সদস্যরাই অনুষ্ঠানের যাবতীয় কারিগরি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন।

আহত বিকলাঙ্গ হতে পারেন, কেউ কেউ নাস্তানাবুদ হতে পারেন, কেউ কেউ অর্থনৈতিকভাবে একেবারে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন।

সাহাবায়ে কেরাম জাহেলি সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। এই সুন্নাহ অনুসরণ না করে অন্য কোনো পথে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবেন না। অফিসে বসে পারবেন না। এসি লাগানো টাইলসের অফিস, দামি চেয়ারে বসে কেউ কোনোদিন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে নাই। ঘরে বসে পোলাও কোরমা খেয়ে জাতিকে কেউ দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাতে পারে নাই। তোমরাও পারবেনা। যেদিন তোমরা মাটি খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে, কলা রুটি খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিবে সেদিন জনগণকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে।

সরকার বলছেন, সরকারের আদেশ শিরধার্য। আমরা ভেন্নার তেল ব্যবহার করব। আমাদের বিদ্যুৎ লাগবে না। ছোটবেলার কথা আমার মনে আছে, সূর্যের আলোয় বিদ্যুৎ ছাড়া লেখাপড়া করেছি। কুপি বাতি দিয়ে লেখাপড়া করেছি। আমরা পারব, আবার সেখানে ফিরে যাবো। কোনো বিদ্যুৎ লাগবে না। কিন্তু আপনারা যারা রাষ্ট্র চালাচ্ছেন, আপনারা যারা সমাজ চালাচ্ছেন তারা আগে প্র্যাক্টিস করেন। তখন দেখবেন জাতি প্র্যাক্টিস করবে। এই দেশের বড় বড় শিল্পপতি, কোটিপতি, পয়সাওয়ালাদের ভবিষ্যৎ দেশে নাই। তাদের সন্তানদেরকে বিদেশে পড়ান। গত মাসের খবর, ব্রিটেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ২০ হাজার স্টুডেন্টকে ভিসা দিয়েছে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। লেখাপড়া করার জন্য আমরা ব্রিটেনে যাচ্ছি। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুরি চাপাতি দিয়ে মারামারি লাগিয়ে দিয়ে আপনাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু তারা সেখান থেকে ইসলাম শিখে আসবে না, দাজ্জালীয় সভ্যতা রপ্ত করে আসবে।

আমার দেশের সেনাপ্রধান চাকরি যাওয়ার পরে বিদেশে চলে যান। আমার দেশের রাষ্ট্রপতি চাকরি যাওয়ার পরে বিদেশ চলে যান। আমার দেশের পুলিশ প্রধান বিদেশ চলে যান। আমার দেশের যাদের পয়সা আছে তারা বিদেশের হাসপাতালে চিকিৎসা করান। ছেলেমেয়েদেরকে বিদেশে লেখাপড়া করান। কে বাঁচাবে আমাদের দুর্ভিক্ষ থেকে? আল্লাহ বাঁচাবেন? না, আল্লাহ শর্ত দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, আমি বাঁচাবো। শর্ত একটাই- মো'মেন হতে হবে। কী হতে হবে? মো'মেন। পত্রিকার সম্পাদক কোথায়? খবর নিয়ে দেখেন, সম্পাদক মহোদয় বিদেশে। কলকারখানা ইন্ডাস্ট্রির এমডি পরিচালক বিদেশে, সব বিদেশে। তাদের ভবিষ্যৎ এখানে নাই। বিচারপতি অবসর নিয়ে চলে যান বিদেশে। সন্তানরা আগে থেকেই সেখানে প্রতিষ্ঠিত। তারা বলেন, এ দেশে কোনো ভবিষ্যৎ নাই। তাহলে জাতিকে কে বাঁচাবে? কে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাবে? রাজনৈতিক সংকট থেকে বাঁচাবে কে?

আপনারা দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। জ্ঞান অর্জন করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা সেই জ্ঞান নিয়ে আপনারা চলে যাচ্ছেন বিদেশে। সন্তানদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন বিদেশে। আর নাক শিঁটকিয়ে বলেন, এই দেশের কোনো ভবিষ্যৎ নাই। এই দেশের ভবিষ্যৎ আপনারা নষ্ট করেন। আমাদের ভবিষ্যৎ আপনারা নষ্ট করেন। কিন্তু আপনার সন্তান বিদেশে গিয়ে নাদুসনুদুস হতে পারে, আমার সন্তানদেরকে বাংলার মাটিতে কঙ্কালসার হতে দেব না। এ মাটি আমার, দেশ

আমার, মানুষ আমার। আপনার সব নিয়ে বিদেশ যান, কিন্তু বাংলার মাটিতে পা রাখতে পারবেন না।

দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচতে হলে হেযবুত তওহীদ এখন থেকে তোমরা পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় শহরে নগরে বন্দরে বেরিয়ে পড়ো। কোনো প্রতিরোধের তোয়াক্কা করবে না। কোনো সমালোচনাকারীর সমালোচনা তোয়াক্কা করবে না। তোমরা কি জীবন দিতে প্রস্তুত? যদি তোমরা জীবন দিতে প্রস্তুত হও তবে এই জাতি দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচবে।

এ জাতিকে যতদূর সম্ভব ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ধর্মগুরুরা ঐক্যবদ্ধ হতে দেবে না। যার যার মাদ্রাসা তার তার ইলাহ। আল্লাহ এখন এদের কাছে ইলাহ নয়। যারা শাসন করে ব্রিটিশদের তৈরি আইন দিয়ে করে। পশ্চিমাদের জীবন দর্শনই তাদের ইলাহ। যারা রাজনীতি করে পশ্চিমারা তাদের ইলাহ। কাজেই এরা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে না। হেযবুত তওহীদ তোমরা মাঠে নাম। ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে পড়ো।

জনগণকে শুনতে হবে, মানতে হবে:

দুই নাম্বার হচ্ছে ডিসিপ্লিন। শুনতে হবে। ডিসিপ্লিন মানে শোনা। কোর'আনে আল্লাহ বলছেন, 'সামে'না ওয়া আতে'না' অর্থাৎ মো'মেনরা বলে আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। আসমাউ ওয়া আত্তাব্যেয়ু' কথা শুনতে হবে অক্ষরে অক্ষরে। জনগণকে সেটার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জনগণকে বলবেন, এক ইঞ্চি মাটিও যেন অনাবাদি না থাকে। সেটা জনগণ শুনবে না। জনগণকে বলার আগে নিজেরা মাঠে নামতে হবে। তখন জনগণকে বলবেন, এই দেখ সংকট। আসো, আমরা এক ইঞ্চি মাটিও অনাবাদি রাখব না। তখন জনগণ সেটা শুনবে, জনগণ দেখবে। যারা দেশের রাজনীতি অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক, তারা কীভাবে টাকা পয়সা নিয়ে সুইস ব্যাংকে জমা করে আর দেশ বিপদে পড়লে নিজেদের পরিবার ও ঘটিবাটি নিয়ে বিমানে করে বিদেশ পালায়! সরকার প্রধান যখন বলছেন, দুর্ভিক্ষ আসছে! তখনও এরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন দেশে আর থাকা যাবে না। দেখবেন বিদেশ যাওয়ার হিড়িক পরে যাবে। এটা হবে। এটা অতীতে হয়েছে, এখনও ব্যতিক্রম হবে না।

(৩) আনুগত্য:- অক্ষরে অক্ষরে আনুগত্য করতে হবে। জনগণকে বলতে হবে আগে কার আনুগত্য? আল্লাহর আনুগত্য। তারপরে কার আনুগত্য? অথরিটি বা কর্তৃপক্ষের আনুগত্য। যাকে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কর্তৃপক্ষ মানবে এমন একটা অথরিটির কথা শুনতে হবে। তার আনুগত্য করতে হবে অক্ষরে অক্ষরে। সাহাবায়ে কেরাম যেমন আনুগত্য করেছেন তেমন আনুগত্য করতে হবে। আনুগত্য না করলে আল্লাহর দীন থেকে আউট যাবে।

আজকে আপনারা রাষ্ট্রের আনুগত্য করানোর জন্য জনগণকে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিখাচ্ছেন। দেশকে ভালোবাসার চেতনা সৃষ্টি করার জন্য জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে কয়জন রাষ্ট্রের আনুগত্য করছে, কয়জন দেশকে ভালোবাসছে। করবে না। কেন করবে না? কারণ আছে। ভুল জীবনব্যবস্থা আনুগত্য করা শেখায় না, এখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শেখায় অবাধ্যতা। এ কারণে এখন ফল হয়েছে সন্তান পিতার অবাধ্য, স্টুডেন্ট শিক্ষকের অবাধ্য। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি স্যারের বাসভবনের আশেপাশেও যেতাম না ভয়ে। আর সেই ভিসিকে এখন ছাত্ররা তালা দিয়ে আটকিয়ে রাখে, জুতা মারে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী প্রফেসরদের বিরুদ্ধে গবেষণাপত্র জালিয়াতি অভিযোগ ওঠে। স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য, সন্তান বাবার অবাধ্য, কর্মচারী কর্মকর্তার অবাধ্য, জনগণ শাসকের অবাধ্য, মুসল্লিরা এমাম সাহেবের অবাধ্য। সারা জীবন দেখেছি মা সন্তান জন্ম দেয়। আর এই যুগে শুরু হয়েছে সন্তান এখন থেকে মাকে জন্ম দিবে। কথাটা বুঝিয়ে বলছি। ইসলামের নীতি হচ্ছে এমাম তার অনুসারীদেরকে, মুসল্লিদেরকে আল্লাহর আদেশ মোতাবেক পরিচালিত করবে। আদেশ অমান্য করলে, আইন ভঙ্গ করলে, বিশৃঙ্খলা করলে বহিষ্কার করবে অথবা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক শাস্তি দিবে। আর এখন দেখতে পাচ্ছি মুসল্লিরা এমাম সাহেবকে নিয়োগ দেয়। আর এমাম মুসল্লির অবাধ্য হলে তাকে বহিষ্কার করে দেয়। উল্টে গেছে না? উল্টে গেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আনুগত্য লঙ্ঘনের মহড়া দেওয়া হয়েছে। এখন আর জনগণ আনুগত্য করে না। কীভাবে আনুগত্য করবে? এই আনুগত্য করার জন্য একজন লোককে আগে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। তাদেরকে বুঝাতে হবে আনুগত্য কেন করতে হবে। কেন একজনের কথা শুনতে হবে।

হিজরত কী?

(৪) হিজরত:- হিজরত কী? কিছুদিন আগে পত্রিকায় দেখলাম একটা জঙ্গি দলে যোগ দেওয়ার জন্য ৫০ জন লোক হিজরত করেছে। হিজরত করে কোথায় গেল? পাহাড়ে গেল। 'হিজরত' শব্দটা আমাদের বেশ কিছু মিডিয়ায় বর্তমানে ব্যবহার করছে। ফলে এর বিষয়ে একটা নেতিবাচক ধারণা জাতির মনমগজে জায়গা করে নিচ্ছে। এর আগে জেহাদের অপব্যাখ্যা দিয়ে, ভুল প্রয়োগ করে জেহাদের মত পবিত্র আমলকে কলঙ্কিত করেছে। জেহাদের ব্যাপারে একটি নেতিবাচক ও ভীতিকর ধারণা জনগণের মধ্যে গেঁড়ে বসেছে। তাই এখন আর ভয়ে কেউ জেহাদের কথা বলে না। অথচ ইসলামে জেহাদ অতি পবিত্র আমল। জেহাদ ছাড়া কেউ মো'মেনই হতে পারবে না। এবার শুরু

হয়েছে হিজরত নিয়ে সমালোচনা! সারা জীবন শুনেছি একটা দল বলেছে এক মসজিদ থেকে আরেক মসজিদে বদনা গাড্ডি নিয়ে যাওয়া নাকি হিজরত! এখন শুরু হয়েছে জঙ্গি দলে যোগ দিয়ে পাহাড়ে যাওয়া হিজরত! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিজরত শব্দটা কোর'আনের পরিভাষা। হাদিসেও আছে হিজরত। কর্মসূচিতে আছে হিজরত। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বললেন, যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ (সুরা তওবা ২০)।

এই হিজরতটা কী? হিজরত শব্দটা এসেছে হিজরান থেকে যার অর্থ আলাদা হওয়া, সম্পর্কচ্ছেদ করা, প্রয়োজনে স্থান ত্যাগ করা। আলাদা হতে হবে কীসের থেকে? শিরক থেকে, কুফর থেকে, গায়রুল্লাহ থেকে। যারা আল্লাহর হুকুম বিধান মানব জীবনে কার্যকরী করতে চায় তারা হিজরত করবে। মন-মগজ, চিন্তা-চেতনা, ভাবনা-ধারণা, ধ্যান-খেয়াল সমস্ত কিছু থেকে, মানুষের তৈরি বিধান থেকে আগে নিজের ধ্যান-ধারণাকে আলাদা করতে হবে। এজন্যই তওহীদের প্রথম কথা হচ্ছে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহকে মানি না। আগে মানুষের তৈরি সমস্ত ইলাহকে না মানা। আল্লাহর বিরুদ্ধে যত ইলাহ আছে সমস্ত গাইরুল্লাহকে আগে অস্বীকার করতে হবে এটা হল প্রথম হিজরত। কাকে মানবেন? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কাউকে না।

এই হিজরতটা কী? হিজরত শব্দটা এসেছে হিজরান থেকে যার অর্থ আলাদা হওয়া, সম্পর্কচ্ছেদ করা, প্রয়োজনে স্থান ত্যাগ করা। আলাদা হতে হবে কীসের থেকে? শিরক থেকে, কুফর থেকে, গায়রুল্লাহ থেকে। যারা আল্লাহর হুকুম বিধান মানব জীবনে কার্যকরী করতে চায় তারা হিজরত করবে। মন-মগজ, চিন্তা-চেতনা, ভাবনা-ধারণা, ধ্যান-খেয়াল সমস্ত কিছু থেকে, মানুষের তৈরি বিধান থেকে আগে নিজের ধ্যান-ধারণাকে আলাদা করতে হবে। এজন্যই তওহীদের প্রথম কথা হচ্ছে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহকে মানি না। আগে মানুষের তৈরি সমস্ত ইলাহকে না মানা।

তাহলে হিজরত হচ্ছে- সম্পর্কচ্ছেদ, দলত্যাগ, আদর্শ ত্যাগ। এগুলো হল আগের হিজরত। মন-মানসিকতা থেকে, চিন্তাভাবনা এটা থেকে আপনি প্রচলিত জাহেলি দাজ্জালীয় ব্যবস্থাকে ভালোবেসেছেন, প্র্যাকটিস করছেন, আপনি মনে করছেন এটাই উত্তম, এটাই ভালো, এটাই কল্যাণকর। এখন আপনার সচেতনভাবে, সজাগভাবে আগে এটা থেকে আলাদা হতে হবে, ঘৃণা করতে হবে। ঐ ব্যবস্থা বাদ দিতে হবে, ত্যাগ করতে হবে, অকল্যাণ মনে করতে হবে। এটাই হিজরত।

আচ্ছা, এখন ঐ গাইরুল্লাহর ব্যবস্থা বাদ দিয়ে কী করবেন? বসে থাকবেন, চলতে পারবেন না। দীন বা জীবন ব্যবস্থা একটা লাগবেই। কী করবেন তখন? দীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে দেশ ত্যাগ করবেন। পরিবার থেকে দূরে যাবেন, বিচ্ছিন্ন হবেন। নিজের আপনজন থেকে আলাদা হবেন। এটার নাম হিজরত। ক্লিয়ার?

আমার দেশের জনগণকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাবেন। আমার দেশের মানুষ মনে করে সুইস ব্যাংকে টাকা রাখা সব চাইতে নিরাপদ। আমার দেশের তাহাজ্জুদ পড়নেওয়ালা শাসকদেরকে তারা বিশ্বাস করে না। ব্যাংকের বড় কর্মকর্তারা কপালের মধ্যে কালো দাগ ফেলে দিয়েছে নামাজ পড়তে পড়তে। এদেরকে তারা বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সুইস ব্যাংককে। সেখানে তারা টাকা রাখে। আমাদের দেশের নামাজীরা, হাজিরা সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। তারা ভাবে সুদ না খেলে আমাদের জীবন চলবে কী করে! তাহলে এদের হিজরত কি আছে? ঈমান কি আছে? এখানে আমরা বুঝলাম হিজরত কর্মসূচির চার নাম্বার শর্ত। কেন? কারণ অতি পরিষ্কার। শেরক, কুফর, মিথ্যা থেকে আলাদা না হয়ে মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় না।

সর্বাত্মক সংগ্রাম:

ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, হিজরত - এই চারটা লাগবে। ঐক্যবদ্ধ হবে লোহার মতো। ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে একজন নেতার কথা কান খাড়া করে শুনবে। শোনার জন্য সর্বদা সতর্ক (Alert) থাকবে। শোনার পর নেতার আদেশ-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। হিজরত করবে অর্থাৎ সকল শেরক কুফর ও গায়রুল্লাহর ব্যবস্থা থেকে মন-মানসিকতা চিন্তা ভাবনা থেকে আলাদা হয়ে যাবে। আল্লাহর দীনকে ভালবাসবে, পছন্দ করবে। আল্লাহর দীন একমাত্র মুক্তির উপায় এটা তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে। সর্বশেষ এই চারটা দফা যারা পূর্ণ করবে তাদেরকে নিয়েই হবে জেহাদ।

(৫) জেহাদ:- সংগ্রাম। সর্বাত্মক সংগ্রাম। এই জেহাদ হল একটা ঢেউ। জেহাদ মানে একটা সুনামি, জেহাদ মানে হল একটা ধাক্কা। এই ধাক্কায়, সুনামিতে সমস্ত জাহিলি ব্যবস্থা তছনছ হয়ে যাবে। প্রতিটা ফোঁটা রক্তের উপরে হাজার হাজার মোজাহেদ দাঁড়িয়ে যাবে- এটা হবে জেহাদ। জেহাদ করতে গিয়ে না খেয়ে থাকা লাগবে। বাড়িঘর হারাতে হতে পারে, আপনজন হারাতে হতে পারে। নিজের শরীরের আহত বিকলাঙ্গ হতে পারে। এটার নাম জেহাদ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। এই পাঁচ দফা কর্মসূচি যদি আপনারা বাস্তবায়ন করতে পারেন, দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচতে পারবেন, আমি লিখে দিলাম।

সরকারের প্রতি আহ্বানঃ

সরকারের প্রতি আমার আহ্বান, মাননীয় সরকার এখনো সময় আছে, অন্য কোনো তন্ত্র মন্ত্রে আর কাজ হবে না। আপনাদের অন্য কোনো আহ্বানে আর কাজ হবে না। ধর্মব্যবসায়ী মোল্লারা যখন আমার ভুল ধরছে, আপনারাও কয়দিন পরে আমার ভুল ধরবেন, আমি জানি। কিন্তু কথা হচ্ছে, কোনো কাজ হবে না। বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা রাস্তা দিয়েছেন। সেই রাস্তা আমরা তুলে ধরছি নিঃস্বার্থভাবে। আমাদের কোনো টাকা দেওয়া লাগবে না। আমরা কোনো মন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা কোনো এমপিত্ব চাই না। আমরা কোনো দলের নমিনেশন নিয়ে মারামারি করব না। ঘোষণা করে দিলাম। আমরা জাতির কল্যাণে, মানবজাতির জন্য আমরা এই আদর্শ দিয়ে যেতে চাই।

এখন যদি আপনারা আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ না করেন তবে দ্বিতীয়, বিকল্প প্রস্তাব- আপনাদের ঘোষণা মোতাবেক, সাংবিধানিক অধিকার আপনারা বলেছেন, প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায়ের পক্ষে সঙ্গতভাবে বক্তব্য দেওয়ার, কথা বলার, বই লেখার, সংগঠন করার, আদর্শ প্রচার করার অধিকার রয়েছে। আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, আমরা মাঠে ময়দানে জাতিকে বাঁচানোর জন্য নামবো। আমাদেরকে যানবাহন দিতে হবে না, আমাদেরকে বিমান হেলিকপ্টার লাগবে না। আপনারা নিয়ে যান। আমাদেরকে বিদেশ থেকে গাড়ি আমদানি করে দিতে হবে না, আপনাদের সরকারি কর্মকর্তাদেরকে দেন। আমার আল্লাহর দেওয়া দুইটা পা আছে, সাইকেল আছে এটাই যথেষ্ট। হেযবুত তওহীদের হাজার হাজার কর্মী দুইটা খেজুর নিয়ে নামবো। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ না করে আমরা ঘরে ফিরব না। আমরা ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নামবো। আমাদেরকে যদি কেউ আক্রমণ করে আপনারা তাদেরকে আইনের আওতায় আনবেন। আমাদের বিরুদ্ধে যদি কেউ সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে, প্রোপাগান্ডা চালায়, জালিয়াতি করে, মিথ্যা কথা বলে, যেটা আমরা বলি নাই, যেটা আমরা করি নাই, যারা সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদেরকে আইনের আওতায় আনবেন। আমাদের কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিবেন।

এবার অন্যভাবে নামবো। আগের চেহারা ভুলে যান, আগামীকাল থেকে আরেক ধরনের চেহারা দেখতে পাবেন। আমাদের রাস্তায় যেন কেউ কাঁটা বিছিয়ে না রাখে। আমাদের বিরুদ্ধে যেন কেউ প্রোপাগান্ডা সৃষ্টি না করে। আপনারা সরকার আছেন এই দাবি আমি করছি। আমি কারও গদি ধরে টান দিচ্ছি না। বিরোধী দলের মতো হুংকার দিচ্ছি না। আপনারা গত কয়েকদিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেলায় জেলায় মারামারি করছেন। আমার কর্মীরা তাও করছে না। কাজেই আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব, জাতিকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা নামছি। আমাদেরকে নিরাপদে কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ দিতে হবে।

আলেমদের প্রতি আহ্বানঃ

আমার তৃতীয় প্রস্তাব ওলামা কেরামদের প্রতি। সম্মানিত ওলামা কেরাম, এক মাঘে শীত যায় না। মাঘ মাস প্রাকৃতিক নিয়ম মোতাবেক ঘুরে ঘুরে আসে আপনারা ভালো করেই জানেন। আল্লাহর সিদ্ধান্ত যখন হয়ে যায় তখন আল্লাহর ফায়সালা কেউ উল্টাতে পারে না। আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান, জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন না আমাদের সম্পর্কে। আল্লাহর কসম, আল্লাহ সাক্ষী আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে লাগি নাই। আমরা লেগেছি শিরক কুফরের বিরুদ্ধে মানুষের তৈরি বিধানের পরিবর্তে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে লাগি নাই। কিন্তু আপনাদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে আপনাদের অহংকারে আঘাত লেগেছে। আমরা সাধারণ মানুষ ধর্মের কথা বলি সেটা আপনাদের অহংকারে আঘাত লেগেছে। আপনারা দুই টাকার ক্ষতি হবে এই আশঙ্কায় আপনারা আমাদের নামে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছেন। করবেন না, জনগণকে বেশিদিন বিভ্রান্ত করে রাখতে পারবেন না। কিছু সময়ের জন্য কিছু মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে রাখতে পারবেন কিন্তু সব সময়ের জন্য সকল মানুষকে পারবেন না।

আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে দাঁড়িয়েছি। সাধারণ জনগণের সামনে আমাদেরকে ইসলামের শত্রু বলে প্রতিপন্ন করবেন না। আমরা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করতে দাঁড়িয়েছি। আমাদেরকে ইয়াহুদীর-খ্রিস্টানদের দালাল বলে প্রতিপন্ন করবেন না। আমরা আল্লাহর রাসূলের আনীত জীবন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে দাঁড়িয়েছি। জনগণের সামনে আমাদেরকে খ্রিষ্টান বলে অপপ্রচার করবেন না। অন্যায় হবে এই অন্যায় আল্লাহর সহ্য করবেন না।

আমরা আলেমদেরকে বলতে চাই, সামনে ভয়াবহ সংকট আসছে। এই জাতির করুণ দিনগুলি চলে গিয়েছে, হাজারো বছর চলে গিয়েছে জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে

মাননীয় এমাম উপস্থিত সকল অতিথির সঙ্গে করমর্দন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

নাই। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জাতি পায় নাই। ইসলামের প্রকৃত আদর্শ পাই নাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সেই আদর্শ দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আলেমরা আপনারা দেখুন আমাদের ভুল কোথায়। যদি মৌলিক কোনো ভুল করে থাকি, আল্লাহর হুকুম পরিপন্থী যদি কোনো কথা বলে থাকি আমরা নিজেদেরকে সংশোধন করব। কিন্তু যা আমরা বলি নাই জনগণের সামনে সে কথা বলে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করবেন না। এটা আমার আহ্বান আপনাদের প্রতি। আপনাদের কল্যাণের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য আমরা দাঁড়িয়েছি। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করতে দাঁড়িয়েছি। আমাদের অভিপ্রায় কী, একজন আলেম কোনোদিন আমাদের জিজ্ঞাসা করেছেন?

আপনারা এই যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে, সোশ্যাল মিডিয়ায়, কন্টেন্ট মেকার (content creator) 'ইউটিউবার'। যেমন:- Fisherman. জেলে মাছ ধরে খায়, ডাক্তার চিকিৎসা করে খান, এখন নাম হয়েছে 'ইউটিউবার', ইউটিউবে ব্যবসা করে খায়। এই ইউটিউবারদের কনটেন্ট দেখে আপনারা বসে বসে আমাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছেন। কোনো আলেম কি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি কী চাও? তোমার অভিপ্রায় কী? তোমার ইচ্ছা কী? আপনারা কি আমার গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, ছেলেটা বাল্যকাল থেকে কী করত? সে কী ইসলাম বিরোধী আন্দোলন করত? সে কী নাস্তিকতা বিরোধী আন্দোলন করত? সে কোনোদিন সেক্যুলার আন্দোলন করেছে? সে একদিনের জন্যও বাম আন্দোলন করেছে? জানেন, জিজ্ঞাসা করেন, আমার এলাকায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

বাল্যকাল থেকে ওয়াজ মাহফিলের এরেঞ্জমেন্ট করতাম। বাল্যকাল থেকে আলেম-ওলামাদের সম্মান করছি। নাজ নেয়ামত দিয়েছি। বাল্যকাল থেকে মসজিদের ইমামদেরকে জুমার দিনের খাবার দিয়েছি, সম্মান করেছি আল্লাহকে পাবো এই আশায়। জীবনের এই পর্যায়ে এসে আমি টাকার জন্য খ্রিষ্টান হয়ে যাব! এই কথা আপনাদেরকে কে বলল? কেন আপনারা বিশ্বাস করলেন? আপনাদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে বলেই আমার সম্পর্কে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছেন। আলেমরা, আমি আহবান করছি, জাতির এই সংকটকালে আমরা নেমেছি। বিশেষ অনুরোধ, স্পেশাল রিকোয়েস্ট আমাদের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না, মানুষদেরকে ভুল বুঝাবেন না। যদি পারেন দোয়া করেন, যদি পারেন সহযোগিতা করেন। যদি পারেন আমাদের সঙ্গে শামিল হন। দোয়া করবেন না, সহযোগিতাও করবেন না, শামিলও হবেন না ঠিক আছে, মসজিদের চার দেওয়ালের ভিতরে বসে থাকুন। মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন না। আপনারা বিভ্রান্তি করলে কী হবে সেটা জানেন? মানুষের হিতাহিত জ্ঞান নাই, মানুষ এখনো বোঝে না, আপনাদের কথা বিশ্বাস করে আমাদেরকে হামলা করতে পারে। আমাদের অগ্রযাত্রার রুদ্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু চূড়ান্ত মঞ্জিলে মাকসুদের চূড়ান্ত রূপে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। আলেমদের প্রতি আমার এইটুকু কথা। আজ আপনারা দুর্বল, আপনারা কাহিল। আপনাদের জাতীয় অর্থনৈতিক রাজনীতিক ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নাই। হেযবুত তওহীদ এই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য নেমেছে। হেযবুত তওহীদ কী করতে চায় দেখুন। হেযবুত তওহীদের অভিপ্রায় কী দেখুন। তারপরে সিদ্ধান্ত নিন।

এক মহা সংকট

রিয়াদুল হাসান

*এক মহা সংকটে কাঁপছে এ বিশ্ব
কত ধনী মহাজন হয়ে গেছে নিঃস্ব।
যারা গরিব অসহায়, বেঁচে থাকা হল দায়,
আমাদেরই পাপে আঁকা হয়েছে এ দৃশ্য
এক মহা সংকটে কাঁপছে এ বিশ্ব।*

*আমাদের অর্জিত সম্পদ যেন আর
লুটে নিতে না পরে ডলারের কারবার।
শোনো শোনো হে মানুষ! যদি চাও বাঁচতে,
এক্ষুনি হাতে নাও হাতুড়ি ও কাস্তে।
গোলাভরা ধান চাই, দিঘিভরা মৎস্য।
এক মহা দুর্যোগে কাঁপছে এ বিশ্ব।*

*নিজেরা ফলাব ধান নিজেদের জমিতে,
যাব না বিদেশে আর ফসল আমদানিতে,
বাইরের থেকে টাকা আনব এ স্বদেশে
অর্থপাচারকারী যাক চলে বিদেশে।
দূরে গিয়ে মর যত স্বার্থের দাসও।
এক মহা সন্ত্রাসে কাঁপছে এ বিশ্ব।*

*আমাদের হাতে আছে যতটুকু সঞ্চয়
জাতির উন্নয়নে দিয়ে দেব নির্ভয়।
আমাদের নিজেদের পণ্য যেমন হোক
ব্যবহার করলেই বাঁচবে জাতির লোক।
আবারও বর্ষাজলে ভেসে যাবে গ্রীষ্ম।
এক মহা দাবানলে পুড়ছে এ বিশ্ব।*

দাজ্জালের প্রতিটি সিস্টেম বয়কট করতে হবে

মো. মশিউর রহমান

আমির, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ

বর্তমানে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ও বৈশ্বিক সংকটময় পরিস্থিতিতে এবারের আমির সম্মেলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যে সংকট আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে, তা আজকে সর্বজনবিদিত। একটা সভ্যতার উন্মেষ ঘটাতে হলে আগের সভ্যতাটাকে ধ্বংস হতে হয়। আমার মনে হচ্ছে, দাজ্জালীয় সভ্যতার সেই ধ্বংস শুরু হয়ে গিয়েছে। এটা হেযবুত তওহীদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের খবর, অত্যন্ত খুশির সংবাদ যে দাজ্জালীয় সভ্যতাটা ভেঙ্গে যাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়েই দাজ্জালীয় সভ্যতার ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এই ধ্বংস মানেই একটি খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাব সেটা সবাই জানি।

এই পরিস্থিতিতে যারা নতুন বিশ্বসভ্যতা নির্মাণ করবে, নতুন বিশ্বব্যবস্থা তৈরি করবে হেযবুত তওহীদের সেসকল মোজাহেদ-মোজাহেদা এবং আমিরদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি নতুন এক বিশ্বব্যবস্থায়। কিন্তু সেই সাথে আমাদের জন্য একটি দুঃখের সংবাদও আছে। সেটা হল, এই যে সংকট আসছে, এই সংকট আমাদেরকেও স্পর্শ করছে, যদিও তা আমাদের স্পর্শ করার কথা নয়। কারণ এই সংকট আসবে, সেটা আমাদের জানা। আমাদের সাথে আল্লাহর মনোনীত এমাম রয়েছেন। সেই সংকটময় অবস্থায় আমরা কীভাবে নিরাপদ থাকব, কীভাবে একটা নতুন বিশ্বসভ্যতা গড়ে তুলতে পারব তার দিকনির্দেশনা আল্লাহর মনোনীত এমাম আমাদের আগেই দিয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত আমরা হেযবুত তওহীদ তাঁর সেই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে পারি নি। আজকে যে বৈশ্বিক সংকট এবং দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে সেই দুর্ভিক্ষের আঁচ হেযবুত তওহীদের মধ্যেও লেগেছে। কিন্তু এটা তো আমাদের লাগার

কথা ছিল না। আমার মনে হয় যে, হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে, আল্লাহর দীন সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট না থাকার কারণে আমাদের এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে। জীবনব্যবস্থা হল আমাদের জীবন পরিচালনার জন্য যতগুলো অঙ্গন রয়েছে, যতগুলো ক্ষেত্র রয়েছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের জন্যই আমাদের যে সিস্টেম বা ব্যবস্থার প্রয়োজন এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলোকে একত্রে বলে জীবনব্যবস্থা।

আজকে যে সংকটের মধ্যে বিশ্ববাসী পড়েছে, যে সংকটের মোকাবেলা করার মত হিম্মত বিশ্বের কোনো নেতার নেই। সেখানে হেযবুত তওহীদ বলছে, এই সংকট থেকে আমরা মানবজাতিকে মুক্তি দিতে পারব। কথা হচ্ছে, এই সংকটের কারণ কি? আজকে কেন বিশ্ববাসী এই সংকটের মধ্যে পতিত হল? তার কারণ মাননীয় এমাম বলেছেন এবং আমরাও জানি যে, আজকে বিশ্ববাসী স্রষ্টার দেওয়া, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আকাশ-জমিন সৃষ্টি করেছেন, গ্রহ-নক্ষত্র সমস্ত কিছুকে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সেই মহান স্রষ্টার দেওয়া জীবন-ব্যবস্থা, সিস্টেমকে বাদ দিয়ে মানুষ যখন দাজ্জালের তৈরী, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের তৈরি জীবন-ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে তখনই মানুষ এই সংকটের মধ্যে পড়েছে।

এই সংকট থেকে যদি এখন মানুষকে বাঁচতে হয় তাহলে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের তৈরি সিস্টেম, জীবনব্যবস্থা অর্থাৎ তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বিচারব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, চিকিৎসাব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থাসহ এই ধরনের সমস্ত সিস্টেম বাদ দিয়ে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা আমাদের মেনে নিতে হবে। যদি আমরা তা মেনে নিতে পারি তাহলে এ সংকট থেকে আমরা মুক্তি পাব। আমরা জানি যে, সমস্ত সিস্টেমগুলোকে নেতৃত্ব দেয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। একটি সংকট যখন উপস্থিত হয় তখন অত্যন্ত সংগতভাবে, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেই সবাই আগে পতিত হয়। সেই অবস্থা আঁচ করেই মাননীয় এমাম অনেক আগেই একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমাদেরকে দিয়েছিলেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজকে আমাকে স্বীকার করতে হয় যে, অর্থনৈতিক সিস্টেম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামও যে আল্লাহর দীনের জন্যই একটা সংগ্রাম এটি আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সিস্টেমগুলোকে বয়কট করা বা ত্যাগ করা যে হিজরত এটাও আমরা এতদিনে বুঝি নাই। কেননা দীন প্রতিষ্ঠা বলতে কি বুঝায় এই বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। দীন প্রতিষ্ঠা মানে, জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই এই সিস্টেমগুলোকে একটা একটা করে প্রতিষ্ঠা করা। আজকে যে অর্থনৈতিক সংকট চলছে, এই অবস্থায় আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করে ফেলতে পারতাম, তাহলে অন্য সবগুলো সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যেত।

যখন আমরা প্রথম বালাগ শুরু করেছিলাম তখন আমাদের হিজরত ছিল আমরা ওদের সাথে ইবাদত না করা। যেদিন থেকে মাননীয় এমাম ঘোষণা দিলেন, যেহেতু আমাদেরকে একটি ছোট জাতির যাবতীয় মৌলিক চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে, তাই প্রকারান্তরে খেলাফতের কাজ শুরু হয়েছে তখন থেকে আমাদের হিজরত হল দাজ্জালের তৈরি সমস্ত সিস্টেমগুলোকে বাদ দিয়ে একটা একটা করে আল্লাহর দেওয়া জীবন-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা।

আজকে দাজ্জালের তৈরি যতগুলো সিস্টেম আছে, যেমন- অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি যা ব্যবস্থা রয়েছে তা আমাদেরকে ত্যাগ করে সেগুলো থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আজকে যদি হেযবুত তওহীদ দাজ্জালের তৈরি এই ব্যবস্থাগুলো থেকে হিজরত করতে না পারে, দাজ্জালের তৈরি এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে হিজরত করে আল্লাহর দেয়া সিস্টেমকে মেনে নিতে না পারে তাহলে তারাও কিন্তু এই সংকট থেকে রক্ষা পাবে না।

এজন্য আমি সমস্ত আমিরদেরকে, মোজাহেদ-মোজাহেদাদেরকে বিষয়টিকে উপলব্ধি করার জন্য অনুরোধ করব। যখন আমরা প্রথম বালাগ শুরু করেছিলাম তখন আমাদের হিজরত ছিল আমরা ওদের সাথে ইবাদত না করা। যেদিন থেকে মাননীয় এমাম ঘোষণা দিলেন, যেহেতু আমাদেরকে একটি ছোট জাতির যাবতীয় মৌলিক চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে, তাই প্রকারান্তরে খেলাফতের কাজ শুরু হয়েছে তখন থেকে আমাদের হিজরত হল দাজ্জালের তৈরি সমস্ত সিস্টেমগুলোকে বাদ দিয়ে একটা একটা করে আল্লাহর দেওয়া জীবন-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা। এ পর্বে এসে আমাদের নতুন হিজরত শুরু হবে। এই নতুন হিজরত যদি আমরা করতে না পারি তাহলে আমাদের মো'মেনের দাবি বৃথা হবে। আমরা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করতে পারব না।

এজন্য আমি সকলকে অনুরোধ করব, এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করার জন্য, বিবেচনা করার জন্য। এই নতুন হিজরতের দিকে আমাদের মোজাহেদ-মোজাহেদাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যদি আমরা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তাই বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন এক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার শপথ নিয়ে আমরা এখান থেকে যেতে চাই। আসুন, মাননীয় এমামের নেতৃত্বে এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলি।

Lest We Forget

Ummut Tijaan Makhduma Panni

Secretary of Health and Medical Department,
Hezbut Tawheed

> Yet Allah tells Momens to be united, to hold on firmly to His Rujju, to His rope and differ not from each other. This was a people that have been forever extolled the virtues of solidarity, of unity, of string in the way of Allah pulling their strength all their effects together until all injustices and persecution in the society have been obliterated.

More than 25 years ago my father wrote that we the people who claimed ourselves to be Momen, Muslims and Ummat-e-Muhammadi are a people that stands at the crossroads at time. Sadly, more than a quarter century later when we look at ourselves today, we find that we are at the same dire condition for so many years ago. He stressed, he pondered on this situation thinking that why are these people who claimed themselves to be the Ummat-e-Muhammadi observed and maintain themselves to be the followers of the one last Messenger of Allah (SM), claim their book to be the unchanged Quran are today at this point of time divided into so many hundreds and thousands of Mazhabs, Ferkas, groups and sub-groups. He stressed on this, that it is most probably due to the fact that they have long strayed away from the truth path of Guidance of Hedayah that the Messenger of Allah (SM) brought with him so many centuries ago. He

stressed outs on the fact that if we were free to ask to the people of Madina of 14 hundreds years ago what and who they were and what was their vision was we would receive only one answerer to this question.

But today if we ask even 1000 people the same question he stressed that we are about to find more less than thousands of different answers. Why? He pondered on this. He came to this conclusion, that this is their believe, their Akida, the true concept about Islam has become so diverted, so different from word Messenger of Allah (SM) brought so many centuries ago that today, they have no resembles to what it was. The answer he stressed that they are no longer in the correct path of Hedayah that Rasul'Allah (SM) brought so many centuries ago. Instead, they have mapped out ways and paths for themselves or are following the paths that others have mapped out for them. As a result, he said when we look about the whole the lot of Muslim population from the forest of the Philippines to the aerial mountains of Afghanistan and the deserts of Morocco; we find a giant sloth of a creature, unmoved by any manner of insult or injury.

Yet these, these are same people who were once the masters of this world and teachers in every field of science and technology; in field of arts, literature, music, science and medicine. Yet, then how did we get here today to a point that we can go on debate endlessly on the fact rather it is Haram or Halal for a woman to thread her eyebrows, or if our ablution, our wazu is complete if all the hair in the nostrils are not wet? Worse still if you were ask the same thing to 4 different Imams of different Mazhabs, you would find some conflicting answers to the same question.

Yet Allah tells Momens to be united, to hold on firmly to His Rujju, to His rope and differ not from each other. This was a people that have been forever extolled the virtues of solidarity, of unity, of string in the way of Allah pulling their strength all their effects together until all injustices and persecution in the society have been obliterated. The life of our Messenger of Allah (SM) and his companions are replete with such instances and the stress he has emphasized on unity, on solidarity. We have all forgotten the inhumane circumstances he overcame; the blood and sweat he and his companions shed to bring peace, prosperity, security harmony in society.

We do not remember that Rasul'Allah (SM)'s declaration that soon enough a woman adorned in gold jewelry will travel hundreds of miles even all by herself, without having to fear anything except Allah & wild animals. He said this at the time when persecution on himself, on the Messenger and his companions were at the peak. Yet it is history that it was not long before such a time came to pass. Also it is interesting to note here that, the Messenger of Allah (SM) did not stress on the fact that it would be a Momen or a Muslim women to enjoy such peace and such freedom. It would just be any woman.

How many of us do realize today that Islam is based on humane treatment, on fair treatment and on the basis that all men are equal in the Eyes of their Lord? The Islam we see preached and practiced today is one that is based on personal piety and carrying out certain rituals only. Whereas, the Islam we saw so many centuries ago guaranteed peace and prosperity and most of all security for one and on regardless of their personal faith. At the final pilgrimage, Rasul'Allah, the Messenger of Allah (SM) declared once & for all that the Arab has no superiority over the non-Arab and the non-Arab has no superiority over the Arab; similarly the white skinned or the light skinned persons have no authority or superiority over the dark skinned and vice versa? This was the most comprehensive and ancient universal declaration of human rights and now on almost 1500 years later and today at standing in the 21st century these people have the audacity to call us backward and uncivilized?

We do not remember that the true teachings of our Messenger of Allah (SM) and his companions for up till a hundred years during and after the Messenger (SM) of Allah and of his companions, his people who worked with him established the society that was based on security on peace and the fair treatment of all. People would roam the streets with camels laden with food to look for people in need and the sense of security was such that in those society they did not find the need, to close their doors at night when they went to sleep or even the courts of justice went without months seeing a criminal case file. This was the Islam our Messenger of Allah (SM) and his companions took up as their live's mission to accomplish.

As we look around us today, do we see any reflection of that, of that kind of security and peace anywhere around this world today? Are we even made aware that the true form of Islam is that and not the internally fighting, fudding, undisciplined lot of people that call themselves Muslim today?

When we talk of Islam and our past we are told that old people who have no future talk about the past. We want to be let it know that it is not because of we are old and we do not have some anything to look forward to that we will talk about the past. When we talk about the past it is to let our younger generation know to make them aware of who you are and what your aim, your goal in life should be.

We are a people of about 180 core human beings have collective amnesia. We do not remember that what we have been doing for a thousand years, for a thousand years from the time the Messenger of Allah (SM) returned to his Creator. It seems we woke up a millennium later to find ourselves enslaved and sadly accepted our Lord as that.

But my Father said, my Messenger of Allah (SM) is no Leader of any enslaved people; he is not the leader of enslaved people. He was a leader of the people whose ascension was made to bring peace and justice for equality and fair treatment for one and each and every human being on earth. Not depending on their color of the skin or their right of birth. The Islam we see today based is mainly ritualistic and mostly whereas man is a social creature whose need for every aspect of life need to be addressed. This is where the complete code of life which has to be Islam needs to be established for sustainable peace, prosperity and for security for all.

Just as the true idea, concept of the true Islam is become perverted and deviated. Similarly today we find that the idea of who women are what their role in society should be like and what the status in Islam should be is also is misrepresented and misunderstood. However, only one look at the life of our Messenger of Allah (SM) is enough to shed light on the fact that the women of early Islam enjoyed unrestricted freedom and access to every sphere of life and every aspect of social behavior. We do not remember that the Messenger of Allah (SM) not only enjoined but rather enjoined for man, women and children for everybody to seek knowledge to learn and to read, write. How can a people whose first verse, first word was Ikra (to read) now actively promote keeping a half of the population bereft of education?

In some Muslim countries even in this century we find that women are being subjected to marginalization and they are being told that they are do not need to step out their houses or seek education. Whereas, we find that in the life of Messenger of Allah (SM) he not only enjoined, he actively motivated women to take part in the Friday convocations, in daily ritualistic congregations in the pilgrimation of Hajj and Umrah and even in the dangerous of the battle fields. The feat of Umme Ammara at the battle of Uhud is that one the Messenger of Allah (SM) himself congratulated on. And who can forget the glorious feat of Khawla (RA) who set off all by herself to free her brother Zarar from the clutches of the Romans? Our children even we do not have the enough knowledge about our past. Which is the reason that we cannot build a comprehensive idea of what Islam is like and what we can do to bring it back to its glorious state. The Messenger of Allah (SM) first set up hospital of sorts in the city of Madina and he appointed a woman, Rufaydah to be the administration of that hospital. In the time of Khalifa Umar (RA), the controller of markets was a woman. In every aspect and every social field were women could exercise their freedom, they rose up to the occasion and they showed make their mettle with diligence with expertise and with intelligence. And now if arise a group of clerics in the 21st century who say that it is haram for a woman to step out of their houses; you say how logical is that? If our leader, the Messenger of Allah (SM) himself did not restrict our movement to mosques, to places of work, to battlefields also, how can we accept that they scream that our Iman, our faith become spoil if outside men see us?

To them we say, our faith is not a child's toy that can be snatched away or so easily spoiled. Our faith is the firm belief on Allah and His Messenger (SM) that we will obey none except Him and His Messenger (SM). Our faith is that, that the Momens of this earth have been caused to arise to bring all goodness all that it that is bountiful for this earth and to forbid everything that is evil and harmful for mankind.

This is the message that Hezbut Tawheed brings to the people of this world. This is the message, this is the firm conviction that when we obey Allah, when we stay within His limits and His tenets, then is the time when we can say, yes we can expect help from Him. Only when we say obey Him and nobody else. And then is the time that we can see the true reflection of Islam in the eyes of society and in the eyes of man. I urge you all to take back with you the true message of Islam that you have heard today. Insha'Allah we will see you soon again Insha'Allah.

Thank you all.

KR Fashion

Trust Of Thousand's Customers

সবার জন্য সব কিছু
নতুন বছরে নতুন কিছু

Style is a way to say who you are without having to speak.

সুলভ মূল্যে পাবেন ছোট বড় সকলের আকর্ষণীয় পোশাক, জুতার কালেকশন ও সাজসজ্জার সামগ্রী।

f / Krfashion.bd1

Call Now:
01903-484091

উপশম নয়, নিরাময়ই কাম্য

সেলিম'স ক্লিনিক

বাংলাদেশের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পথিকৃৎ, উপমহাদেশের প্রখ্যাত চিকিৎসক

ডা. মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি চিকিৎসালয়।

হোমিওপ্যাথির মুল চিকিৎসাধারায় পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান এবং প্রচলিত প্রতিটি রোগের ক্ষেত্রে যার সাফল্যের ইতিহাস ও ধারা বর্তমান।

হাউজ নং -৫১, রবীন্দ্রসরণী, এবিসি নর্থরিজ (২য় তলা), সেক্টর-০৩, উত্তরা, ঢাকা।

যোগাযোগ করুন

চেম্বার: ০১৭৩৪-৬২৪৯০৭

সিরিয়াল/বুকিং: ০১৭৪৭-৬৭৯৭৭৮

জরুরি:০১৭১৭-১৭৫০৫১

হেযবুত তওহীদের নারীরা অবলা সরলা নয়

রুফায়দাহ পন্নী

নারী বিষয়ক সম্পাদক
হেযবুত তওহীদ

ইসলামের পারিবারিক ও সামাজিক নীতিমালা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইসলামে নারীকে অতুলনীয় সম্মান ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি একটি জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে সে জাতির মধ্যে নারীদের অবস্থান। কিন্তু যদি কোনো সমাজে নারীকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়, অসম্মান ও অমর্যাদা করা হয়, বুঝতে হবে সেই জাতি জাতিগতভাবেই অধঃপতনের শিকার, সেই জাতির মধ্যে ধর্মের নয় অর্ধমের চর্চা করা হয়। সেই অধর্মকে যখন সাধারণ মানুষ ধর্ম বলে বিশ্বাস করে তখন শুরু হয় বিশৃঙ্খলা, বিনষ্ট হয় শান্তি, ভারসাম্য। এই শান্তি, এই ভারসাম্য বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও নেই। কারণ সারা পৃথিবীতে নারীদের অবস্থা বিপর্যস্ত। ঘরে বাইরে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন হাজারো নারী। সমস্ত পৃথিবীতে নারীদের এই সীমাহীন দুর্ভোগ, নির্যাতন ও কষ্টকর জীবন প্রমাণ করে বর্তমান সভ্যতা মানবজাতিকে অধঃপতনের কত গভীরে নিয়ে গেছে। অথচ প্রকৃত ইসলামে নারীদের মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতার উপর ভিত্তি করে সমাজের যেকোনো অঙ্গনে ভূমিকা রাখার অধিকার রয়েছে।

কিন্তু সেই অধিকার হরণ করলো কারা? অন্যসব কাজ বাদ দিয়ে যদি শুধু ইসলামের জন্য কাজ করার কথা বলি, সেক্ষেত্রেও চরম বাধার শিকার হচ্ছেন হেযবুত তওহীদের নারীরা। গত বেশকিছুদিন ধরে পর পর কয়েকবার হেযবুত তওহীদের নারীরা রাস্তাঘাটে হেনস্তার শিকার হয়েছেন। শুধু হেনস্তা করেই ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী ক্ষান্ত হয়নি, মেয়েদেরকে গুরুতর আঘাত করেছে তারা। ফলে হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়েছে তাদের অনেককেই। কারণ একটাই, নারীরা কেন ঘরের বাইরে বের হয়ে পত্রিকা বিক্রি করছে, বই বিক্রি করছে, কেন সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, অপরাজনীতি, ধর্মব্যবসা ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সভা-সেমিনারের আয়োজন করছে। এই অপরাধে সারা বাংলাদেশের বেশকিছু জায়গায় যেমন: খুলনা, রংপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জসহ

ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় আমাদের নারীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। আক্রমণের প্রথম ভাষাটাই হল - পর্দা কোথায়? বেপর্দা মহিলা রাস্তায় নেমে কেন এই কাজ করছে? তারপর রীতিমত হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমামকে নিয়ে অশ্লীল গালাগালি, এমামুয্যামানকে নিয়ে গালাগালি, ঘটনাস্থলে বিভিন্ন উস্কানিমূলক কথা বলার মাধ্যমে সাধারণ উগ্র ধর্মান্ধ জনতাকে লেলিয়ে দেয়া। তারপরে শুরু হয় গায়ে হাত তোলা। সেই দৃশ্য আবার পেছন থেকে ধারণ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে বিভিন্ন বাজে শব্দ ব্যবহার করে প্রচার করা।

এভাবে একটি ধর্মব্যবসায়ী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে, হামলা করে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা আইন নিজের হাতে তুলে নেইনি। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি। তবুও এখন পর্যন্ত অপরাধীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে নিশ্চিন্ত মনে আর হামলার পরিকল্পনা করে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে। এইসব করে হয়ত তারা মনে করছে যে তারা বিজয়ী হয়ে গেছে। কিন্তু তারা আসলে পরাজিত হয়েছে। তারা আদর্শিকভাবে পরাজিত হয়েছে। হেযবুত তওহীদ যা বলে সব দলিল ভিত্তিক কথা বলে, অকাট্য যুক্তিপূর্ণ কথা বলে। তাই আমাদের কোনো কথার যুক্তি খণ্ডন করতে না পেরে তারা হেরে গেছে। হেরে গেছে বলেই আজকে তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে এবং রাস্তাঘাটে আমাদের বোনদেরকে আক্রমণ করছে।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে নারীরা আসলে কতটুকু নিরাপদ? এদেশে সরকার আছে, প্রশাসন আছে, তারপরও কেন সারাদেশে লক্ষ লক্ষ নারী তাদের অধিকার হারাচ্ছে? কেন সন্ত্রাসীপনা বৃদ্ধি পাচ্ছে? যারা দুনিয়ার বিন্দুমাত্র খোঁজখবর রাখেন তারা জানেন বর্তমানে নারীদের জন্য এই সমাজ কতটা অনিরাপদ। এই বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। আর এই অনিরাপদ সমাজকেই নিরাপদ করার জন্য আমরা মাঠে নেমেছি। এই লড়াইটা আসলে আমাদের নিজেদেরকেই করতে হবে, অন্য কেউ করে দেবে না। অন্য কারো কাছে নিরাপদ সমাজ গড়ার পথ নেই। তাই এখন হেযবুত তওহীদের নারীদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে- আমরা কি এই ধর্মান্ধ, উগ্রবাদী গোষ্ঠীর কাছে পরাজিত হব, নাকি বিজয়ী হব? রাস্তাঘাটে এরকম হামলার শিকার হয়ে হেনস্তা হয়ে আমরা কি চুপ করে বসে থাকব, নাকি ব্যবস্থা গ্রহণ করব?

ভুলে গেলে চলবে না ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ একজন নারী। তওহীদ গ্রহণ করার জন্য যাঁকে প্রকাশ্যে ভয়াবহ নির্যাতনের পর বল্লম দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। সেই সুমাইয়ার (রা.) কোরবানি তখনকার নারীদের

ভুলে গেলে চলবে না ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ একজন নারী। তওহীদ গ্রহণ করার জন্য যাঁকে প্রকাশ্যে ভয়াবহ নির্যাতনের পর বল্লম দিয়ে করা হয়েছিল। সেই সুমাইয়ার (রা.) কোরবানি তখনকার নারীদের এতোটাই উদ্দীপ্ত করেছিল যে নারীরা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে রোমানদেরকে পরাজিত করেছিল। যে নারীদের মনে করা হতো অবলা-সরলা সেই নারীরাই রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। যেই হাতে তারা আটা পিষতো সেই হাতেই তারা তলোয়ার চালনা শিখেছিল। শুধু ইসলামের ইতিহাসে না, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলার যেই নারীরা পরম মমতায় সন্তান লালন পালন করতো সেই তারাই রাইফেল কাঁধে তুলে নিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। অন্যায়কে তারা মাথা পেতে নেয়নি। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

এতোটাই উদ্দীপ্ত করেছিল যে নারীরা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে রোমানদেরকে পরাজিত করেছিল। যে নারীদের মনে করা হতো অবলা-সরলা সেই নারীরাই রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। যেই হাতে তারা আটা পিষতো সেই হাতেই তারা তলোয়ার চালনা শিখেছিল। শুধু ইসলামের ইতিহাসে না, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলার যেই নারীরা পরম মমতায় সন্তান লালন পালন করতো সেই তারাই রাইফেল কাঁধে তুলে নিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। অন্যায়কে তারা মাথা পেতে নেয়নি। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

ঠিক একইভাবে আজকে যারা নারীদেরকে অবদমন করে রেখেছে, যারা নারীদের বাক্সবন্দী করে রাখতে চাচ্ছে তারা অন্যায় করছে। আমাদেরকেও এর প্রতিবাদ করতে হবে। আমরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বলছি যে, ইসলাম নারীদের বাক্সবন্দী করে নাই,বাক্সবন্দী করেছে বর্তমানের ধর্মব্যবসায়ী কূপমণ্ডূক শ্রেণি। এই শ্রেণিটি চায় নারীদের শাসন করতে যাতে তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য আর কেউ না থাকে।

আমি সরকারকে পরিষ্কার করে বলতে চাই আমরা বাংলাদেশের আইনকে শ্রদ্ধা করি। আমরা আইন মান্যকারী আন্দোলন, এর মানে এই নয় রাস্তা-ঘাটে আমাদের নারীরা হেনস্তা হবে। যদি সরকার এই গোষ্ঠীকে সুযোগ দেয়, আস্কারা দেয় তবে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নারীরা যেদিন রাজপথে নামবে তাদের অধিকার আদায়ের দাবিতে সেদিন যারা অন্যায়কে সমর্থন দিয়েছে, যারা আইনের দায়িত্ব পেয়েও আইন প্রয়োগ করেনি সেদিন আর তাদের রক্ষা থাকবে না। সেদিন কোনো কিছু দিয়েই তাদের প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ইরানের মাহসা আমিনির কথা। ন্যায়ের জন্য একজন মানুষ যখন একবার জীবন দিতে শিখে তখন হাজার হাজার মানুষ নেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য শপথ নেয় জীবন দেয়ার।

সবশেষে ধর্মব্যবসায়ী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর উদ্দেশে বলতে চাই, তোমরা পরিকল্পনা করো রাস্তাঘাটে হেনস্তা করার, সন্ত্রাসীপনা করার আর আমরা প্রতিনিয়ত আশা করি ইসলামের জন্য শাহাদাত লাভ করার। তোমরা কার উপর হামলা করছ? কাকে হেনস্তা করছ? হেযবুত তওহীদের নারীরা চুপ করে বসে থাকার পাত্রী নয়। আমরা অবলা-সরলা নারী নই যে আমরা আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢেকে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদব। আমরা প্রতিনিয়ত শাহাদাতের স্বপ্ন দেখি। আমাদের সন্তাদেরকে বড় করছি শহীদ করার জন্য। আমাদের স্বামীকে, আমাদের পিতাকে, আমাদের ভাইকে আমরা প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। কাজেই তোমরা সাবধান হয়ে যাও।

সত্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে ধর্মব্যবসায়ীদের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে সকল সত্যনিষ্ঠ মানুষকে। মনে রাখতে হবে, ধর্ম নয়- নারীকে প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে ধর্মব্যবসায়ীরা। যেদিন প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন অবশ্যই নারী তার পূর্ণ স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদা ফিরে পাবে।

মেসার্স রাসেল স্যানিটারী টাইলস্ কর্ণার

প্রো: খন্দকার রাসেল আহমেদ

মোবাইল:

০১৭৫৬-৪৯১৪৪৪২

০১৮৪৯-১৮১১৬২

খাদ্য গুদামের সামনে, শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, রংপুর

ডিলার

ডিবিএল টাইলস্

মার্কোপোলো টাইলস্

লিরা ডোর, লিরা পিভিসি পাইপ

গাজী পাম্প, গাজী ট্যাংক

মারকুইজ পাম্প

বেঙ্গল দরজা

প্রদর্শিত তথ্যচিত্র

সম্মেলনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রসঙ্গের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। আন্দোলনের বিভিন্ন শাখা এবং কেন্দ্রীয় বিভাগসমূহের (Department) কার্যক্রমের উপর নির্মিত দুটো প্রামাণ্যচিত্র অনুষ্ঠানের শুরুতেই দেখানো হয়। সেগুলো হচ্ছে প্রকাশনা বিভাগের কার্যক্রম, খুলনা-১ বিভাগের কার্যক্রম, দুর্ভিক্ষ, বালাগে বাধা, শহীদ সুজন হত্যার প্রতিবাদ কর্মসূচি, শহীদ সুজনের স্ত্রীর ভিডিও বার্তা সম্মেলনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রদর্শন করা হয়।

তওহীদ প্রকাশন:

হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রকাশনা সংস্থা তওহীদ প্রকাশনের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লিখিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইগুলো প্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়। এই বইগুলো প্রচার করতে গিয়ে হেযবুত তওহীদ বিগত ২৭ বছরে যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তারও বিবরণ উঠে আসে প্রামাণ্যচিত্রটিতে। মানুষ যেন হেযবুত তওহীদের বক্তব্য বই আকারে পেতে পারে সে লক্ষ্যে ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তওহীদ প্রকাশন। যে কোনো আদর্শিক আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রচার কিংবা প্রসারের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে বই। মহামান্য এমামুয্যামানের দীর্ঘ ১৭ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম, অটল অধ্যবসায় ও বিপুল গবেষণার ফসল 'এ ইসলাম ইসলামই নয়' বইটি। ১৯৯৫ সনে বইটি প্রকাশ হওয়ার পরে বাংলাদেশের সচেতন মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোর রাতের ঘুম হারাম করে দেয় অসামান্য বইটি। বইটি প্রীতি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

পরবর্তীতে এমামুয্যামান আরো বেশ কিছু বই লেখেন যা হেযবুত তওহীদের প্রকাশনা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয়। সময়ের সাথে সাথে আন্দোলন বড় হতে থাকে, প্রকাশনা সামগ্রীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। একই সঙ্গে প্রচার কাজের জন্য বাড়তে থাকে বইয়ের চাহিদা। প্রয়োজন পড়ে নিজেদের একটি প্রকাশনা সংস্থা। এভাবেই জন্ম নেয় তওহীদ প্রকাশন। ২০০৮ সালে 'দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা' বইটি সংবর্ধিত আকারে পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে তওহীদ প্রকাশন। ২০০৮ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যক বিক্রয়ের রেকর্ড সৃষ্টি করে এই বই। বইটি সে বছর প্রায় দেড় লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলাবাজারের পি কে রায় রোডে অবস্থিত পুস্তক ভবনে তওহীদ প্রকাশনের একটি শো-রুম স্থাপন করা হয়। মহামান্য এমামুয্যামান নিজে গিয়ে শো রুমটি উদ্বোধন করেন।

এই প্রকাশনায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে - আল্লাহর মো'জেজা হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা, ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা, ইসলামের প্রকৃত সালাহ, ইসলামের বিকৃত সুফিবাদ, ঔপনিবেশিক

আপনি কি দুর্ভিক্ষের জন্য প্রস্তুত শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রে ২০২৩ সনে বিশ্বজুড়ে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা, The Lost Islam, মহাসত্যের আহ্বান, মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আকিদা, তাকওয়া ও হেদায়াহ, যুগসন্ধিক্ষণে আমরা, জোরপূর্বক শ্রম ব্যবস্থাই দাসত্ব, এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব এবং সর্বশেষ প্রকাশিত হয় তওহীদ জান্নাতের চাবি। মাননীয় এমামের লেখা হেযবুত তওহীদের অন্যতম সাড়া জাগানো বই 'ধর্মব্যবসার ফাঁদে' প্রকাশিত হয় ২০১৭ সালে। এ পর্যন্ত বইটির প্রায় দুই লক্ষাধিক কপি মুদ্রিত হয়েছে।

খুলনা-১ বিভাগ:

হেযবুত তওহীদের দশটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম হলো খুলনা-১ বিভাগ। বিভাগটি খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলা নিয়ে গঠিত। প্রামাণ্যচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে বিভাগীয় আমির শামসুজ্জামান মিলনের গতিশীল নেতৃত্বে মাননীয় এমামের প্রতিটি হুকুম ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দুর্বার গতিতে কীভাবে এগিয়ে চলেছে খুলনা-১ বিভাগের নিবেদিতপ্রাণ মোজাহেদ-মোজাহেদারা। প্রামাণ্যচিত্রে তাদের মাঠে-ময়দানে গণসংযোগ, সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রে আমিরদের সফলতা, মোজাহেদ-মোজাহেদাদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ, কর্মতৎপরতার যে দৃশ্য উপস্থাপিত হয় তা উপস্থিত সকলের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করে। সবাই করতালির মাধ্যমে খুলনা-১ বিভাগকে স্বাগত জানায়।

তথ্যচিত্র 'আপনি কি দুর্ভিক্ষের জন্য প্রস্তুত?'

এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্যই ছিল 'আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক সঙ্কট মোকাবেলায় করণীয়'। করোনা মহামারী ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বজুড়ে দুর্ভিক্ষের ঘনঘটা শুরু হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক এবং খাদ্যসংকট মারাত্মক আকার ধারণ করবে। যদিও হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম কয়েকবছর আগেই এই দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছিলেন। সেই দুর্ভিক্ষের বার্তা এখন সত্যে প্রমাণিত হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কগণ ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের পরিণামে ২০২৩ সালে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কতটা ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক হতে পারে এবং অতীতের দুর্ভিক্ষে মানুষ কতটা দুরবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে তা তুলে ধরে নির্মিত একটি তথ্যচিত্র সম্মেলনে প্রদর্শন করা হয়। তথ্যচিত্রতে প্রদর্শিত বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা দেখে সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ শিউরে ওঠেন। তারা মাননীয় এমামের নেতৃত্বে আসন্ন সংকট মোকাবেলায় মাঠে থাকতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন।

বালাগকারীদের উপর ধর্মব্যবসায়ীদের হামলা:

যাবতীয় অন্যায়ের প্রাচীর ভেঙে মানবজীবনের সর্ব অঙ্গনে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে হেযবুত তওহীদ যতই এগিয়ে চলেছে, ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণিটি তাদের পরাজয়ের গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে হিংস্র হয়ে উঠছে। তারা বেছে নিচ্ছে সন্ত্রাসের পথ। যখনই হেযবুত তওহীদের মোজাহেদ-মোজেহেদারা বালাগ করতে পথে প্রান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছে তখনই ধর্মব্যবসায়ী হিংস্র ক্ষুধার্ত হায়েনার মত হেযবুত তওহীদের সদস্য-সদস্যাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তারা রাস্তাঘাটে, পাড়া-মহল্লায় সাধারণ মানুষকে মিথ্যা মিথ্যা কথা বলে, অপপ্রচার করে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করছে, প্রকাশ্যে হেযবুত তওহীদের বোনদের হেনস্তা করছে, উত্যক্ত করছে। তাদের হামলা, তর্কাতর্কির সেসব দৃশ্য তারাই ভিডিও করে ফেসবুকে কৃতিত্বের সাথে প্রচার করছে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এমনই কিছু হামলার ফুটেজ নিয়ে একটি ভিডিও অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় নারী বিষয়ক সম্পাদক রুফায়দাহ পন্নীর বক্তব্যের শুরুতে প্রদর্শন করা হয়।

শহীদ সুজন হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন:

গত ২৩ আগস্ট রাতে পাবনায় হেযবুত তওহীদের কার্যালয়ের উপর সন্ত্রাসী হামলায় চালায় ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত একটি সন্ত্রাসী উগ্রবাদী গোষ্ঠী। তারা ধারালো ছুরি, রামদা, দা, হকিস্টিক ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রায় ৪০-৫০ জন সন্ত্রাসী মিলে হেযবুত তওহীদের পাবনার চরঘোষপুর কার্যালয়ে আক্রমণ চালায়। সন্ত্রাসীদের নৃশংস হামলায় শাহাদাত লাভ করেন পাবনা জেলার নিবেদিতপ্রাণ সদস্য মো. সুজন মণ্ডল। সুজন হত্যার পর ২৭ বছর ধরে নিপীড়িত হতে থাকা হেযবুত তওহীদের সদস্য-সদস্যারা দেশজুড়ে প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এক সুজন হত্যার বিচারের দাবিতে রাজপথে উত্তাল হয়ে ওঠে লক্ষ লক্ষ সুজনের বিক্ষুব্ধ শ্লোগানে। ব্যানার, ফেস্টুন হাতে শহীদ সুজনের খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সমগ্র হেযবুত তওহীদ রাজপথে নেমে আসে। অধিকাংশ জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার কার্যালয়ে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। পাবনায় সন্ত্রাসী হামলা ও শহীদ সুজন হত্যার পর পরবর্তী অবস্থা, কার্যক্রম ও পদক্ষেপ নিয়ে নির্মিত একটি তথ্যচিত্র সম্মেলনে প্রদর্শন করা হয়। এসময় শহীদ সুজনের উপর নির্মিত তথ্যচিত্রটি দেখে ভাই হারানোর শোকে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন উপস্থিত সদস্য-সদস্যারা।

শহীন সুজন মণ্ডলের স্ত্রীর ভিডিও বার্তা:

শহীদ সুজনের শাহাদাতের পূর্বে তাঁর স্ত্রী শাহনারা খাতুন ছিলেন আট মাসের সন্তানসম্ভবা। স্বাভাবিকভাবে প্রাণপ্রিয় স্বামীকে হারানোর বেদনায় প্রচণ্ড শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন শহীদ সুজনের স্ত্রী এবং তাঁর পরিবার। আমির সম্মেলনে তিনি উপস্থিত হতে পারেননি। তবে একটি ভিডিও বার্তায় তিনি শহীদ সুজনের ঈমানদীপ্ত সংগ্রামী জীবনের স্মৃতিচারণ করেন। তার দুই মিনিটের ভিডিওবার্তাটি সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের হৃদয়ে শহীদ সুজন সম্পর্কে ভিন্নমাত্রা যোগ করে।

নারীরাও আজ সমান তালে নিজের পায়ে দাঁড়ায়, হাজার বাঁধায় পাহাড় ভেঙে সাফল্যে পা বাড়ায়।

TRENDY TARGET

ছোট ছোট নারী উদ্যোক্তারাও আজ দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করছে। জোগান দিচ্ছে কর্মসংস্থানের এবং কমাতে সাহায্য করছে বেকারত্বের হার।

তেমনি একজন নারী উদ্যোক্তা হলেন ফাতেমা রুহি। তিনি ২০১০ সালে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে ঘরে বসেই শুরু করেছিলেন পোশাকের ব্যবসা।

শুরুতে তিনি বন্ধু বান্ধব ও পাড়া প্রতিবেশীদের নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেও, আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের ফলে তাঁর এই ছোট্ট ব্যবসা আজ বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে।

ফাতেমা রুহির, Trendy Target নামের ফেসবুক পেইজ এ খুব সাশ্রয়ী মূল্যে দেশি ও বিদেশি পোশাক, ব্যবহার্য জিনিসপত্র, ও গৃহ সামগ্রী পাওয়া যায়। গুনগত মান ভালো হওয়ার কারণে বর্তমান বাজারে তাঁর পণ্যের চাহিদা অনেক বেশি। বিশেষ করে ইন্ডিয়ান শাড়ি, পাকিস্তানি সেলোয়ার কামিজ, জয়পুরী বিছানা চাদর ইত্যাদি।

আপনার পছন্দের পোশাকটি অর্ডার করলেই তা পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়।

বিশেষ আকর্ষণ হলো পোশাক হাতে পেয়ে দেখার পর তার মূল্য পরিশোধ করার সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছে এই পেইজটি, এবং আপনার পছন্দ না হলেও তা রিটার্ন এর সুযোগ সুবিধা ও পাচ্ছেন।

কোন রকম ঝামেলা ছাড়াই আপনার পছন্দের ও প্রয়োজনীয় জিনিস খুব সহজেই কিনে নিতে যোগাযোগ করুন ঃ

Women's trendy target : facebook.com/womenstrendytarget
Trendy target : facebook.com/ftrendytarget
Website : bdtrendytarget.com
Mobile : +880 1878-965804

শহীদ পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা

তওহীদ গ্রহণ ও সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব হেযবুত তওহীদ কাঁধে তুলে নিয়েছে সে দায়িত্ব পূরণে একদল মো'মেন নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। তারা মানুষকে তওহীদের আহ্বান জানাতে গিয়ে ধর্মব্যবসায়ী ও ধর্মবিদ্বেষী গোষ্ঠীর দ্বারা নানামুখী বাধা ও নির্যাতন নিপীড়নের স্বীকার হবেন, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত হারাতে হতে পারে জেনেও মাঠে নেমেছেন। বিগত ২৭ বছরে ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অপপ্রচার, গুজব ও ধর্মীয় উন্মাদনার শিকার হয়ে শহীদ হয়েছেন হেযবুত তওহীদের পাঁচ সদস্য- সাইফুল্লাহ, রাবেয়া খাতুন, ইব্রাহীম রুবেল, সোলায়মান খোকন, সম্প্রতি সুজন মণ্ডল।

আমির সম্মেলনে মাননীয় এমাম শহীদদের পরিবারের সদস্য ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যারা হেযবুত তওহীদে আছেন তাদেরকে মঞ্চে আহ্বান করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাদের যেসব সদস্য আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জীবন কোরবান করেছেন, শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবারের দায়-দায়িত্ব এখন জাতির কাঁধে এসে পড়েছে। এই দায়িত্ব উপেক্ষা করা সম্ভব না, যদি উপেক্ষা করা হয় তবে মো'মেন দাবি করা মিথ্যা হবে। হেযবুত তওহীদ ঐক্যবদ্ধ থেকে যে কোনো সমস্যা যে মোকাবেলা করতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত শহীদ পরিবারকে সহযোগিতার মাধ্যমেও তারা প্রমাণ করবে। হেযবুত তওহীদ যে প্রকৃত ইসলাম ধারণ করেছে, রসুল (সা.) এর প্রকৃত সুন্নাহ ধারণ করেছে সেটার প্রমাণ দিবে বাস্তবে, ইনশাল্লাহ।'

শহীদ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শহীদ সাইফুল্লাহর ভাই সানাউল্লাহ নুরী, শহীদ সোলায়মান খোকনের বোন ইলা ইয়াসমিন, শহীদ রাবেয়ার পরিবারের সদস্য হান্নান খান, সাঈদুর রহমান, শহীদ ইব্রাহীম রুবেলের স্ত্রী রত্না উপস্থিত ছিলেন। ইলা ইয়াসমিন শহীদ খোকনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'খোকন ছিলেন একজন পরিশ্রমী, সৎ, পরোপকারী মানুষ। কারো সাথে কখনও প্রতারণা করেছে, কারো ক্ষতি করেছে কেউ বলতে পারবে না। মানুষের উপকার করতে উদগ্রীব ছিলেন, সেই আগ্রহবোধ থেকে হেযবুত তওহীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৪ মার্চ ২০১৬ তারিখে যেদিন নোয়াখালীতে খোকনকে হত্যা করা হয় সেদিনও তিনি ঘটনার পূর্বে ফোন করে তাঁর স্ত্রী ও পরিবারকে জানান যে তিনি সত্যের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, তবু মিথ্যার কাছে মাথা নত করতে রাজি নন, কোনো অপশক্তিকে তিনি ভয় করেন না।' এছাড়াও শহীদ রাবেয়া ও শহীদ সাইফুল্লাহর স্মৃতিচারণ করেন তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

শহীদ পরিবারের সঙ্গে মঞ্চে আসেন পাবনায় শহীদ সুজন মণ্ডলের সহযোদ্ধা আল আমিন শেখ যিনি পাবনা কার্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন অচেতন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন। সন্ত্রাসীরা তার মাথায় হাঁসুয়া দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মুহূর্তে কীভাবে যেন আবার শরীরে পূর্ণ শক্তি ফিরে পান। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক সদস্যকে সন্ত্রাসীরা আঘাত করতে গেলে তিনি সেটা প্রতিহত করেন এবং একজনকে ধরে ফেলেন। তার কিছুক্ষণ পর তিনি আবার আরেকটি আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারান। সুজন মণ্ডল ও আল আমিন শেখ এই দুজনকে গুরুতর আহত ও মুমূর্ষু অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেদিন তাঁরও শহীদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কয়েকদিন পর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে সেদিন তিনি ভেবেছিলেন তিনি বুঝি শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি আর পৃথিবীতে নেই। তিনি উপস্থিত লোকদের কাছে প্রথম সুজন মণ্ডলের খোঁজ করেন। তাকে মানসিকভাবে শান্ত রাখার জন্য বলা হয় সুজন মণ্ডল ভাল আছেন। দিনব্যাপী সম্মেলনের এই অংশটিতে সৃষ্টি হয়েছিল অত্যন্ত আবেগঘন পরিবেশ।

কিশোরগঞ্জ শহরে
সোনামণিদের
স্টাইলিশ আউটফিট
Kids & Mothers
Any InFormation
01911225220
আপনার ছোট্ট সোনামনির জন্য প্রিমিয়াম কোয়ালিটির
শীতের পোশাক কিনতে আজি চলে আসুন আমাদের শোরুমে
কাজী সুপারমার্কেট (২য় তলা)ঈসাখা রোড রথখোলা কিশোরগঞ্জ।।

দুর্ভিক্ষের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ

আদিবা ইসলাম

বর্তমানে দুর্ভিক্ষ-খাদ্য সংকট কথাটা বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই বিভিন্ন জাতীয়-আন্তর্জাতিক দৈনিকে, পত্র-পত্রিকায়, খবরের কাগজে, ম্যাগাজিনে, সোশ্যাল মিডিয়ায় সর্বত্র দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা, আগাম সর্তকতা বারবার শোনা যাচ্ছে। আমাদের দেশের প্রথম সারির পত্রিকাগুলোতেও আসন্ন দুর্ভিক্ষ নিয়ে বিভিন্ন খবর ছাপা হচ্ছে। গত এক সপ্তাহে এ সংক্রান্ত বেশকিছু প্রতিবেদন ইতোমধ্যে ছাপা হয়েছে। যেমন:

শস্য রপ্তানি চুক্তি স্থগিত করায় দেশে দেশে খাদ্যসংকটের শঙ্কা - দৈনিক প্রথম আলো (৩১ অক্টোবর ২০২২)

দুর্ভিক্ষের আশংকা এবং বাংলাদেশের করণীয় - দৈনিক কালের কণ্ঠ (২ নভেম্বর ২০২২)

আজকের ক্ষুধা বনাম আগামীর দুর্ভিক্ষ - দৈনিক সমকাল (২ নভেম্বর ২০২২)

দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় বাংলাদেশ কি প্রস্তুত? - দৈনিক ইত্তেফাক (১ নভেম্বর ২০২২)

দুর্ভিক্ষের খবর শুধু গণমাধ্যমেই নয় সম্প্রতি জাতিসংঘের ৭৭তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশন থেকে দেশে ফিরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আগামী বছর দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রকাশ করেন এবং খাদ্য নিরাপত্তার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আজকে সারাদেশে আমরা যে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি দেখতে পাচ্ছি এর প্রভাব থেকে আমাদের দেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে। এখন থেকে আমাদের সবাইকে কৃচ্ছ্রতা সাধন করতে হবে। সঞ্চয় করতে হবে। কোনো কিছুতে আমরা যেন অতিরিক্ত ব্যয় না করি। সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের দেশেও যেন সবাই প্রস্তুত থাকেন। কারণ যে অবস্থা সারা বিশ্বব্যাপি সৃষ্টি হচ্ছে, উন্নতদেশগুলোরই। সেখানকার মানুষ তো সবচেয়ে কষ্টে ভুগছে। তাহলে আমাদের দেশে আমাদের আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। এখন থেকে সবাই তৈরি হন। সামনে ভেন্নার ডাল খেয়ে আর কুপি জ্বালিয়ে চলতে হবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আলোচনা করার পর আজকে এটাই বলা হচ্ছে যে, আগামী ২০২৩ সাল হবে সবচেয়ে ভয়াবহ। এমন কী বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। তাই বাংলাদেশের মানুষের যেন কষ্ট না হয় তার জন্য এখন থেকেই আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি আপনারাও নিবেন। আপনাদের আত্মীয় পরিজনকে সেটাই আপনারা জানাবেন। যার যেখানে যতটুকু জায়গা আছে, যে যা পারে সবাইকে উৎপাদন করতে হবে।'

পাঠক, দুর্ভিক্ষ এখনো শুরু না হলেও আমাদের দেশে ইতোমধ্যেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলেছে। একদিকে করোনা মহামারীর প্রভাব অন্যদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্ববাজারে ডলারের মূল্য বৃদ্ধি, জ্বালানী সংকট, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদির ফলে দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ চরম দারিদ্রতায় পতিত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানীর তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের অবস্থাও আশংকাজনক। এ অবস্থায় দুর্ভিক্ষের আশংকা করা খুবই স্বাভাবিক।

পাঠক, দুর্ভিক্ষ এখনো শুরু না হলেও আমাদের দেশে ইতোমধ্যেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলেছে। একদিকে করোনা মহামারীর প্রভাব অন্যদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্ববাজারে ডলারের মূল্য বৃদ্ধি, জ্বালানী সংকট, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদির ফলে দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ চরম দারিদ্রতায় পতিত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানীর তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের অবস্থাও আশংকাজনক। এ অবস্থায় দুর্ভিক্ষের আশংকা করা খুবই স্বাভাবিক। দুর্ভিক্ষ শব্দটা বারবার বলা হলেও আমরা অনেকেই এ শব্দের সঙ্গে পরিচিত নই বা দুর্ভিক্ষ যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা রাখি না। দুর্ভিক্ষ হল ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি। সাধারণত ফসলহানি, যুদ্ধ, সরকারের নীতিগত ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গবাদিপশুর মড়ক, পোকাড় আক্রমণ ইত্যাদি কারণেও দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। বাংলাদেশে এরআগেও কয়েকবার মারাত্মক দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ১৭৭০ সালে বাংলাদেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সময়টি বাংলা ১১৭৬ সাল হওয়ায় এই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত হয়। অতি বৃষ্টি

২০০৩-২০০৫ সালে সুদানে যুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষের ফল।
অনাহারে মুমূর্ষু শিশুটির মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে আছে হিংস্র শকুন।

ও বন্যার কারণে কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় সমগ্র দেশজুড়ে চরম অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। ত্রুটিপূর্ণ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও খাদ্যবাজারে দালাল ফড়িয়া শ্রেণির দৌরাত্ম্যের ফলে অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে। বলা হয়ে থাকে, সেসময়ের জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ বা ১০ মিলিয়ন মানুষ সেই দুর্ভিক্ষের কবলে মারা যায়।

১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে আরো একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯৪৩ সালে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে এটি 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। ১৯৩৮ সাল থেকে কৃষি ফসলের উৎপাদন কমতে থাকে। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ঘটনাও এর পেছনে অন্যতম কারণ ছিল। জাপানি সেনাবাহিনীর হাতে বার্মার পতন হলে সেখান থেকে বিপুল পরিমান চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের চাহিদা, অতিরিক্ত মুনাফাভোগীদের দৌরাত্ম্যে এবং সরকারি অব্যবস্থাপনা এই দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। এই দুর্ভিক্ষে ৩.৫ মিলিয়ন মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

১৯৭৪ সালে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এটি ৭৪-এর দুর্ভিক্ষ নামে পরিচিত। সে সময়ে কয়েক লক্ষ মানুষ অনাহারে অথবা অপুষ্টিজনিত রোগে মারা যায়। শুধু বাংলাদেশেই নয় বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশও দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। যেমন: বিংশ শতাব্দীতে আনুমানিক ৭০ মিলিয়ন মানুষ দুর্ভিক্ষের কারণে মারা যায়। এরমধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল: ১৯৬০ সালে বায়াফ্রা দুর্ভিক্ষ, ১৯৭০ সালে কাম্বোডিয়া দুর্ভিক্ষ, ১৯৯০ সালে উত্তর কোরিয়ার দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে ইথিওপিয়ার দুর্ভিক্ষ।

বিংশ শতাব্দির শেষ ভাগ থেকে শুরু করে বিগত তিন যুগে যে বড় বড় দুর্ভিক্ষে মানুষের ক্ষুধার জ্বালা ও লাশের সারি পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরছি। ১৯৯০-২০০৩ সালে ইরাকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে দুর্ভিক্ষে পাঁচ লক্ষ মানুষ মারা যায়। দ্বিতীয় কঙ্গো যুদ্ধে গণপ্রজাতান্ত্রিক কঙ্গোতে ১৯৯৮-২০০৪ সালে বিশ লক্ষ সত্তর হাজার মানুষ মারা গিয়েছে, বেশিরভাগই অনাহার এবং রোগের কারণে। ২০০৩-২০০৫ সালে সুদানে যুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষে দুই লক্ষ মানুষ মারা যায়। ২০১১-২০১২ সালে আফ্রিকার খরার কারণে দুর্ভিক্ষে সোমালিয়ায় দুই লক্ষ পঁচাশি হাজার মানুষ মৃত্যবরণ করেন। ২০১৬ সালে গৃহযুদ্ধ এবং সৌদি আরব ইয়েমেনের পরবর্তী অবরোধের ফলে দুর্ভিক্ষে ইয়েমেনে পঁচাশি হাজার শিশু অজানা সংখ্যক প্রাপ্তবয়স্ক মারা যায়। যে দুর্ভিক্ষ বর্তমানেও চলছে। ২০২০ সালে টাইগ্রে যুদ্ধের কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা যায়, যা বর্তমানেও চলছে। ২০২১-২০২২ মাদাগাস্কা দুর্ভিক্ষ, যা বর্তমানেও চলছে।

মহামারীর পর স্বাভাবিকভাবেই দেশে দেশে হানাহানি, যুদ্ধ, সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে যার ফলাফল হয় দুর্ভিক্ষ। এটা চিরকাল হয়েছে এবং হবে। বর্তমানে একদিকে করোনা মহামারির প্রভাব, অন্যদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্ব অর্থনীতি চাপের মুখে পড়েছে। পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন করা শুরু করেছে। ইতোমধ্যে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খরচ মেটাতে গিয়ে ভারতবর্ষকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছিল ব্রিটিশ প্রভুরা। ছবিটি ১৯৪৩ সনে কলকাতা থেকে তোলা।

তারা বিভিন্ন পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালাচ্ছে, এক দেশ আরেক দেশের সাথে যুদ্ধের ভাষায় কথা বলছে, আক্রমণাত্মক আচরণ করছে। বিভিন্ন স্যাংকশন, নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিচ্ছে। তাদের জাতীয় বাজেটের বিশাল একটি অংশ তাদের সামরিক খাতে এবং অস্ত্র যোগানের জন্য ব্যয় করছে। সব মিলিয়ে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, খুব বড়সড় একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো। বিশ্লেষকরা মনে করছে ৭৭ বছর পর দুনিয়াবাসী আবারও হয়ত একটা বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখী হতে যাচ্ছে। সবচেয়ে আতংকিত বিষয় হল, যে বিপুল অস্ত্র, পারমাণবিক, হাইড্রোজেন, নিউক্লিয়ার বোমা মানবজাতি জমা করেছে তার প্রয়োগ করা যদি শুরু হয় বা বিশ্বযুদ্ধ হয় তবে তা এই পৃথিবী নামক গ্রহটাকেই হয়ত ধ্বংস করে দিবে। কত কোটি কোটি মানুষের প্রাণনাশ হবে তা কল্পনাতীত।

আর যুদ্ধের পরবর্তী ধ্বংসলীলা, অর্থনৈতিক ক্রাইসিস, বৈশ্বিক মন্দা, খাদ্য সংকট যে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করবে তা সবার জানা। মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ খাদ্যের অভাবে দুর্ভিক্ষে পতিত হয়ে মারা যাবে। এখনি বিশ্বে প্রতি চার সেকেন্ডে একজন ক্ষুধার্ত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির সূচকগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়া একটি সাধারণ প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। কেবল ডলারের বিপরীতে টাকার মান যে কমেছে এমন নয়-পাউন্ড, ইউরো, ইয়েন, ইউয়ান ও সুইস ফ্রাঁর মতো বহুলপ্রচলিত ও শক্তিশালী মুদ্রার মানও কমে গেছে। গত ২০ বছরের মধ্যে ডলারের মান এখনই সবচেয়ে বেশি। এক ডলারের বিপরীতে ১০২ টাকা।

অন্যদিকে জ্বালানি সংকটে হু হু করে বাড়ছে তেল-গ্যাসের দাম, যার প্রভাবে ঘাটতি দেখা দিয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহে। তবে এই সংকটের এখানেই শেষ নয়। অদূর ভবিষ্যতে বৈশ্বিক জ্বালানি পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে সতর্ক করেছেন, আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার (আইইএ) প্রধান।

বৈশ্বিক এই দুর্ভিক্ষে ৪৫টি দেশ এবং ২০ কোটি মানুষ এই সংকটের কবলে পড়বেন। তীব্র খাদ্য সংকট, দ্রব্যমূল্যের চরম উর্ধ্বগতি, ডলারের মূল্য বৃদ্ধি, জ্বালানি তেলের তীব্র সংকট ইত্যাদি বর্তমানে শুরু হয়ে গিয়েছে এবং ২০২৩ সালে তা আরও তীব্র হবে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্বনেতারা। তালিকার অন্তর্ভুক্ত ৪৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশও আছে। যা আমাদের জন্য একটি মারাত্মক অশনি সংকেত। দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হলে সেই দেশের অবস্থা, সেই দেশের জনগণের অবস্থা কেমন হয় তা আগেই আমরা জেনেছি। এই অবস্থায় বাংলাদেশের মতো পরনির্ভরশীল, অনুন্নত রাষ্ট্র নতুন কোনো দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হলে তা আমাদের জন্য কেমন পরিণতি বয়ে আনবে তা ভাবার সময় বেশি বাকি নেই।

Karrani
Foods Limited
শুদ্ধতায় ভরা
স্বাদে সেরা
Manufactured by
Karrani Foods Limited
Registered Office:
Miracle point, House #34/24, Isha-khan road, Sontek, Donia, Jatrabari, Dhaka.
Factory :
Chashirhat, Soniamuri, Noakhali.
Hotline: 0181 8989 019

জাতীয় প্রেসক্লাবে হেযবুত তওহীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

দেশের বিভিন্ন স্থানে সদস্যদের উপর হামলা ও খুনের বিচার দাবি

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শহীদ সুজন হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধনে ভাষণ দিচ্ছেন হেযবুত তওহীদের এমাম।

২১ অক্টোবর (শুক্রবার) রাতে কেন্দ্রীয় সম্মেলন সমাপ্ত করেই পরদিন (২২ অক্টোবর, শনিবার) সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে সমবেত হন হাজার হাজার সদস্য। সারাদেশে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে গুজব ছড়িয়ে নির্বিচারে আক্রমণ, মাদারিপুর, কুষ্টিয়া, নোয়াখালী ও পাবনাতে ৫ জনকে হত্যা, বসতবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া, মসজিদ ভেঙে দেয়া, দোকানপাট লুট করাসহ মৌলিক মানবাধিকার লংঘনের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হেযবুত তওহীদের ঢাকা মহানগর সভাপতি ডা. মাহবুব আলম মাহফুজের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে মূল বক্তব্য রাখেন আন্দোলনের শীর্ষনেতা ও হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন ফাউন্ডেশনের যুগ্ম মহাসচিব এস এম সামসুল হুদা এবং পাবনায় নৃশংস আক্রমণে আহত আমিনুল ইসলাম সেদিনের চাপাতি-রামদা দিয়ে জঙ্গি হামলার বর্ণনা দেন।

হেযবুত তওহীদের এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম বলেন, হেযবুত তওহীদ একটি অরাজনৈতিক আন্দোলন। আন্দোলনটি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশ ও মানুষের কল্যাণে যাবতীয় সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, মাদক, নারী নির্যাতন, ধর্মব্যবসা, ধর্মের অপব্যবহার, হুজুগ-গুজব, ধর্মীয় উন্মাদনা ও দাঙ্গার বিরুদ্ধে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। দেশজুড়ে আন্দোলনের সদস্যরা এ কাজটি কোনোরূপ জাগতিক স্বার্থ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে ঈমানী চেতনা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে করে যাচ্ছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদ চারশতাধিকবার হামলার শিকার হয়েছে। হামলাকারীরা বহু বাড়িঘর লুটপাট করার পর ভস্মীভূত করেছে, শত শত কর্মীকে রক্তাক্ত জখম ও বিকলাঙ্গ করেছে। এমন কি পাঁচ সদস্যকে নির্মমভাবে পিটিয়ে পৈশাচিকভাবে হত্যা করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে ফেসবুকে নানা রকম মিথ্যাচার করে যাচ্ছে। হেযবুত তওহীদের এমামের নামে ফেইক আইডি খুলে ভয়াবহ রকমের অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে। ফেসবুক লাইভে এসে হেযবুত

তওহীদের এমামের মাথার মূল্য ঘোষণা করেছে।

তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে আইন মান্য করা সাপেক্ষে সংগঠন করা ও মত প্রকাশের অধিকারের পাশাপাশি সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই আইনমান্যকারী নাগরিক হিসাবে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের জানমাল, বাড়িঘর, কার্যালয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নিরাপত্তা বিধান করার জন্য এবং কোনো গোষ্ঠী যেন হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে আর অপপ্রচার, গুজব রটনা, হামলার উস্কানি ও ফতোয়া প্রদান করে আমাদের সাংবিধানিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করার সাহস না পায় সে জন্য সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন ফাউন্ডেশনের যুগ্ম মহাসচিব ও বাংলাদেশ সংবাদিক জোটের সাধারণ সম্পাদক এস এম সামসুল হুদা বলেন, একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে বলতে পারি, হেযবুত তওহীদ গত ২৭ বছরে একটিও অপরাধ করেনি। তারপরও হেযবুত তওহীদের নামে ক্রমাগত অপপ্রচার-গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তাদের ৫ জন সদস্যকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে -এর থেকে বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণ আর দরকার নেই। এখন সময় এসেছে সমস্ত গণমাধ্যমকর্মীদের, বুদ্ধিজীবীদের, মানবাধিকার কর্মীদের, আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর এ ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে। তাদেরকে সবকিছুর উর্ধ্বে গিয়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে, সুজনের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। তিনি এই সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'যারা যারা এ হামলা চালিয়েছে এবং যারা পেছন থেকে ইন্ধন যুগিয়েছে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় ও ধর্মীয় সামাজিক পরিচয় যাই হোক না কেন, তারা সন্ত্রাসী। কাজেই তাদেরকে বিচারের মুখোমুখী করতে হবে।'

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন হেযবুত তওহীদের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি মো. নিজাম উদ্দিন, খুলনা-১ বিভাগীয় সভাপতি মো. মোতালিব খান, খুলনা-২ বিভাগীয় সভাপতি শামসুজ্জামান মিলন, বরিশাল বিভাগীয় সভাপতি আলামিন সবুজ, ঢাকা মহানগর সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন রব্বানী, পাবনা জেলা সভাপতি সেলিম শেখ প্রমুখ। তারা ন্যক্কারজনক এসব হামলার নিন্দা জানান ও হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত, হামলার উস্কানিদাতা, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জোর দাবি জানান। একইসাথে সরকারের প্রতি হেযবুত তওহীদের এমাম ও সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। এরপর তার নেতৃত্বে একটি দীর্ঘ মিছিল প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে হাইকোর্ট হয়ে তোপখানা রোড ঘুরে শিল্পকলা একাডেমি পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়। এ সময় তিনি প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের উদ্দেশে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে এই মানববন্ধন ও প্রতিবাদ মিছিলের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

গণমাধ্যমে প্রেরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

২২ অক্টোবর ২০২২

অরাজনৈতিক আন্দোলন হেযবুত তওহীদের সদস্যদের বিরুদ্ধে গুজব ছড়িয়ে নির্বিচারে আক্রমণ, মাদারীপুর, কুষ্টিয়া, নোয়াখালী ও পাবনাতে ৫ জনকে হত্যা, বসতবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া, মসজিদ ভেংগে দেয়া, দোকানপাট লুট করাসহ মৌলিক মানবাধিকার লংঘনের বিচারের দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে মানববন্ধন প্রসঙ্গে-

প্রেস রিলিজ

২২ অক্টোবর (শনিবার) সকাল দশটায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মাদারীপুর, কুষ্টিয়া, নোয়াখালী ও সর্বশেষ পাবনায় হেযবুত তওহীদের কার্যালয়ে হামলা ও পাঁচ সদস্যকে হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে অরাজনৈতিক আন্দোলন হেযবুত তওহীদ। এতে আন্দোলনটির সহস্রাধিক সদস্য যোগদান করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আন্দোলনের ঢাকা মহানগর বিভাগীয় সভাপতি ডা. মাহবুব আলম মাহফুজ। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন আন্দোলনের শীর্ষনেতা এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। আরো বক্তব্য দেন আন্দোলনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান মিলন, আল-আমিন সবুজ, নিজাম উদ্দিন, মোতালিব খান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, হেযবুত তওহীদ একটি অরাজনৈতিক আন্দোলন। আন্দোলনটি ১৯৯৫ সনে টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের সন্তান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশ ও মানুষের কল্যাণে যাবতীয় সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, মাদক, নারী নির্যাতন, ধর্মব্যবসা, ধর্মের অপব্যবহার, হুজুগ-গুজব, ধর্মীয় উন্মাদনা ও দাঙ্গার বিরুদ্ধে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বক্তারা বলেন, দেশজুড়ে আন্দোলনের সদস্যরা এ কাজটি কোনোরূপ জাগতিক স্বার্থ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে ঈমানী চেতনা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে করে যাচ্ছেন। তারা বলেন, বিগত ২৭ বছরে রাষ্ট্রের একটিও আইন ভঙ্গ করার রেকর্ড হেযবুত তওহীদের নেই। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদ চারশতাধিকবার হামলার শিকার হয়েছে। হামলাকারীরা বহু বাড়িঘর লুটপাট করার পর ভস্মীভূত করেছে, শত শত কর্মীকে রক্তাক্ত জখম ও বিকলাঙ্গ করেছে। এমন কি পাঁচ সদস্যকে নির্মমভাবে পিটিয়ে পৈশাচিকভাবে হত্যা করেছে। এই পাঁচজন সদস্যের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতেই মানববন্ধনটি করে হেযবুত তওহীদ।

আন্দোলনের এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম পাঁচটি হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পেশ করে বলেন, ‘২০০৩ সালে সাইফুল্লাহ নামে একজন সদস্যকে মাদারীপুরের কালকিনি থানার অন্তর্গত ভুরঘাটা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় হত্যা করা হয়েছে। একই বছর রাবেয়া খাতুন নামে কুষ্টিয়া সদরের যুগিয়া এলাকায় বসবাসকারী এক নারী সদস্যকে তাঁর বাড়িতে হামলা করে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ২০১৬ সালে সোনাইমুড়িতে অবস্থিত আমার নিজ বাড়ির প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ নির্মাণকালে গুজব রটিয়ে হামলা চালিয়ে আমার বাড়ি ও মসজিদ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা হয়। সেই হামলায় ১১৪ জন সদস্যকে যখম করার পাশাপাশি সোলায়মান খোকন ও ইব্রাহীম রুবেল নামে দুই সদস্যকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করা হয়। তাদের চোখ তুলে ফেলা হয়, হাত-পায়ের রগ কেটে ফেলা হয়, মরদেহে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে অঙ্গারে পরিণত করা হয়। সাত বছর পেরিয়ে গেলেও সেই হত্যাকারী ও ধ্বংসযজ্ঞের আসামীদের বিচার প্রক্রিয়াই শুরু করা হয়নি। সর্বশেষ ২৩ আগস্ট পাবনার হেমায়েতপুর উপজেলা কার্যালয়ে রাতের অন্ধকারে ৪০/৫০ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে উপস্থিত ১৫/১৬ জন সদস্যকে এলোপাথাড়ি কোপানো শুরু করে। প্রায় সকলেই আহত হয়। গুরুতর আহত দুইজনকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে নেওয়ার পর সুজন মণ্ডল নামে একজন সদস্য সেখানে মারা যান। পাবনার পুলিশ প্রশাসন দ্রুততম সময়ে আসামীদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার আশ্বাস দিলেও এখন পর্যন্ত অধিকাংশ আসামিই গ্রেফতার হয়নি। এমনকি এই ন্যাক্করজনক সন্ত্রাসী হামলার ইন্ধনদাতা, মদদদাতা, পরিকল্পনাকারী ধর্মব্যবসায়ী গডফাদারদেরকে আইনের আওতায় আনা হয়নি।’

আন্দোলনের যুগ্ম সম্পাদক শামসুজ্জামান মিলন বলেন, 'পাবনায় কয়েকমাস আগে থেকেই কতিপয় চিহ্নিত ধর্মব্যবসায়ী বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ও অনলাইনে জনগণের কাছে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে গুজব রটনা ও অপপ্রচার চালিয়ে আসছিল। ইতোপূর্বে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে যত হামলা হয়েছে তার অধিকাংশই হয়েছে এই ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন গোষ্ঠীর উস্কানিতে। তাদের অন্ধ অনুসারীরা উক্ত গোষ্ঠীর উস্কানিতে হামলা চালায় এবং নির্দোষ নিরপরাধ আইন মান্যকারী হেযবুত তওহীদ সদস্যদের হতাহত করে। কৌশলে তওহীদী জনতার হামলা, গ্রামবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষ, জনরোষের শিকার, গণপিটুনি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় সেই ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টিকারী উস্কানিদাতা গোষ্ঠী। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।'

ঢাকা মহানগর হেযবুত তওহীদের বিভাগীয় সভাপতি ডা. মাহবুব আলম মাহফুজ তার বক্তব্যে বলেন, 'বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে আইন মান্য করা সাপেক্ষে সংগঠন করা ও মত প্রকাশের অধিকারের পাশাপাশি সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই আইনমান্যকারী নাগরিক হিসাবে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের জানমাল, বাড়িঘর, কার্যালয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নিরাপত্তা বিধান করার জন্য এবং কোনো গোষ্ঠী যেন হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে আর অপপ্রচার, গুজব রটনা, হামলার উস্কানি ও ফতোয়া প্রদান করে আমাদের সাংবিধানিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করার সাহস না পায় সে জন্য সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

পাঁচজন সদস্যের নির্মম হত্যার বিচারের হাজার হাজার সদস্য শ্লোগান দেন, ফেস্টুন বহন করেন ও শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি সম্পন্ন করেন।

ধন্যবাদান্তে,

তসলিম উদ্দিন
দপ্তর সম্পাদক
ঢাকা মহানগর, হেযবুত তওহীদ

রাজধানীর পল্টন এলাকায় শহীদ সুজন হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেন হেযবুত তওহীদের সদস্যগণ।

মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে মাননীয় এমামের প্রদত্ত ভাষণ

স্থান: ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাব, তারিখ: ২২ অক্টোবর ২০২২

আজকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সুজন হত্যার বিচারের দাবিতে, হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছি। আমি আপনাদের উদ্দেশে সংক্ষেপে কিছু কথা বলব, আপনারা আমার কথা বিচার করবেন। আপনারা যদি দেখেন আমরা কোনো অন্যায় করেছি, কোনো আইন ভঙ্গ করেছি তবে আমাদেরকে বলবেন, আমরা এক লক্ষবার সরি বলব। আপনারা প্রথমে আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমরা কী বলতে চাই, কী আমাদের বক্তব্য?

হেযবুত তওহীদ সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক আন্দোলন। হেযবুত তওহীদ মানবতার কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৫ বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের সন্তান এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী হেযবুত তওহীদ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন এবং আন্দোলন প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে তিনি আন্দোলনের মূলনীতি ঘোষণা করেন। হেযবুত তওহীদের মূলনীতিগুলো হচ্ছে:

১. হেযবুত তওহীদ চেষ্টা করবে আল্লাহর রসুলের প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ করতে।

২. হেযবুত তওহীদের কোনো গোপন কার্যক্রম থাকবে না, সবকিছু হবে প্রকাশ্য এবং দিনের আলোর মত পরিষ্কার।

৩. হেযবুত তওহীদের কেউ কোনো আইনভঙ্গ করবে না, অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যাবে না, গেলে তাকে এমাম নিজেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দেবেন।

৪. হেযবুত তওহীদের সদস্যরা দীনের কাজ করে কোনো পার্থিব বিনিময় নেবে না। বিনিময় আল্লাহর নিকট রয়েছে।

৫. যথাসম্ভব সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবে।

৬. যারা হেযবুত তওহীদের সদস্য নয়, তাদের থেকে আন্দোলনের ব্যয়ভার বহনের জন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করা হবে না।

৭. হেযবুত তওহীদের কোনো সদস্য কোনো প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারবে না।

এই মূলনীতিগুলোকে সামনে রেখে আমরা বলেছি, বর্তমানে বিশ্বে যে সংকট, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জাতিতে জাতিতে সংঘাত, রক্তপাত, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চলছে তা থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর রসুলের প্রকৃত ইসলামের আদর্শ ধারণ করতে হবে। আজকে ইসলামের নামে, ধর্মের নামে হাজার হাজার দল, মত, ফেরকা-মাযহাব ইত্যাদি তৈরি করে জাতিকে বিভক্ত করা হয়েছে, যা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা নয়।

দেশবাসীর উদ্দেশে:

বর্তমান বিশ্বের সরকারগুলো সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ ও ধর্মান্ধতার বিষবাষ্পে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এগুলো নির্মূল করতে হলে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরতে হবে। আপনারা বলেছেন পাল্টা আদর্শ লাগবে। আমরা সেই আদর্শ নিয়ে মাঠে নেমেছি। বাংলাদেশ যখন সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, বাংলাদেশের হাজার হাজার আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, হাজার হাজার মিডিয়া কর্মী, জনপ্রতিনিধিরা সাক্ষী, হাজার হাজার মানুষ সাক্ষী আমরা নিজেদের পকেটের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দুই থেকে আড়াই লক্ষ মানববন্ধন, সভা-সেমিনার করেছি জাতির কল্যাণে। কোনো সরকার, কোনো ধর্মগুরু, কোনো শিল্পপতি বলতে পারবে না যে আমাদেরকে দশটা টাকা দিয়ে কেউ সাহায্য করেছেন। আমাদের মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী আমাদেরকে মানুষের কল্যাণে কাজ করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা আল্লাহর রসুলের জীবনী দেখ। রসুলাল্লাহ নিঃস্বার্থভাবে আরবের জাহেলি আবস্থার পরিবর্তন করে দিলেন, তোমরাও ইসলামের আদর্শ নিয়ে মাঠে নামো। আমরা তাঁর (এমামুয্যামান) নির্দেশ মোতাবেক মাঠে নেমেছি।

আপনারা জানেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অঙ্গীকার ছিল সব ধর্মের মানুষ শান্তিতে বাস করবে। কিন্তু আমরা দেখলাম মন্দিরে, গির্জায়, প্যাগোডায় হামলা হচ্ছে। তখন আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে 'সকল ধর্মের মর্ম কথা, সবার উর্ধ্বে মানবতা' শ্লোগানে সভা-সমাবেশ করেছি, আমরা বই লিখেছি, পত্রিকায় প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রকাশ করেছি। আমরা সকল ধর্মের মানুষকে বলেছি, শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান সকল ধর্মের মূল শিক্ষা। কেননা এই মাটি আল্লাহর, এই পৃথিবী আল্লাহর, এখানে সবার শান্তিতে বসবাসের সমান অধিকার আছে। এই অধিকার কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না।

ইসলামে নারীদের কর্তব্য ও অধিকার প্রসঙ্গে:

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শহীদ সুজন হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধনে ভাষণ দিচ্ছেন হেযবুত তওহীদের এমাম।

নারীদেরকে ধর্মের নামে গৃহবন্দী করা হয়েছে। ধর্মের নামে, পর্দার নামে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। আল্লাহ নারী-পুরুষ উভয়কেই পর্দা কারার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু পর্দার নামে বাড়াবাড়ি করে নারীদের পশ্চাৎপদ করে রাখা ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ। নারীদের অধিকার ইসলাম অস্বীকার করেনি। নারীরা যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, মোতাবেক জাতীয় ও সামাজিক সকল কাজে অংশ নিতে পারে যা তাদের অধিকার। যারা নিজেদের মুসলমান দাবি করেন তাদের উদ্দেশে বলছি, আপনারা কোর'আন খুলে দেখেন, রসুলাল্লাহর জীবনী দেখুন তিনি কী করেছেন। তিনি কি নারীদেরকে বাক্সবন্দী করেছেন? আল্লাহর রসুল নারীদেরকে জুমার নামাজ, হজের ময়দানে নিয়েছেন, বাজার ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল নির্মাণের দায়িত্ব নারীদেরকে দিয়েছেন, নারীদের যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে গিয়েছেন। রসুলের (সা.) জীবদ্দশায় তাঁর সাথে থেকে নারীরা যুদ্ধ করেছেন, তাঁর ওফাতের পর তাঁর সাহাবিরা রোমান, পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণে নারীদের পাঠিয়েছেন। ইসলামে নারীদের সকল ক্ষেত্রে গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। তাহলে আমরা কী অপরাধ করেছি? আমাদের আদর্শ আল্লাহর রসুলের জীবনী। আমি নারীদেরকে বলেছি, সমাজ ও দেশের প্রতি তোমাদেরও দায়িত্ব, কর্তব্য রয়েছে। তোমরা সভা-সেমিনার করবে, সেনাবাহিনীতে যাবে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে যাবে, জাতির জন্য কিছু করার অধিকার তোমাদের রয়েছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে তোমাদেরকে বাক্সবন্দী করার অধিকার কারো নেই।

নারীদের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করার কারণে আমাদের বিরুদ্ধে বহু অপপ্রচার চালানো হয়েছে, মিথ্যাচার করা হয়েছে যে আমরা নাকি নারীদেরকে পর্দা লঙ্ঘনে উৎসাহিত করেছি, আমাদেরকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, খেলাধুলায় কোনো কিছুতেই শালীনতার সাথে নারীদের অংশগ্রহণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেননি। আল্লাহ নিষেধ করেছেন অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, শেরক, কুফর ও মানুষের অকল্যাণ হয় এমন সবকিছু (সুরা আরাফ ৩৩)।

সত্যকে রুখে দিতে ধর্মব্যবসীদের অপচেষ্টা:

আমরা যখন আল্লাহপ্রদত্ত সত্য নিয়ে মাঠে নেমেছি তখন থেকে একদল ধর্মব্যবসায়ী আমাদের পথকে রুদ্ধ করার অপচেষ্টা শুরু করেছে। এসব ধর্মব্যবসায়ী ধর্মকে ব্যবহার করে অর্থ রোজগার করে, সন্ত্রাসবাদী, জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে, অপরাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করে। এদের এই অপব্যবহারের কারণে মানুষের ঈমান হাইজ্যাক হয়ে ভুল খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। মানুষের ঈমান মানবতার কোনো কল্যাণে কাজে লাগছে না। ধর্মের এই অপব্যবহার, ধর্মের নামে স্বার্থ উদ্ধারের অনুমতি আল্লাহর ইসলামে দেওয়া হয়নি। আমাদের তুলে ধরা মহাসত্যের মোকাবেলায় তারা আদর্শিকভাবে পরাজিত হয়েছে। এর প্রমাণ গত ২৭

বছরের ইতিহাস! আমরা মানবতার কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছি, কখনো দেশের একটি আইন অমান্য করিনি। আমাদের কাছে আদর্শিকভাবে পরাজিত হয়ে তারা মিথ্যাচারের পথ বেছে নিয়েছে, তারা হুমকির পথ বেছে নিয়েছে, তারা ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে আমাদের সম্পর্কে অসংখ্য অপপ্রচার, মিথ্যাচার, জালিয়াতি করে তারা আমাদের সদস্যদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে, মাদ্রাসায় দাঁড়িয়ে আমাদের নিয়ে মিথ্যাচার করে। এই ধর্মব্যবসায়ীরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরে না, এরা দলীয় স্বার্থে কথা বলে, এরা ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে। এরা নিজেদের দলে লোক ভিড়ানোর জন্য অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেয়। এরা কোর'আনের কথা বলে না, হাদিসের কথা বলে না। ধর্মব্যবসায়ীরা সাধারণ ধর্মান্ধ মানুষের কাছে অপপ্রচার চালায় যে আমরা ইহুদি, খ্রিষ্টান, আমরা মানুষের ঈমান নষ্ট করতে দাঁড়িয়েছি, আমাদেরকে হত্যা করতে পারলে তাদের সওয়াব হবে। এভাবে তারা সাধারণ মানুষকে আমাদের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়। এসব ধর্মান্ধ মানুষের হিতাহিত জ্ঞান নেই, তারা যাচাই-বাছাই করে না, তারা গুজবে প্রভাবিত হয়ে যায়। ধর্মজীবীদের মিথ্যা ফতোয়ার ফলে আমরা এপর্যন্ত চার শতাধিকবার আক্রান্ত হয়েছি। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে।

নোয়াখালীতে সন্ত্রসী হামলা ও হেযবুত তওহীদের পদক্ষেপ:

২০১৬ সালে আমার বাড়িতে হামলা হয়েছে। আমি মসজিদ তৈরি করছিলাম, মসজিদকে গির্জা বলে গুজব ছড়িয়ে সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে। আমার ভাইদেরকে প্রকাশ্য দিবালোকে জবাই করে হত্যা করেছে। হাত পায়ের রগ কেটে দিয়েছে, চোখ তুলে নিয়েছে। আলামত গায়েব করার জন্য ডেড বডি পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ সাক্ষী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাক্ষী, আমার সম্পূর্ণ বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমাদের মসজিদ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমরা সন্ত্রাসের পরিবর্তে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিইনি, হামলার পরিবর্তে হামলার পথ বেছে নিইনি। তারা ধ্বংস করেছে, আমরা নির্মাণ করেছি। আজকে আমার থানা সোনাইমুড়ীতে যান, আমি এসপি সাহেব, ডিসি সাহেবকে আহ্বান জানাচ্ছি, আমার বাড়ি সোনাইমুড়ীতে গিয়ে তদন্ত করেন দেখুন। আমি অবহেলিত একটি গ্রামকে পরিবর্তন করার জন্য ৪২ টি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছি। আপনারা প্রশ্ন করেন, আমি টাকা পাই কোথায়? আমি টাকা কোথায় পাই তা আপনারা দেখুন, আমাদের সাথে থাকুন, আমরা যে মানের

> *আমাদের তুলে ধরা মহাসত্যের মোকাবেলায় তারা আদর্শিকভাবে পরাজিত হয়েছে। এর প্রমাণ গত ২৭ বছরের ইতিহাস! আমরা মানবতার কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছি, কখনো দেশের একটি আইন অমান্য করিনি। আমাদের কাছে আদর্শিকভাবে পরাজিত হয়ে তারা মিথ্যাচারের পথ বেছে নিয়েছে, তারা হুমকির পথ বেছে নিয়েছে, তারা ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে।*

খাবার খাই সেই মানের খাবার খান, আমরা যে মানের বাড়িতে বসবাস করি সেই মানের বাড়িতে বসবাস করুন। আমাদের একটা টাকা বিদেশের সুইস ব্যাংকে পাচার হয় না, আমার বা আমার কোনো সদস্যের বিদেশি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নেই, আমার কোনো পাসপোর্ট নেই। আমি বিদেশে যাব না, আমি বাংলার মাটিকে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান হতে দেব না, এটা আমি অঙ্গীকার করছি। আমার পথকে কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না। কারণ সত্য আল্লাহর পক্ষ থেকে চলে এসেছে।

নির্মম হত্যাকাণ্ড ও প্রশাসনের স্থবিরতা:

মাদারীপুরে সাইফুল্লাহকে হত্যা করা হয়েছে, হত্যাকারীরা এখনও হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখনো কোনো বিচার হয়নি। কুষ্টিয়ায় রাবেয়াকে হত্যা করা হয়েছে, কোনো বিচার হয়নি। কিছুদিন আগে পাবনায় আমাদের কার্যালয়ে প্রকাশ্যে হামলা করা হয়েছে। সুজন মণ্ডল নামে এক যুবককে কুপিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছি। স্থানীয় প্রশাসন, রাজশাহীর ডিআইজি, পাবনার এসপি মহোদয় বলেছেন এর বিচার হবে, আসামিদের গ্রেফতার করা হবে। আমরা আশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু আমরা দেখলাম প্রাথমিকভাবে কিছু আসামিকে গ্রেফতার করা হলেও তারা জামিনে বের হয়ে এসে সেলিম শেখ নামে আমাদের এক কর্মীর দোকানে আগুন দিয়েছে, বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিচ্ছে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য।
এটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এটা আমার দেশ, এটা কোনো আফগানিস্তানের তোরাবোরা পাহাড় নয়, কোনো জঙ্গি রাষ্ট্র নয়। বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড করবে

আর এর কোনো বিচার হবে না, এটা আমরা আর হতে দিব না। আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমেছে। দেশে আইন আছে, আদালত আছে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছে, সংবিধানের ধারা আছে, মানবাধিকারের ঘোষণা আছে। এটা কি শুধু কাগজের মধ্যে লিখার জন্য? একটা কথা আছে বাংলায়, গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নাই। এরকম গরুর কোনো মূল্য নেই।

পাবনায় হামলা করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। নোয়াখালীর সদরে আমার মেয়েদের উপর হামলা চালিয়েছে। আমরা থানায় মামলা করতে গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন মামলা নেওয়া যাবে না। হুজুরের অনেক বাহিনী রয়েছে। মাদারীপুরে আমার কার্যালয় হামলা চালিয়েছে। থানায় মামলা দিতে গেলে মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেছেন, এই মসজিদের ইমাম সাহেব মন্ত্রী মহোদয়ের খাস লোক, মামলা নেওয়া যাবে না। কিশোরগঞ্জে আমার সদস্যদের উপর হামলা করা হয়েছে। লালবাগে গত সপ্তাহে আমার সদস্যদের উপর হামলা হয়েছে। পাঁচজন নারী পত্রিকা বিক্রি করতে গিয়েছিল, কোনো অন্যায় করতে যায়নি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমাদের দাবি:

আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সরাসরি আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়েছিলাম, আমাদেরকে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। আজকে প্রেসক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছি, আল্লাহ যদি চান আমার কথা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌছাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের স্পষ্ট কথা এই যে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী, উগ্রবাদী গোষ্ঠীর কাছে আমরা ইজারা দেইনি। আমার ধর্ম ইসলামকে ব্যবহার করে কেউ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, উগ্রবাদী কর্মকাণ্ড ঘটাবে তা আমরা বরদাশত করব না। আমাদেরকে টাকা দিতে হবে না। আমরা শিখেছি নিজের টাকা খরচ করে নিঃস্বার্থভাবে মানবতার কল্যাণে কাজ করা হচ্ছে ঈমানের দাবী। আমরা গাড়ি-বাড়ি চাই না। আপনার গাড়ি-বাড়ি আপনি আপনার সরকারি কর্মকর্তাদেরকে দেন, আমলাদের দেন আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বজুড়ে যে সঙ্কট শুরু হয়েছে, সেই সঙ্কট থেকে বাংলার মাটিকে রক্ষা করার জন্য এরা কেউ নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসবে না। আপনি প্রমাণ পাবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের কাছে আমার দাবি, আজকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আমাকে গুলি করে মারেন, কিন্তু আমার চোখের সামনে আমার ভাইদেরকে এভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হবে তা আমি আর সহ্য করব না। আমার ভাই-বোনদের হত্যা করা হয়েছে, কোনো বিচার হয়নি। আমার মেয়েদেরকে হামলা করা হচ্ছে। আপনি নারী, আপনি রাষ্ট্র চালান, আর আমার নারীদেরকে রাস্তায় রাস্তায় হেনস্তা করা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বলার কারণে। তাহলে কে দেশের কল্যাণে কাজ করবে? কে জীবন দিবে? কেউ আর এগিয়ে আসবে না।

প্রশাসনের উদ্দেশে:

আমার দাবি এই যে সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনতে হবে। তারা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যাবহার করে আমাকে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে, আমার মাথার মূল্য ৫ লক্ষ টাকা ঠিক করেছে। আমি এ পর্যন্ত ১১ টা আইসিটি অ্যাক্টসহ থানায় জিডি মামলা করেছি, প্রায় একশর উপরে অভিযোগ করেছি। এখনও অপরাধীদের বিচার করা হয়নি। তদন্তের নামে কালক্ষেপণ করা হচ্ছে, আসামিদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না।

আমাদের উপর যারা হামলা করেছে তাদের ছবিসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য এবং স্থায়ী-অস্থায়ী ঠিকানা আমরা থানায় জমা দিয়েছি, তাদেরকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনুন এবং যারা সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, উগ্রবাদী কর্মকাণ্ড ঘটানোর পাঁয়তারা করছে তাদেরকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

গণমাধ্যম কর্মীদের উদ্দেশে:

আপনারা গণমাধ্যম কর্মীরা হলেন জাতির বিবেক, জাতির সচেতন অংশ। আমরা দেখি আপনারা ছোট্ট-খাটো বিষয় নিয়েও সংবাদ করেন। কিন্তু পাবনায় সুজন হত্যার ঘটনায় আপনারা নির্লিপ্ত, নিশ্চুপ। আমি জানিনা আপনারা কার ইশারায়, কিসের ভয়ে, কী কারণে সুজন হত্যার এই ঘটনাটি হাইলাইট করলেন না, আপনারা জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচার করলেন না। আমি একজন গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। আমি প্রতিনিয়ত সংবাদ সম্মেলন করি। আমাদের ব্যাপারে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে দ্বিধা না করে আমাদের কাছে প্রশ্ন করবেন। এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনারা যদি প্রতিবাদ না করেন, নির্লিপ্ত থাকেন, তাহলে যেদিন আপনারা প্রতিবাদ করতে নামবেন সেদিন আর সময় পাবেন না। তখন দেখবেন বাংলার মাটি সন্ত্রাসী, জঙ্গিবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তির আখড়ায় পরিণত হয়ে গিয়েছে। তখন আর কিছু করতে পারবেন না।

সরকারের প্রতি আমাদের চাওয়া:

আমি সরকারের কাছে স্পেশাল কিছু চাই না। একজন সাধারণ মানুষ যে কথা বলার অধিকার, বিশ্বাস লালন করার অধিকার, মতামত প্রকাশ করার অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার পায় আমরা সেই অধিকারের বেশি আর

কিছুই চাই না। এটা আমাদের মানবাধিকার, সাংবিধানিক অধিকার, নাগরিক অধিকার। মানবতার কল্যাণে নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে সংগ্রাম করা আমাদের মানবাধিকার। কিন্তু গত ২৭টি বছর ধরে আমাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। আমার দাবি, আমাদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান সাহেবের কাছে আমার পরিবারের সদস্যরা গিয়ে বলেছিল আপনারা আসুন, দেখুন, আমার বাড়িতে কী অত্যাচার করেছে, ধর্মীয় উন্মাদনা ও মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেছেন তিনি আসবেন, কিন্তু তিনি আর আসেননি। তৎকালীন নোয়াখালীর জেলা প্রশাসকের কাছে আমি আমার ছোট ভাইকে পাঠিয়েছিলাম, আমাদের উপর হামলার কথা জানাতে। ডিসি মহোদয় জবাব দিলেন, 'জায়গা জমি বিক্রি করে চলে যান।' এটাই এখন স্বাধীন দেশের নমুনা! ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধার রক্তের বিনিময়ে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন এই জুলুমের জন্য নয়, এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য নয়।

আজকে আমাদের মসজিদে হামলা করার জন্য, বাড়িতে হামলার জন্য হুমকি দিচ্ছে। মসজিদকে খ্রিষ্টানদের আস্তানা বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমি আমাদের ৪২টি প্রকল্প, আমাদের মসজিদ, আমাদের স্কুল, শিল্প প্রতিষ্ঠান, আমাদের বাড়িঘর, আমাদের জীবন-সম্পদ রক্ষার অধিকার চাই। কেউ প্রমাণ দেখাতে পারবে না যে আমি কখনো ইসলামের বিরুদ্ধে, কোর'আনের বিরুদ্ধে কথা বলেছি। আপনাদের মতামতের সাথে আমার মতামতের পার্থক্য হলে, আপনাদের চিন্তা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমার চিন্তার অমিল হলেই আমাকে কাফের, মোশরেক বলার অধিকার আপনাদেরকে কেউ দেয়নি। আপনারা হলেন সমাজের স্বঘোষিত নেতা, সমাজ আপনাদের মানে না। আমাদের পরিষ্কার কথা হল যদি আমাদের উপর আর একটা হামলা হয়, যদি আর একটা আক্রমণ হয় তবে আমরা এর প্রতিবাদে অত্যন্ত কঠোর কর্মসূচি নিয়ে রাজপথে নামতে বাধ্য হব।

হেযবুত তওহীদের সদস্যদের প্রতি নির্দেশনা:

আপনারা ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করবেন। আমাদের জন্য শিক্ষা হল রসুলের (সা.) জীবনী। কাফেররা তাঁর উপর অত্যাচার চালিয়েছে, নির্যাতন করেছে, কিন্তু তিনি কাফেরদের বাড়িতে গিয়ে পাল্টা আক্রমণ করেননি, তিনি ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন। যদি আপনাদের উপর হামলা করে তবে আপনারা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে যাবেন, মামলা করবেন। মামলা না নিলে আদালত আছে, বিচারপতি আছে। তাদের দ্বারস্থ হবেন। থানার ওসি যদি আপনাদের আবেদন তারা গ্রহণ না করেন এসপি সাহেবের কাছে যাবেন, এসপি সাহেব গ্রহণ না করলে আইজি মহাদয়ের কাছে যাবেন। আইজি মহোদয় যদি আবেদন গ্রহণ না করেন তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানাবেন। সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রীকে জানাবেন।

সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি কর্তৃক সৃষ্ট সঙ্কট:

বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতি ভালো নয়, আজকে সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্র-ব্যবসায়ী রাষ্ট্রগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। যারা দুই দুইটা বিশ্বযুদ্ধ করে ১৪ কোটি বনি-আদম হত্যা করল, এরপর ইরাক, সিরিয়া, আফগানস্তানসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ৪ কোটি মানুষ হত্যা করল, সেই সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি আবারো বিশ্বময় বিশ্বযুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে। কারণ তাদের অর্থনীতি অস্ত্র ব্যবসার উপর নির্ভরশীল। এজন্য তারা কিছুদিন পর পর যুদ্ধ তৈরির নকশা আঁকে। কারণ যুদ্ধ না হলে তাদের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে না।

আজকে রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ সেনা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। আমরা কি বলেছি তোমরা যুদ্ধ কর? আমরা ৫০ বছর হল স্বাধীন হয়েছি। সকাল হলেই আমাদের লাগে দুইটা রুটি, দুপুরবেলা একমুঠো ভাত। আমাদের ১ কোটি তরুণ-তরুণী কঠোর পরিশ্রম করে বৈদেশিক রেমিটেন্স পাঠায়, টাকা পাঠায়। আমেরিকা নিষেধাজ্ঞার ফলে আমরা আর গম আনতে পারছি না, সার আনতে পারছি না। তারা তেল রপ্তানি বন্ধ করে দিল, জ্বালানি বন্ধ করে দিল, ফলে আমাদের ঘরে এখন বিদ্যুৎ সঙ্কট, খাবার সঙ্কট, নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি দ্রব্যের দাম বেড়ে গিয়েছে। ডলারের ক্রাইসিস আমরা সৃষ্টি করিনি, এটা তাদের সৃষ্টি। অথচ তারা তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে আমাদের আমদানি বন্ধ করে আমাদের সংকটে ফেলে দিল। তাদের বাণিজ্যনীতি হল, নিজের স্বার্থ আগে। এই নীতিতে তারা চলে। কে না খেয়ে থাকল, কে মরে গেল সেটা তাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। তাদের ষড়যন্ত্র সাধারণ মানুষকে আজ বুঝতে হবে।

দেশমৃত্তিকা রক্ষায় করণীয়:

আমার কথা হচ্ছে বিশ্ব-পরিস্থিতি আজ টালমাটাল। দুর্ভিক্ষ দুয়ারে হানা দিচ্ছে, এজন্য প্রধানমন্ত্রী সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করবেন কী দিয়ে? যেভাবে রাজনৈতিক হানাহানি হচ্ছে দেশে, যেভাবে অর্থনৈতিক দুর্নীতি হচ্ছে, যেভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হচ্ছে তা বলে দিচ্ছে যে বাংলাদেশ ইরাক, সিরিয়ার মতো হতে যাচ্ছে। যে মাটিতে আমি সেজদা করি, যে মাটিতে আমার পূর্বপুরুষের আস্তিমজ্জা মিশে আছে, যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আমার প্রজন্ম ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, যে

বাংলার আলো বাতাসে আমি বড় হয়েছি, সেই বাংলার মাটিকে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান হতে দিতে পারি না আমরা।

আমাদের নবী করিম (সা.) যেভাবে মদিনাকে রক্ষা করেছেন, সাহাবিরা যেভাবে নিজেদের সর্বোচ্চ কোরবান করে, না খেয়ে থেকে, গাছের তলাপাতা খেয়ে, পেটে পাথর বেঁধে, শত্রুর আঘাতে জর্জরিত হয়ে, রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে, মো'মেনদের মাটি, মুসলিমদের মাটিকে রক্ষা করেছেন- আমাদেরকেও সেভাবে এই বাংলার মাটিকে রক্ষা করতে হবে। এটা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্য। একজন মো'মেন হিসেবে মানুষের জান-মাল রক্ষা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব, নাগরিক কর্তব্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পার্বত্য চট্টগ্রামে আবারো বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টি করে দিয়ে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, প্রতিনিয়ত বাংলাদেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে।

অস্তিত্ব রক্ষার্থে যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে:

আমরা এতদিন পশ্চিমাদের জীবনদর্শন অনুসরণ করেছি, তাদের তৈরি অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি অনুসরণ করেছি। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় হয়েছে। সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে তাদের তৈরি জীবনব্যবস্থা ব্যর্থ। মানবসৃষ্ট বিধান দিয়ে যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব না তা আল্লাহ জানেন বলেই তিনি একটি দীন দিয়েছেন, জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন, কোর'আন দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া দীন যেমন ভারসাম্যপূর্ণ, তেমন প্রাকৃতিক নিয়মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোর'আন খুলে দেখুন পাতায় পাতায় মানবাধিকারের কথা, ন্যায়ের কথা, ঐক্যের কথা, সম্প্রীতির কথা, ভালোবাসার কথা, মানুষের কল্যাণে নিজেকে কোরবান করার কথা, দান করার কথা, মানবাধিকার রক্ষা করার কথা। কোর'আন খুলে দেখুন সেখানে কোনো কিছু নিয়ে কঠোরতা করা, বাড়াবাড়ি করার কথা নেই, ধর্মান্ধতার কথা নেই, পোশাক-আশাক, খাদ্যাভ্যাস, সঙ্গীত, শিল্পচর্চা, খেলাধুলা নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই। কিন্তু বাড়াবাড়ি করেছে ধর্মব্যবসায়ীরা। তারা ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ধারণ না করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করতে ধর্মকে অপব্যবহার করেছে। ফলে সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে। ধর্মের আসল মর্মবাণী হচ্ছে মানুষ ঐক্যবদ্ধ থ াকবে। কিন্তুহাজার হাজার দল-মত তৈরি করে ঐক্য নষ্ট করা হয়েছে। ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে মানুষের কল্যাণে জান-মাল কোবরান করা, অথচ তারা সারাজীবন অন্যের থেকে অর্থ নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছে, ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করা, আর তারা অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেছে। ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে কারও অধিকার হরণ না করা অথচ তারা নারীদের অধিকার ধ্বংস করে দিয়েছে। অর্থাৎ তারা ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ধারণ করেনি। তারা ধর্মকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করেছে, রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করেছে। আমরা দেখেছি তাদের অপতৎপরতা।

দাঙ্গা এড়াতে সম্মেলন স্থগিত ও দেশবাসীর প্রতি বার্তা:

আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে জানিয়ে তাদের অনুমতিক্রমে ঢাকার উত্তরায় ৫০ হাজার সদস্যকে নিয়ে কর্মী সম্মেলন আয়োজন করেছিলাম। কিন্তু ধর্মব্যবসায়ীরা উগ্রবাদী, সন্ত্রাসী ও ধর্মান্ধদের উস্কে দিয়ে সম্মেলনের দিন বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা গাড়িতে হামলা করে, আগত অতিথিদের উপর হামলা চালায়।

সেদিন উত্তরার ডিসি সাহেব বললেন, সেলিম সাহেব আপনারা ভদ্র মানুষ, আইন মান্যকারী। কিন্তু তারা সন্ত্রাসী, উগ্রবাদী, তারা একটা গণ্ডগোল করলে, কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে আপনাকে দোষারোপ করবে, আপনার উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে। তখন আমি ডিসি সাহেবকে বললাম, যত টাকার ক্ষতি হয় হোক আমি সম্মেলন স্থগিত করলাম। সেদিন সম্মেলনে আসা হাজার হাজার লোক কান্না করতে করতে বাড়ি ফিরেছেন। আমার সদস্যরা বলেছেন তারা ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি অনেক চিন্তাভাবনা করে তাদের শান্ত করেছি। কারণ ধর্মব্যবসায়ীরা যদি সেদিন আমার সদস্যদের লাঠির আঘাতে আহত হত তাহলে তারা ছবি তুলে মানুষকে দেখাত যে হেযবুত তওহীদ আলেমদের উপর হামলা করে। তাদের অপবাদ থেকে বাঁচতে সেদিন আমি তাদের মোকাবেলা করিনি। আমি ধৈর্য্য ধরেছি, বাংলার মানুষ দেখেছে। যারা আমার সম্মেলন বানচাল করেছিল তারা আজকে নারী কেলেঙ্কারির দায়ে জেলখানায়।

তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হামলা চালিয়েছে, চিটাগাং রোডে হামলা চালিয়েছে, রেলস্টেশনে হামলা চালিয়েছে, সরকারি ভূমি কার্যালয় হামলা চালিয়েছে। আমাদের বার্তা হল যদি উগ্রবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তবে তারা বাংলার স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। কাজেই তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তাদের এখন প্রতিহত করতে হবে। তাদের আসল চরিত্র সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। আজকে লক্ষ লক্ষ সত্যনিষ্ঠ জনতা সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে শিখেছে, অন্যায়কে প্রতিহত করতে শিখেছে।

মাননীয় সরকারের কাছে হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবনাসমূহ:

১. আমার ভাইদেরকে যারা অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে সেসব হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করুন, আইনের আওতায় আনুন।

২. যারা বর্তমানে আমার বই-পত্রিকা বিক্রয় প্রতিনিধিদের উপর হামলা চালাচ্ছে তাদের আইনের আওতায় আনুন।

৩. সোশ্যাল মিডিয়া ব্যাবহার করে যারা আমাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে, যারা বিদেশে বসে আমাদের ফেসবুক পেজে, আমাদের ওয়েবসাইটে সাইবার আক্রমণ করছে তাদের আইনের আওতায় আনুন।

৪. আন্তর্জাতিক সংকট, রাজনৈতিক সংকট, অর্থনৈতিক সংকট, অনৈক্য, হানাহানি, আসন্ন দুর্ভিক্ষ এগুলো থেকে বাঁচতে হলে যে রূপরেখা প্রয়োজন সেটা আমাদের কাছে আছে, আমরা এই রূপরেখা তুলে ধরতে চাই। সরকার আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমাদের কাজ সহজ হবে, আর প্রত্যাখ্যান করলে আমাদের বক্তব্য সঠিক কিনা, প্রয়োগযোগ্য কিনা সেটা প্রমাণ করতে আমরা আমাদের বক্তব্য প্রচার করতে চাই। এক্ষেত্রে আমাদের সভা সেমিনার করার অধিকার দিতে হবে।

৫. আমার গ্রামে আমি এলাকার মানুষের কল্যাণে যে ৪২টি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছি সেসব প্রকল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উদ্দেশে:

আমরা চাই প্রকৃত ইসলাম, যে ইসলামটা আমরা হারিয়েছি ফেলেছি, সেটা মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক। আমার সকল কার্যক্রম দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আমার মুখে একটা আর অন্তরে আরেকটা- এমন কিছু নেই। আমি রাজনীতি করি না। আমার রসুল (সা.) এটা শিক্ষা দেননি। আল্লাহ বলেন, মো'মেন সেই ব্যক্তি যার মুখের কথা ও কাজ একরকম, সে হল প্রকৃত মো'মেন। আমি মো'মেন হতে চাই। আমার জীবন সম্পদকে আমি মানবতার কল্যাণে উৎসর্গ করতে চাই। আমরা চাই মানবজাতি ঐক্যবদ্ধ হোক, আমরা চাই ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা মানুষ জানুক, আমরা চাই আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ যেন ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান না হয়, আমরা চাই সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, নারী নির্যাতন, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানুষ যেন প্রতিবাদী হয়। আমরা চাই আমাদের এই বাংলাদেশে যেন রাজনৈতিক হানাহানি না হয়, আমরা চাই ধর্মের নামে যেন কোনোরকম দাঙ্গা-হাঙ্গামা না হয়। আমরা একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব চাই। আমরা চাই পুরো মানবজাতি এক পরিবারভুক্ত হোক। আমরা সবাই মো'মেন হতে চাই। আরেকটি জিনিস চাই, সেটা হল পরকালে জান্নাত। জান্নাতে যাওয়ার জন্য সঠিক পথ (হেদায়াহ) আমরা পেয়েছি। আমরা চাই এই সত্য আমরা যেন মানুষের সামনে প্রকাশ করতে পারি। আমাদেরকে সেই অধিকার দেওয়া হোক।

সর্বসাধারণের উদ্দেশে:

হেযবুত তওহীদ ইসলামের বন্ধু, আল্লাহর বন্ধু, সাধারণ জনগণের বন্ধু। হেযবুত তওহীদ জনতার অধিকার আদায়ের জন্য দাঁড়িয়েছে। আমার সর্বশেষ প্রস্তাবনা আপনাদের কাছে, যদি আপনারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ধারণ করেন, আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে জাতি রক্ষা পাবে। যদি আপনারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন তাহলে দুর্ভিক্ষ থেকে এই জাতি রক্ষা পাবে, ইনশাল্লাহ। আমাদের জাতি হবে একটা, আমাদের নেতা হবে একজন।

ফয়সাল গ্লাস এন্ড থাই এ্যালুমিনিয়াম

এখানে সকল প্রকার গ্লাস, থাই এ্যালুমিনিয়াম, গ্লাস পেপার, ওয়াল পেপার, পিভিসি বোর্ড, জিপসাম বোর্ড, মেটাল বোর্ড, থাই হার্ডওয়্যার খুচরা ও পাইকারি বিক্রয় করা হয়।

এছাড়া কার্টেন, ওয়াল গ্লাসডোর, আরমান ডোর, সুইং ডোর, লেন্স ডোর, হ্যাংগিং ডোর, জানালা, পার্টিশন, গ্লাসের ছাদ, অফিস ডেকোরেশন, ইন্টোরিয়র ও এস.এস. পাইপের সকল প্রকার কাজ সুদক্ষ কারিগর দ্বারা কারানো হয়।

প্রো: মো. ফয়সাল কবির । মোবাইল: ০১৭২৬-৫৮৫৮০৫ | ০১৮২৬-৫৮৫৮০৫

বজ্রপুর, ইউসুফ স্কুল রোড, রাজগঞ্জ, কুমিল্লা

আমিরদের উদ্দেশে মাননীয় এমামের কিছু দিকনির্দেশনা

১. আমিরদেরকে একটি কথা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে বিশ্বজুড়ে একটি আদর্শের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সেই সংকট দূর করার জন্যই হেযবুত তওহীদকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

২. রসুলাল্লাহ বর্ণিত দাজ্জালের আবির্ভাব, ইয়াজুজ মাজুজের আত্মপ্রকাশ, ইমাম মাহদি (আ.) ও ঈসা (আ.) এর আগমন, গাজওয়াতুল হিন্দ সংঘটন, গোরাবাদের আবির্ভাব ইত্যাদি সত্য। এই ঘটনাগুলোর কিছু ঘটে গেছে, বাকিগুলোও ঘটবে। কিন্তু এগুলো নিয়ে খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার কোনো যুক্তি নেই। কারণ আমরা আল্লাহর রহমতে এমামের মাধ্যমে পথনির্দেশ পাচ্ছি। তিনি যখন যা প্রয়োজন সে মোতাবেক আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং দিবেন ইনশাল্লাহ। আমাদের আলোচ্য বিষয় সমস্ত মানবজাতি। কর্মক্ষেত্র গোটা দুনিয়া। সামনে প্রতিপক্ষ দাজ্জাল। কাজেই কোনো একটি বিষয় নিয়ে স্থবির হয়ে যাওয়া আমাদের উচিত হবে না।

৩. আমিরদের জান-মালের উপরে আল্লাহর হক বেশি। তাই যে কোনো আহ্বানে আমিরগণ আগে সাড়া দিবে, মোজাহেদরা তাঁদেরকে সে মোতাবেক অনুসরণ করবে।

৪. এমাম কী চান, আন্দোলন কী চায় তা আমিরদের আগে বুঝতে হবে। এমামের দৃষ্টি বোঝাই আমিরের আসল কাজ।

৫. দুটো জিনিস না থাকলে দীন থেকে বহিষ্কার। (ক) আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম (সুরা তওবা ৩৯), (খ) সম্পদ দান (সুরা মোহাম্মদ ৩৮)।

৬. মোনাফেকদের চেহারা আল্লাহই প্রকাশ করে দেবেন তারা যতই আন্দোলনের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকুক না কেন। প্রকৃত মো'মেন কখনও জাহান্নামে যাবে না। কাজেই এ নিয়ে মো'মেনদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। শুধু সতর্ক থাকতে হবে যেন মোনাফেকরা আন্দোলনের কোনো ক্ষতি করতে না পারে। অপরপক্ষে যখন তখন যাকে তাকে মোনাফেক আখ্যা দিয়ে শৃঙ্খলা নষ্ট করাও আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর হবে।

৭. আমিরের হুকুম না মানলে কোনোদিন চরিত্র হবে না। মনে রাখতে হবে আল্লাহর হুকুম না মানার কারণেই ইবলিস বহিষ্কৃত হয়েছিল।

৮. আমির শাখা পরিচালনার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষায় একদিকে হবেন লোহার মতো শক্ত; অন্যদিকে মো'মেনদের প্রতি দয়ামায়ায় হবেন কুসুমের মতো কোমল। তিনি ঢাল হয়ে সন্তানতুল্য মোজাহেদদেরকে যে কোনো বিপদ ও সংকট থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা করবেন।

৯. মোজাহেদরাও আমিরকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করবে। তারা মনে রাখবে আমিরের হুকুম অর্থ আল্লাহর হুকুম। আমিরের হুকুম অমান্য করে কেউ জান্নাত পাবে না। কানকাটা, নিগ্রো, ক্রীতদাস, ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক ইত্যাদি হলেও আমিরের আনুগত্য করতে হবে এ কথা বলার অর্থ হচ্ছে এমন কোনো অসিলা দাঁড় করানো যাবে না যা দিয়ে আনুগত্য থেকে বিরত থাকা যায়। আমিরের আনুগত্য করতে পারলে মোজাহেদ পূর্ণ প্রতিদান পেয়ে যাবেন। হুকুম ভুল কি শুদ্ধ সেটার জন্য সে দায়ী হবে না। এ বিষয়ে আমিরকে দায়ী করা হবে। আমির যদি এমামের হুকুম মোতাবেক হুকুম দেন তবে সে বিষয়ে আমিরকেও দায়ী করা হবে না।

১০. সকল আমির তার এলাকায় ব্যাপকভাবে পরিচিতি অর্জন করবেন যেন এক নামে এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সবাই তাঁকে চিনতে পারে।

১১. ইসলামের চেইন অব কমান্ড মোতাবেক আল্লাহ-রসুলের পরেই আমিরের আদেশ। ঐক্য-শৃঙ্খলা-আনুগত্য এই তিনের সমন্বয়ে বজ্রশক্তি। বজ্রশক্তিসম্পন্ন জাতি ছাড়া কোনোদিন সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হবে না।

১২. আল্লাহর রাস্তায় দানের ব্যাপারে একজন আমিরকে হতে হবে আবু বকরের (রা.) মতো উদার, জাতির সম্পদ রক্ষার্থে ওমরের (রা.) ন্যায়নিষ্ঠ, খালেদের (রা.) মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, দীন প্রচারের ক্ষেত্রে আলীর (রা.) মতো সাহসী, আবু ওবায়দার (রা.) মতো নির্লোভ, মুগিরা বিন শোবার (রা.) মতো চৌকস, বুদ্ধিমান। রসুল নিজ হাতে সত্যদীন দিয়ে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম আমির তৈরি করে গিয়েছিলেন।

১৩. কোনো নবী-রসুলের সময় দাজ্জালের অস্তিত্ব ছিল না। আজ মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শত্রু দাজ্জালকে আমরা মোকাবেলা করছি। সাধারণ ঈমান দিয়ে, সাধারণ কোরবানি দিয়ে এই কাজ করা সম্ভব নয়।

১৪. দাজ্জাল সমস্ত মানবজাতিকে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর বানিয়েছে। তওহীদ মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে শুধু মানবতার কল্যাণকামী বানায়। মানুষের মনের

এতবড় পরিবর্তন সাধন চাট্টিখানি কথা নয়। এই কাজে যারা নিজেদেরকে ব্রতী করবে তাদের অবশ্যই স্টিলের তলোয়ারের মতো চরিত্র লাগবে।

১৫. যারা সালাতের ব্যাপারে গাফেল তারা কখনোই আমিরের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন না। কারণ সালাহ ছাড়া মোজাহেদের চরিত্রই হবে না। সালাহ হচ্ছে চরিত্র গঠনের ছাঁচ, ডাইস। যে সালাহ করে না অথচ বলে জেহাদ করবে সে মিথ্যাবাদী। কারণ রসুলাল্লাহ বলেছেন, 'সালাহ হচ্ছে খুঁটি, জেহাদ হচ্ছে ছাদ।' খুঁটি ছাড়া ছাদ হয় না, সালাহ ছাড়া জেহাদ হয় না, জেহাদ ছাড়া মো'মেন হয় না। তাই আমির নিজে যথাসম্ভব সঠিকভাবে ও নিয়মিত সালাহ কায়েম করবেন।

১৬. মো'জেজা হেযবুত তওহীদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মাইলফলক। যারা মো'জেজা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবে তাদের হেযবুত তওহীদে টিকে থাকা খুবই কঠিন হবে। মো'জেজা নিয়ে আলোচনা সকল সময়ে অব্যাহত থাকতে হবে। মো'জেজার প্রসঙ্গ যখনই উঠবে তখন অত্যন্ত সম্মান, শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে হবে।

১৭. ভীতু, কাপুরুষ, কৃপণ ও লক্ষ্যহীন বিশৃঙ্খল জনসংখ্যা আল্লাহ ছাটাই করবেন। কারণ এদেরকে দিয়ে আল্লাহর দীনের কোনো উপকার হবে না।

১৮. জাতির সদস্যরা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলে গেলে তারা নিজেরাই নিজেদের জন্যই কাল হয়ে দাঁড়াবে। শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্রয়োজন হবে না। কাজেই কোনোভাবেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় এমন কোনো কাজ শাখায় কেউ করতে পারবে না।

১৯. সফলতার জন্য চারটি বিষয় অপরিহার্য- (১) সঠিক আদর্শ, (২) নিখুঁত কর্মসূচি, (৩) গতিশীল নেতৃত্ব, (৪) নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী।

২০. চারটি জিনিস প্রত্যেক মোজাহেদের জানা ও ধারণ করা বাধ্যতামূলক- (১) লক্ষ্য/উদ্দেশ্য (আকিদা) (২) সঠিক পথ (৩) চরিত্র, (৪) প্রশিক্ষণ।

২১. মো'মেন না হলে আল্লাহর সাহায্য আসবে না, লক্ষ্যেও পৌঁছাতে পারবে না। দাজ্জালের মতো বিরাট শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র ভরসা আল্লাহর সাহায্য। সেই সাহায্য পেতে হলে মো'মেন হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

২২. তওহীদের জ্ঞানপ্রাপ্তির পর সেই জ্ঞান মানুষের কাজে না লাগালে আল্লাহর শাস্তি অবধারিত। যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার পর তা মানুষকে জানাবে না তাদেরকে হাশরের দিন আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে।

২৩. অপবিত্র অবস্থায় কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। আর পবিত্র হওয়ার জন্য সহজ পথ - আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দিয়ে দেওয়া। আল্লাহ বলেছেন যারা শেরক করবে তারা হচ্ছে অপবিত্র (নাজাস)। এই শেরকের বিপরীতটাই হচ্ছে তওহীদ। তওহীদকে প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রয়োজন হবে জানমাল। মো'মেনের সংজ্ঞায় এই দুটো জিনিসই চাওয়া হয়েছে। তওহীদ ও জানমাল দিয়ে জেহাদ।

২৪. রেলগাড়ির ইঞ্জিন বগির আগে চলে, বগি আগে যেতে পারে না। তেমনি মোজাহেদ কখনও আমিরের উপরে তাকাব্বরি করতে পারে না। যে মোজাহেদ আমিরের উপর নিজের বক্তব্যকে জোর করে চাপিয়ে দিতে চায় তার আমল তার অজান্তেই শূন্য হয়ে যাবে। আমির একটি গাড়ির চালকের ন্যায়। গাড়ির যাত্রীরা বেখেয়াল হতে পারে, কেউ ঘুমোতেও পারে। কিন্তু চালককে সজাগ-সতর্ক থাকতে হয়, রাস্তায় চলার আইন কানুন জানতে হয়। যাত্রীদের সেগুলো না জানলেও চলে। চালক বেখেয়াল হলে দুর্ঘটনা অবধারিত।

২৫. আমির একজন ডাক্তারের ন্যায়। ডাক্তার যেমন সতর্কভাবে, সাবধানতার সাথে রোগীর চিকিৎসা করে যায়, ক্লান্ত ও হতাশ হয় না তেমনি আমিরও তার অধীন বিভিন্ন চরিত্রের মোজাহেদদের ঠিক করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান।

২৬. যে জান-মাল দিবে তার মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই অহংবোধ থাকবে না। যার মধ্যে ন্যূনতম অহংকার থাকবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।

২৭. যে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে, সে ক্ষমা চায়। কিন্তু অহংকারী ক্ষমা চায় না। সে মনে করে সে সবসময় সঠিক। এটা ইবলিসের বৈশিষ্ট্য।

২৮. অস্ত্র ও ক্ষমতা মানুষের অহংকার জন্ম দেয়। এর অপব্যবহারই আজ দুনিয়া ধ্বংসের কারণ। ক্ষমতার অপব্যবহার মানুষকে অন্ধ করে দেয়। যখন মানুষ মনে করে সে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে তখন সে অন্যায় করতে থাকে। একটা পর্যায়ে সে ধ্বংস হয়ে যায়। কাজেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সবসময় হবে বিনয়ী, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ভয়ে সন্ত্রস্ত।

২৯. মুখের কথা হল আত্মার ভিতরের লুকায়িত মনোভাবের প্রকাশ। যারা সত্যকে মনে প্রাণে ধারণ করবে, কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করবে না, তাদের কথায় সত্যের তেজ প্রকাশিত হবেই। বেশি বেশি অনুমান, অহেতুক সন্দেহ ইত্যাদি থেকে সকল পর্যায়ের আমিরগণকে বিরত থাকতে হবে। কারণ এগুলো অনৈক্য সৃষ্টি করে। আমির যদি অনৈক্য সৃষ্টির জন্য দায়ী হয় তাহলে আল্লাহর কাছে তার জবাবদিহিতাও কঠোর হবে।

৩০. আকাশপথ, স্থলপথ, সমুদ্রপথ সব পথে চলার সূত্র আলাদা। কাজেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্মপ্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। একই নীতি সব জায়গায় প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তাই এমাম যখনই যে

নীতিতে আন্দোলন পরিচালনা করবেন তখনই সেই নীতির প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে।

৩১. মানুষের এত উচ্চ মর্যাদা কেন হবে? যেহেতু তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রয়েছে তা সত্ত্বেও যদি যে ভোগের বদলে ত্যাগ করে তবেই তার মর্যাদা হবে উচ্চ। তাই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিই বড় পরীক্ষা। এই ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করে সে শয়তানের আনুগত্যের বদলে আল্লাহর খেলাফত করবে। তাহলেই তার উচ্চমর্যাদা লাভ হবে।

৩২. আত্মিক শক্তি, নৈতিক মনোবল, শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এবং এর জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে যথাযথ শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে।

৩৩. মোজাহেদ তিনটা কাজ সবসময় করে, বেশি বেশি করে- ক) বালাগ খ) সালাহ গ) দান।

৩৪. কর্মসূচি ছাড়া জাতি টিকবে না। জেহাদ ছাড়া কর্মসূচি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। উম্মতে মোহাম্মদীর আকিদা- আল্লাহ এক, রসুল এক, কেতাব এক, জাতি এক, কেবলা এক, এমাম একজন। সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হবে একটি। জাতির সমস্ত কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য হবে একদিকে। কোনোপ্রকার বিভক্তি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ আকিদা সর্বাবস্থায় মনে রাখতে হবে।

৩৫. একজন প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী হবে শাহাদাতের জন্য পাগলপারা। আমির নিজে যেমন সদাসর্বদা শাহাদাত কামনা করবে তেমনি তার অধীন সকল মোজাহেদের মধ্যেও শাহাদাতের জন্য পিপাসা সৃষ্টি করবে। মাননীয় এমামুয্যামান বলতেন, শেয়ালের মতো হাজার বছর বাঁচার চাইতে বাঘের মতো একদিন বাঁচা ভালো।

৩৬. নিজেদের মধ্যে ছোটবড় যে কোনো বিষয় নিয়ে মতভেদ কুফর। এতে জাতি ধ্বংস হয়, কাফেররা বিজয়ী হয়। তাই মতভেদকারী মোনাফেক হিসাবে বিবেচিত হয়।

৩৭. বহু মতের মানুষকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হলে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকতে হলে একজন মানুষকে বহুবিষয়ে ছাড় দিতে হয়, কোরবানি করতে হয়। স্বার্থপর, সংকীর্ণ, আত্মকেন্দ্রিক লোকদের দিয়ে তাই ক্ষুদ্র পরিসরেও ঐক্যবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়, মহাজাতি গঠন তো দূরের কথা।

৩৮. রসুলাল্লাহ বলেছেন, 'মো'মেনের সম্মান কাবার উর্ধ্বে।' কেন? কারণ মো'মেন আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহকে বিজয় এনে দেবে।

৩৯. ইচ্ছা করে দরিদ্রতা অবলম্বন করা দীনের নীতিবিরুদ্ধ। তবে মো'মেন সব সময় অল্পে তুষ্ট থাকে। এই অল্পে তুষ্টির অর্থ হল সর্ব উপায়ে উপার্জনের চেষ্টা করা এবং নিজের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের পর বাকি সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়া। সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অলসতা করে দারিদ্র্য অর্জন 'অল্পে তুষ্টি' নয়।

৪০. আমিরদের দায়িত্ব সাংঘাতিক। তাদেরকে মোজাহেদদের দুঃখ কষ্ট দেখতে হয়, খোঁজ খবর নিতে হয়।

৪১. আমিরদেরকে মোজাহেদরা সচেতন বা অবচেতনভাবে অনুকরণ করে। সুতরাং আমিরদেরকে সেটা বুঝে নিজেদের জীবন পরিচালিত করতে হবে। আমির ঢিলা হলে মোজাহেদ ঢিলা হবে, আমির শক্ত হলে মোজাহেদ শক্ত হবে, আমির ভীতু হলে মোজাহেদ ভীতু হবে, আমির সাহসী হলে মোজাহেদ সাহসী হবে, আমির দায়িত্বশীল হলে মোজাহেদ দায়িত্বশীল হবে, আমির যদি দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়, মোজাহেদও দায়িত্বজ্ঞানহীন হবে।

৪২. মাননীয় এমামুয্যামান বলতেন, হুকুম যদি দিতে চাও, তাহলে আগে হুকুম মানতে শেখ। তুমি যদি তোমার উর্ধ্বতন আমিরকে না মানো, তাহলে তোমার অনুসারীরাও তোমাকে মানবে না।

৪৩. দুইটি কারণে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য। ক) অন্যায় কাজ করার কারণে খ) অন্যায় কাজের প্রতিবাদ না করার কারণে। পবিত্র কোর'আনে এদেরকে বলা হয়েছে মুজরিমুন বা অপরাধী।

৪৪. সমাজকে ভালো করার জন্যই আমি ভালো হব। মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য না থাকলে ব্যক্তিগত তাকওয়ার কোনো মূল্য নেই।

৪৫. জাতি ধ্বংস হয়ে গেলে ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকবে না। তাই জাতির স্বার্থ আগে দেখতে হবে।

৪৬. যে নিজেকে সমর্পণ করে তার জন্য প্রশিক্ষণ। যে সমর্পণই করে না তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কোনো ফল হয় না।

৪৭. রুকুকারীদের সাথে রুকু করার মানে - আল্লাহ, রসুল ও আমিরের হুকুম মানা। সেজদার প্রকৃত মানে হল নিঃশর্ত আনুগত্য করা।

৪৮. জাতির সম্পদের রক্ষক প্রত্যেকেই। এটি আল্লাহ প্রদত্ত আমানত। কারো সামনে আন্দোলনের সম্পদ বিনষ্ট হলে সে অবশ্যই সেটা রক্ষার জন্য প্রয়াস করবে।

৪৯. মো'মেন, ধর্ম, ইসলাম, দীনুল হক, এবাদত, মানবজনমের সার্থকতা - এই ছয়টা বিষয় একই জায়গায়। সবগুলোই স্বার্থহীন হয়ে আল্লাহর জন্য মানুষের কল্যাণে নিজের সমস্তকিছু বিলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত।

৫০. হানিফ থাকা, সবর অবলম্বন করা ও তাওয়াক্কাল

রাখা এই সবকিছুই লক্ষ্য অর্জনের জন্য। হানিফ অর্থ লক্ষ্যের প্রতি একাগ্র থাকা, সবর অর্থ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে লক্ষ্যপানে ধাবিত হওয়া, তাওয়াক্কাল অর্থ আল্লাহর উপর ভরসা রাখা।

৫১. প্রাকৃতিক নিয়মেই আন্দোলন চালাতে হবে। কারণ আল্লাহর দীন প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এমামের হুকুমও মানতে হবে দুটো কারণে - ক) আল্লাহর হুকুম খ) প্রাকৃতিক নিয়ম।

৫২. মৈত্রির কোনো ধর্ম নেই। তার ধর্ম একটাই, জাতির স্বার্থ। আন্দোলন কারো সাথে কোনোরূপ মৈত্রি স্থাপন করলে সকল আমির ও মোজাহেদগণ তাদের সঙ্গে মিত্রের ন্যায় আচরণ করবে। সামান্যতম গ্রুপিং বা লবিং সহ্য করা হবে না।

৫৩. কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে আঘাত দিবে না। নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে অন্যদের বিশ্বাস, রুচি অভিরুচির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।

৫৪. সেই আমির সফল যার প্রস্থানে মোজাহেদদের চোখের পানি পড়ে।

৫৫. আমির নিজের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে নিয়ে গ্রুপ তৈরি করবেন না। তিনি সবাইকে নিয়ে সব কাজ করবেন। অন্যরাও যেন কোনো গ্রুপিং না করতে পারে সেদিকেও সজাগ থাকবেন।

৫৬. মো'মেন তার আত্মার ভিতরে কারো বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ক্ষোভ রাখবে না। আমিদের কোনো আচরণে যেন শাখার ভিতরে বিভক্তি, গ্রুপিং সৃষ্টি না হয়। কোনো আমিরের আচরণে যেন ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ না পায়। এ কথাটিই আল্লাহ বলেছেন, সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। আমরা শুধু তাঁর প্রতিনিধি। তাঁর সন্তুষ্টির বাইরে কিছু হলেই পাকড়াও করা হবে। কাজেই সাবধান।

৫৭. মানুষ যখন তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভুলে যায় তখন তার চেয়ে বড় বিপর্যয় আর নেই।

৫৮. স্থান, কাল, পাত্র এই তিনটা জিনিসের জ্ঞান একজন দায়িত্বশীলের থাকতে হবে।

৫৯. আবেগ কাজের একটা অংশ। একে উপেক্ষাও করা যাবে না আবার আবেগের বশে সিদ্ধান্তও নেওয়া যাবে না। সিদ্ধান্ত নিতে হবে যুক্তি দিয়ে। আবেগের চাইতে শৃঙ্খলা বড়।

৬০. যে কোনো কাজ করার আগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলদের সঙ্গে বসে তাদের পরামর্শ শুনবেন এবং তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাজ করবে।

৬১. আমাদেরকে একটি বিষয় গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, আমরা কোন জাতির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটানোর চেষ্টা করছি, কাদেরকে জাগানোর চেষ্টা করছি। তারা বহু আগেই মরে গেছে। কয়েক শতাব্দী তারা ক্রীতদাসের জীবনযাপন করেছে। তারা অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র্যের চূড়ান্ত গহ্বরে নিমজ্জিত। তারা হীনম্মন্যতায় আপ্লুত। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। তাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ। পায়ের জুতার দিকে যাদের দৃষ্টি তারা মুকুটের চিন্তা করবে কী করে? তাদের দ্বারা যে পৃথিবীর পরিবর্তন সম্ভব সেটা তাদের কল্পনাতেও আসে না, সে হিম্মতও তারা করে না।

৬২. পরামর্শ চলাকালে সুচিন্তিত মতামত দিতে হয়। এ সময় অমনোযোগী থাকা উচিত নয়। পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিবিচার করা যাবে না, উপস্থিত যে কারো পরামর্শ গুরুত্ব সহকারে শুনতে হয়। পরামর্শের পর একবার আমিরের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে সেই সিদ্ধান্তের উপর পাহাড়ের মতো অটল থাকতে হয়। সবাই মিলে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করতে হয়। তবেই আল্লাহর সাহায্য আসবে।

৬৩. আমির তার এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সব সময় খোঁজখবর রাখবেন।

৬৪. আমিরগণ কেন্দ্রে কোনো তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকবেন। কারণ তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। কোনোভাবেই অতিরঞ্জন করা যাবে না, কিছু বাদও দেওয়া যাবে না। তাই তথ্য দেওয়ার আগে সেটা ভালোভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে যথাসম্ভব নিখুঁত, নিরপেক্ষ ও সঠিক তথ্য প্রদান করবেন।

৬৫. মোজাহেদদের মধ্যে কোনো অনৈক্যের সূত্রপাত হলে সেটা দ্রুত মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবেন। এসব ক্ষেত্রে আমির সব সময় নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকবেন। তিনি নিজে না পারলে কেন্দ্রের শৃঙ্খলা বিভাগে অভিযোগ প্রেরণ করবেন।

৬৬. আমির কখনো অন্য মোজাহেদের সমালোচনা/গিবত করবেন না। কারণ তিনি গিবত করলে অন্যরা আরো বেশি গিবত করবে।

৬৭. কেউ ভুল করলে প্রকাশ্য মিটিং-এ অপমান করবেন না। পরে আলাদাভাবে তাকে বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক করবেন বা বুঝিয়ে বলবেন।

৬৮. মিথ্যা কথা না বলা, কোনো কথা মনে না থাকলে সময় নেওয়া, কোনো কথা অজানা থাকলে সরাসরি বলা যে, 'এ বিষয়টি আমি জানি না, আমি জেনে পরে জানাবো এনশাল্লাহ।'

৬৯. আমিরকে কঠিনভাবে হেজাবের বিধান মেনে চলতে হবে।

৭০. আমির তার শাখার বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদেরকেও যথোচিত সম্মান করবেন।

৭১. দায়িত্বশীল নিয়োগের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যারা পদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে তাদেরকে পদ দেওয়া

যাবে না। আমির কর্মসূচির চরিত্র, মোখলেসিয়াত, পারদর্শিতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করবেন।

৭২. আমির সকল কাজে যথাসম্ভব নিজেও অংশগ্রহণ করবেন। উঠতে বসতে কথায় কথায় হুকুম করবেন না। এতে হুকুমের গুরুত্ব হারিয়ে যায়।

৭৩. হেযবুত তওহীদের বাইরের কোনো অতিথিকে যে কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালে তাকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের আন্দোলনের কোনো দায়িত্বশীলকে সম্মান দেখাতে গিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের যে অসম্মান করা না হয়। কোনো অনুষ্ঠানে হেযবুত তওহীদের সদস্যরা আগে চেয়ারে না বসে অতিথিদেরকে বসতে দিবেন। আসন খালি থাকলে সেটা ভিন্ন কথা।

৭৪. আমিররা যেহেতু সালাতের এমামতি করে থাকেন এইজন্য তাদেরকে অবশ্যই শুদ্ধভাবে কয়েকটি সুরা, দোয়া শিখে নিতে হবে। তাছাড়াও জানাজার সালাহ, ঈদের সালাহ, জুমার সালাহ করানোও শিখে নিতে হবে।

৭৫. ব্যক্তিগত কাজ পারতপক্ষে মোজাহেদদেরকে দিয়ে না করানো। তবে কোনো মোজাহেদের সাথে আমিরের সম্পর্ক যদি অতি ঘনিষ্ঠ হয় সে ক্ষেত্রে এ নিয়ম কার্যকরী নয়।

৭৬. আমিরগণ আন্দোলনের কোনো নীতিমালা ভঙ্গ করতে পারবেন না, করলে আমির পদ থেকে তাকে বাদ দেওয়া হবে। নীতিমালাগুলি হচ্ছে- ক) অবৈধ অস্ত্রের সাথে কোনো সম্পর্ক না রাখা, খ) মাদকাসক্ত হওয়া যাবে না, গ) নারীঘটিত কোনো অপকর্মে জড়িত হওয়া যাবে না, ঘ) রাষ্ট্রীয় আইনে অবৈধ কোনো কাজ করা যাবে না, যেমন: চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি। ঙ) এমাম যা বলেন নাই তা এমামের নামে প্রচার করা।

৭৭. মোনাফেকদের চিহ্নিত করে রাখবে কিন্তু কারো কাছে বলবে না বা তাকে একঘরে করবে না।

৭৮. কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ না করা।

৭৯. আত্মপ্রত্যয়, সাকিনা (Morale) আল্লাহ দেন। কিন্তু মো'মেনের শর্ত পূরণ করতে হয়।

৮০. গাছের ফল সময়ের আগে পাড়তে হয় না এবং কথা ও সময়ের আগে বলতে হয় না।

৮১. প্রশ্ন দুই প্রকার হয়- ক) সন্দেহ থেকে, ভুল ধরার জন্য, খ) জ্ঞানের জন্য।

৮২. যা ন্যায়, সত্য তা-ই আল্লাহর হুকুম।

৮৩. একটি মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত হল তার সুস্থ সবল দুইটা হাত। দুনিয়া ও পরকালের সমৃদ্ধি শুধু দোয়া দিয়ে নয় বরং নিজের হাতে পরিশ্রম করে নির্মাণ করতে হয়।

৮৪. যে দীন প্রতিষ্ঠা করলে শান্তি আসবে, সেটাই দীনুল হক, সেটা আল্লাহর থেকে আগত।

৮৫. রাজবাড়িতে রাজমিস্ত্রিরা থাকতে পারে না, থাকে রাজা-রানীরা। তেমনি দীন প্রতিষ্ঠাকারী মোজাহেদরা দুনিয়াতে ভোগের আশা করে না, তাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে।

৮৬. প্রত্যেকটি মানুষ কোনো না কোনো ব্যক্তিগত পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত। এত সমস্যা ও যন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও একদল লোককে সকল কিছু উৎসর্গ করতেই হবে। কারণ জাতির সামনে আজ মহাসংকট। মহাসংকটকে মোকাবেলা করতে ব্যক্তিগত সমস্যাগুলোকে, সংকটগুলোকে উপেক্ষা করতেই হবে।

৮৭. উম্মতে মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্যই হবে বহির্মুখী চরিত্র। তারা কখনোই ঘরে ঢুকবে না। কারো প্রতি অভিমান করে, রাগ ক্ষোভ থেকে নিষ্ক্রীয় হবে না। ইতিহাস বলে যখনই তারা ঘরে ঢুকলো তখনই তারা পরাজিত হল, লাঞ্ছিত হল। তাদের সফলতা মাঠে। আমিরদের বৈশিষ্ট্য হল, সর্ব অবস্থায় মোজাহেদদেরকে বহির্মুখী থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

৮৮. নারীদের সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে সে বিষয়ে কোনো মোল্লা পুরুত নয়, সমাজের চলমান পরম্পরাও নয়, রসুলাল্লাহর সুন্নাহই আমাদের পথ দেখাতে যথেষ্ট। তিনি সকল কাজে নারীদেরকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। তিনি কোনো অবস্থাতেই নারীদেরকে বাক্সবন্দী, অন্তর্মুখী হতে দেন নি। প্রত্যেক আমিরের নারীদের সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে।

৮৯. আমাদের মনে রাখতে হবে, ধর্মব্যবসায়ীরা একটি গণ-অসন্তোষ ও সহিংসতা সৃষ্টি করার জন্য মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নেয়। এ থেকে নিস্তার লাভের একটা মাত্র উপায়, সেটা হল আমাদের বক্তব্য ব্যাপকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

৯০. যে আমিরের ভাষা কর্কশ, আচরণ রুক্ষ ও নিষ্ঠুর একটা পর্যায়ে তার পেছনে কোনো লোক থাকে না। ধীরে ধীরে সবাই সরে যায়। এমন আমিরের জন্য মোজাহেদরা নিষ্ক্রীয় হয়ে যায়। তার ভাষা অবশ্যই রুচিশীল ও মার্জিত হতে হবে। তিনি অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করবেন না।

৯১. নতুন নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করাই একজন যোগ্য আমিরের বৈশিষ্ট্য। এজন্য মোজাহেদ-মোজাহেদাদের কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে, তাদের যোগ্যতাকে বিকশিত করার সুযোগ দিতে হবে। এতে জাতি উপকৃত হবে, আল্লাহ খুশি হবেন। কাজে ভুল

হতে পারে তবু কাজ করতে দিতে হবে। প্রয়োজনে বারবার সংশোধন করে দেবে। মোজাহেদের সময় ও সামর্থ্যকে পূর্ণরূপে ব্যবহার করাটাই একজন আমিরের যোগ্যতার পরিচায়ক।

৯২. যে আমির অর্থনৈতিক লেনদেনে ভালো না এবং মোজাহেদদের প্রদত্ত অর্থ খরচের ব্যাপারে অস্বচ্ছ, কখনও দুর্নীতির আশ্রয় নেয় মোজাহেদরা সেই আমিরকে কখনও বিশ্বাস করে না।

৯৩. ওসামার (রা.) নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার করার কারণ কী ছিল এবং এ বিষয়ে রসুলাল্লাহ কী বলেছিলেন সেটা আমাদের জন্য একটি বিরাট শিক্ষা।

৯৪. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হুকুম শোনামাত্র খালেদ (রা.) কী করেছিলেন সেটাও আমাদের জন্য শিক্ষা। সেনাবাহিনীতে তিনি তখন ব্যাপক জনপ্রিয় ছিলেন।

৯৫. আমরা কীসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি, কত বড় শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি তা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারে নি। আত্মা দিয়ে উপলব্ধি করা এক জিনিস, আর জ্ঞান দিয়ে বোঝা আরেক জিনিস।

৯৬. এমামুয্যামান বলেছেন, 'যে সমস্ত কারণে হেযবুত তওহীদ এগোতে পারছে না তার মধ্যে বড় একটি কারণ হল আমিররা। আমির কী? আমির হল লিডার, নেতা। যারা নেতৃত্ব দেয়, লিড করে। কোনো একটা কাজের জন্য, বিশেষ করে খুব বড় কাজের জন্য, দুঃসাধ্য কাজের জন্য যখন কিছু মানুষ একত্রিত হয় তখন কাউকে না কাউকে তাদের নেতৃত্ব দিতে হয়। নেতৃত্ব, Leader ছাড়া কাজ হয় না, সেখানে বিশৃংখলা হয়, দলের মধ্যে শক্তি থাকে না। সেই Leader বা নেতাই হল 'আমির'। কাজটি ছোট হোক, বড় হোক, শাখা এখানে হোক, ওখানে হোক, যেখানেই হোক একজন আমির থাকতেই হবে। রসুলাল্লাহ বলেছেন, একসঙ্গে দুইজন মো'মেন থাকলেও তাদের একজন আমির হবে। আমির যেমন হবে তার অনুসারীরাও তেমনই হবে, একথা আমি বহুবার বলেছি। আমির সাহসী হলে অনুসারীরা সাহসী হবে, আমির ভীতু হবে অনুসারীও ভীতু হবে। আমিরের চরিত্রের উপর অনুসরণ নির্ভর করে। কাজেই নেতৃত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারী হোক, পুরুষ হোক, যে কোনো কাজের জন্য যে নেতৃত্ব দেয় তার চরিত্র সমস্ত জনশক্তির উপর অনুপ্রেরণা যোগায়।'

৯৭. কোনো পর্যায়ের দায়িত্বশীল ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোনো মোজাহেদ মোজাহেদার উপর নির্যাতনমূলক কোনো আচরণ করলে, যেমন টাকা পয়সা হাতিয়ে নেওয়া, প্রলোভন দেখিয়ে বা জোর করে জমি-জমা বিক্রি করানো, আল্লাহর রাস্তায় দানকৃত অর্থ আত্মসাৎ করা, প্রভাব সৃষ্টি করে বা অন্য কোনো প্রলোভন দেখিয়ে বিবাহ করা ইত্যাদি করলে মাননীয় এমাম তাকে কোনোক্রমেই ক্ষমা করবেন না। আজ হোক আর কাল হোক তার নির্ধারিত কর্মফল তাকে ভোগ করতেই হবে।

৯৮. ঋণ এবং দান দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। মো'মেনদের মধ্যে ঋণ দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে অবশ্যই সাক্ষী থাকতে হবে এবং শর্তাবলি লিখে রাখতে হবে এবং সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। আর দান করার ক্ষেত্রে মোজাহেদ শর্তহীন, প্রশ্নহীন, দ্বিধাহীন চিত্তে দান করবে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের অনুমতি ছাড়া আমির কারো কাছ থেকে ঋণ নিতে পারবেন না। দানের টাকা দাতার ইচ্ছাকৃত খাতের নামসহ হুবহু হিসাবের খাতায় প্রদর্শন করতে হবে।

৯৯. যারা মহামান্য এমামুযযামানের সংস্পর্শ পেয়েছেন, সরাসরি তাঁর কথা শুনেছেন, তারা এখন থেকে যথাসম্ভব নতুন মোজাহেদ-মোজাহেদাগণের সাথে সাক্ষাৎ হলে মহামান্য এমামুয্যামানের জীবনী নিয়ে স্মৃতিচারণ করবেন যেন তারা জানতে পারেন মহামান্য এমামুয্যামান কেমন ছিলেন।

১০০. দীনের এই প্রকৃত আকিদা আমিরদেরকে সর্বাবস্থায় মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর পাঠানো সত্যদীন যদি মানবজাতির জীবনে প্রতিষ্ঠা না করা যায় তাহলে দীন পাঠানোসহ আমাদের সকল প্রচেষ্টাই অর্থহীন। এই দীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য যে পক্রিয়া আল্লাহ তাঁর রসুলকে দান করেছেন সেটা হল জেহাদ ও কেতাল। শুধুমাত্র সবিনয়ে নিবেদন করলেই কেউ শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেবে না এটা আল্লাহ জানেন বলেই তিনি কেয়ামত পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহর রসুল (সা.) অনন্য শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের চরিত্রে চরিত্রবান এমন একটি জাতি সৃষ্টি করলেন যাকে জাতি না বলে একটি সামরিক বাহিনী বলাই যুক্তিযুক্ত। তিনি জাতির মধ্যে এই আকিদা গেঁথে দিয়েছিলেন যে জেহাদ ও কেতালই হচ্ছে জাতির জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। শাহাদাতই হচ্ছে তাদের চূড়ান্ত সফলতা। নিজেদের মধ্যে একই আকিদা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রত্যেকটি মোজাহেদের মধ্যে এই আকিদা গেঁথে দেওয়া আমিরদের দায়িত্ব। আমির যদি তাঁর অধীনের মোজাহেদ-মোজাহেদাদেরকে সৈনিকের মতো চরিত্রবান করে তৈরি করতে না পারেন তাহলে সময়মত ওরা কোনো কাজে আসবে না।

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের উদ্যোগে পুরস্কার বিতরণী

৪ অক্টোবর ২০২২ থেকে ১৯ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত ধর্মব্যবসার ফাঁদে বিক্রিতে পুরস্কার সর্বোচ্চ বই বিক্রেতা ৩ জন সদস্য:

স্থান	নাম	কপি সংখ্যা	শাখা
১ম স্থান	হাদিকাতুন্নেছা	২২৫ কপি	লালবাগ, ঢাকা
২য় স্থান	সুমাইয়া আক্তার	২২০ কপি	গুলশান, ঢাকা
৩য় স্থান	মনোয়ারা বেগম	২০১ কপি	লালবাগ, ঢাকা

২০১৯ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মোট ৫৮ দিনের ধর্মব্যবসার ফাঁদে বই বালাগ রিপোর্ট:

স্থান	নাম	কপি সংখ্যা	শাখা
১ম স্থান	জান্নাতুল ফেরদৌস মিম	২০২৩ কপি	পূর্বের রাজশাহী, বর্তমান কুষ্টিয়া
২য় স্থান	মোসা. নাঈমা খাতুন	১৮০০ কপি	রাজশাহী
৩য় স্থান	মোসা. আফসানা পারভিন হীরা	১৭৩৫ কপি	রাজশাহী
৪র্থ স্থান	মোসা. নাজনিন নাহার বিথী	১৩৫৬ কপি	রাজশাহী
৫ম স্থান	মোসা. রোজিনা খাতুন	১১০২ কপি	রাজশাহী
৬ষ্ঠ স্থান	মোসা. লাবনী ইসলাম	১০০২ কপি	রাজশাহী
৭ম স্থান	নাজমিন নাহার	৯৯৭ কপি	পূর্বের খুলনা, বর্তমান ঢাকা

সর্বোচ্চ বই বিক্রেতা ৩ শাখা:

স্থান	শাখার নাম	কপি সংখ্যা	আমির
১ম স্থান	গুলশান	৭৮৫ কপি	ফরিদ উদ্দিন রব্বানী
২য় স্থান	লালবাগ	৬৮৭ কপি	হাসিবুর রহমান শাওন
৩য় স্থান	মতিঝিল	২৭২ কপি	মো. মেজবাউল ইসলাম

সর্বোচ্চ বই বিক্রেতা ৩ বিভাগ:

স্থান	শাখার নাম	কপি সংখ্যা	আমির
১ম স্থান	ঢাকা	২৬৪০ কপি	ডা. মাহবুব আলম মাহফুজ
২য় স্থান	বরিশাল	৩১২ কপি	আল আমিন সবুজ
৩য় স্থান	চট্টগ্রাম	১০২ কপি	মো. নিজাম উদ্দীন

সাহসিকতার সঙ্গে পাবনা কার্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলার মোকাবেলা করায় জেলা আমির মো. সেলিম শেখকে বুকে টেনে নেন মাননীয় এমাম। তিনিও সন্ত্রাসীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়েছিলেন।

মাননীয় এমামের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত তাৎক্ষণিক কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয়ী হন রংপুর জেলা আমির আব্দুল কুদ্দুস শামীম। অনুষ্ঠানে তাকেও পুরস্কৃত করা হয়।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কেন্দ্রীয় সম্মেলন-২০২২

কেন্দ্রীয় কমিটি- হেযবুত তওহীদ

তারিখ: ২১/১০/২০২২

পদ	নাম	ফোন
সভাপতি ও মাননীয় এমাম	জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম	০১৭৮৭৬৮২০০৪ (অফিস)

আন্দোলনের শাখাভিত্তিক বিভাগ

বিভাগ	সম্পাদক	পদবী	ফোন
রংপুর ও রাজশাহী	মো. মশিউর রহমান	বিভাগীয় আমীর	০১৬৪৭৬২৯৫২৩
ঢাকা	ডা. মাহবুব আলম মাহফুজ	বিভাগীয় আমীর	০১৭১১২৩০৯৭৫
চট্টগ্রাম	মো. নিজাম উদ্দিন	বিভাগীয় আমীর	০১৭৩৩৮৩৩৮১৬
ময়মনসিংহ	এনামুল হক বাপ্পা	বিভাগীয় আমীর	০১৭৭৭৫৩৭৭২৮
সিলেট	আলী হোসেন	বিভাগীয় আমীর	০১৭৮৭৬৮২০০৬
খুলনা-২	মো. মোতালিব খান	বিভাগীয় আমীর	০১৬৭০১৭৪৬৪৪
বরিশাল	মো. আলামিন সবুজ	বিভাগীয় আমীর	০১৭৮৭৬৮২১২৩
খুলনা-১	মো. শামসুজ্জামান মিলন	বিভাগীয় আমীর	০১৬০৯৫৬৮৩৪৮

অভ্যন্তরীণ কার্যনির্বাহী বিভাগ

বিভাগ	সম্পাদক	উপ-কমিটি	ফোন
১. দপ্তর বিভাগ	খাদিজা খাতুন		০১৭৮৭৬৮২০০০
		মো. শফিকুল আলম উখবাহ্ (ঢাকা)	০১৭৮৭৬৮২০০৪
		মেহেদী হাসান (ঢাকা)	০১৬৪০৪৯৮২৭৩
		মো. সাইফুল ইসলাম (ফেনী)	০১৬২৭১৫১৪৪৯
		মো. তসলিম উদ্দিন (ঢাকা)	০১৮৩২১৯৫৯৪৭
		মো. শাহারুল ইসলাম (খুলনা ২)	০১৭১৯২৭১৭৮৬
		জাফর বিন আরজান (নোয়াখালী)	০১৯২০৪১৫২২১
		সোহেল রানা (রামপুরা)	০১৭৯১৩৭৫৭০৮
		শামীমা আক্তার (নোয়াখালী)	০১৭৬৪৯৫৮০৬৮
২. অর্থ ও হিসাব বিভাগ	আইনুল হক		০১৭২২২২১৩৪৫
		মাসুদ রানা (ঢাকা)	০১৯৫৪৪০২০৭৩
		আইনুন্নাহার রত্না (ঢাকা)	০১৮৬৭১১২১০৪
		হুমায়ুন কবির (ঢাকা)	০১৮১১৬৬০৮৩১
		তায়েক আহমেদ (ঢাকা)	০১৭৮৭৬৮২০১৪
		মো. আজহারুল ইসলাম ইমন (নোয়াখালী)	০১৯৯৮২৭৯৫১৫

বিভাগ	সম্পাদক	উপ-কমিটি	ফোন
৩. নিরাপত্তা বিভাগ	মোফাজ্জল হোসেন সর্দার		০১৭২৩০৭৬৫৮৯
		সকল বিভাগীয় আমির (৮ জন)	
		মো. মনিরুল ইসলাম (রাজশাহী)	০১৭৩২৫৭৪৩৮০
		রাজু আহম্মেদ (চট্টগ্রাম)	০১৬৭০১৭৪৬৬২
		আলহাম আলহামদু (তেজগাঁও)	১৮৭২৩৩৩৭০৬
		আব্দুস সুবহান	০১৩০৯৫৮২০৪৫
		মামুন রেজা (মেহরপুর)	০১৬৫০০৬২৯৮৬
		মোতালিব হোসেন (মেহেরপুর)	০১৭৯৪২২৫৫৬৮
		মো. শাকিল খান (হবিগঞ্জ)	০১৬৩৮৮৯০৪৪১
		রেজাউল করিম (ঢাকা)	০১৯৩৩০৫৯৫১৭
		আব্দুর রহমান (ঢাকা)	০১৭৮৭৬৮২০৩৭
		শফিকুল ইসলাম (ঢাকা)	০১৭১৬১৬৭৩০৬
		সাগর খান (টাঙ্গাইল)	০১৩২৩০৫১৭৫৮
		শহিদুল ইসলাম (ঢাকা)	০১৯২২৫৯২৩৫৮
		সাইফুল ইসলাম (ঢাকা)	০১৬২২৭৩৮৬৪৪
৪. সাহিত্য ও গবেষণা বিভাগ	রিয়াদুল হাসান		০১৬৭০১৭৪৬৫২
		মো. আসাদ আলী (ঢাকা)	০১৭৬১১২১৯৭১
		জিনাত ফেরদৌস তাবাস্সুম (ঢাকা)	০১৩০০৭৪৬৫৯৮
		আদিবা ইসলাম (ঢাকা)	০১৭২৭৬২০০৪৬
		মোস্তাফিজুর রহমান শিহাব (নোয়াখালী)- ভাষা ও অনুবাদ	০১৭৮৭৬৮২০৯৯
		জাফর আহমেদ (ঢাকা)	০১৮৩৩৩১৪১৬০
		জোবায়ের হাসান (ঢাকা)	০১৬৩৯৩০৫৯৪৩
		রাকিব আল হাসান (নোয়াখালী)	০১৭৪৮৪২২২৮০
		উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী (ঢাকা)	০১৭১৩০০৩৬০৯
		হাসান মাহদী (ঢাকা)	০১৬৩২২৯০৩৯৯
		সাঈদ বিন তারিক (ঢাকা)	০১৯৫০৯২৬৪০৫
		মুয়াজ মুহাম্মদ সাকিব (ঢাকা)	০১৫২১৩৪৯৪৭২
		ওবায়দুল হক বাদল (ঢাকা)	০১৮৫২১৮০৯০৬
		মোস্তাফিজুর রহমান অপু (সিলেট)	০১৬৭০৭৩১৯২৯
৫. প্রচার বিভাগ	শফিকুল আলম উখবাহ		০১৬৭৩৯৯০৪৬৮
		মো. ফারুক মিয়া (নরসিংদী)	০১৭৬৪৮০৬২০৯
		সাইফুল ইসলাম (সুনামগঞ্জ)	০১৭২৫৭৪৭৪৬৬
		হাসিবুর রহমান শাওন (ঢাকা)	০১৭৮৭৬৮২৪০১
		মেজবাউল ইসলাম (ঢাকা)	০১৭৯৯৩৬৪৮৯৮
		মো. উজ্জ্বল আহমেদ (নোয়াখালী)	০১৭০৩০৪২৩৮৩
		মো. মহরম আলী (নোয়াখালী)	০১৭৮২০৮৯৪০৪
		শরিফুল ইসলাম (নোয়াখালী)	০১৭২৩৯৬৪৬৮৮

বিভাগ	সম্পাদক	উপ-কমিটি	ফোন
		মো. সেলিম মিয়া (নোয়াখালী)	০১৮৪০১৯০৭১২
		শহিদুল ইসলাম (ঢাকা)	০১৭৮৭৬৮১১৪২
		মো. তানবির উল আলম (চট্টগ্রাম)	০১৭৫৭০৫৮০৩৩
		ইউনুস মিয়া (আশুলিয়া)	০১৬১০৬৭৭৫২০
		মাহবুর আলম (নোয়াখালী)	০১৬৭৩০৭৫০৮৫
		সাজ্জাদ কাদির খান সোহেল (টাঙ্গাইল)	০১৩১৯৬০১১৯৯
৬. চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা বিভাগ	মো. ইউনুস প্রধান		০১৭৮৭৬৮২২২২
		রফিকুল ইসলাম (ঢাকা)	০১৩০০৭২৯১৭২
		মনোয়ার জাহান রনি (ঢাকা)	০১৭১২২০৩০০০
		নাদিম মাহমুদ (ঢাকা)	০১৮২১৮৫৮৪৫৪
		ইসমাইল হোসেন (ঢাকা)	০১৮৫৭৪৭০৫৮৯
		মো. আসাদ আলী (ঢাকা)	০১৭৬১১২১৯৭১
		সাইফুল ইসলাম বাদল (ঢাকা)	০১৭৪৬৯৯২৮২৯
		আমিনুল কবির (নোয়াখালী)	০১৫২১৫৬৯৭৩৫
		ইয়ামিন হোসেন (ঝিনাইদহ)	০১৭২৮০৬৭৬৯৯
		মো. জিল্লুর রহমান মানিক (নোয়াখালী)	০১৭৬১১২১৯৭১
৭. তথ্য বিভাগ	এস এম শামসুল হুদা		০১৬৭০১৭৪৬৫১
		শাকিলা আলম (ঢাকা)	০১৯১৮৭৭২৯৩০
		মোসলেম উদ্দিন (ঢাকা)	০১৭৩৫৩৭৩৩৫৭
		হোসনে মোবারক আজাদ (চাঁদপুর)	০১৭৪০৫৭৪৪১৪
		মো. আব্দুর রব (কিশোরগঞ্জ)	০১৭৮৭৬৮২২১৬
		মফিজুল ইসলাম বাবুল (চাঁদপুর)	০১৮১৭৪৫৩৪১৯
		মো. মফিজ উদ্দীন (ময়মনসিংহ)	০১৭১৩৫২৪৯৮৩
		মো. শহিদুল ইসলাম (মতিঝিল)	০১৭৮৭৬২১১৪২
		রাজু আহমেদ (চট্টগ্রাম)	০১৯৮১১১৭১২৬
		মোছা. ইয়াসমিন আক্তার ইলা (চাঁদপুর)	০১৮৭২৩৩৩৫৭৮
		মো. মাহবুব আলম (নোয়াখালী)	০১৬৭৩০৭৫০৮৫
		মোস্তাকীম খান (গাজীপুর)	০১৭২৩২৮১০৮৭
		আমিরুল ইসলাম (রংপুর)	০১৭২২৪৪৩৫৬৪
		তাসলিমা ইসলাম (ঢাকা)	০১৬৮৭৩৩৯৪৪৬
		আয়েশা সিদ্দিকা (ঢাকা)	০১৮৬০৪৯৪০৪৩
		শারমিন সুলতানা চৈতি (ঢাকা)	০১৭১৭৪৭২৭৮৪
		সাজেদা ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ)	০১৬২৭৬৪৯৭৬০
		মো. আরিফ উদ্দিন (নারায়নগঞ্জ)	০১৬২৮৫২৫১২২
		মো. জিল্লুর রহমান মানিক (নোয়াখালী)	০১৭৬১১২১৯৭১
৮. প্রচার (অনলাইন) বিভাগ	সুলতানা রাজিয়া হেলেন		০১৭৩৯৪৯২৭০৩

বিভাগ	সম্পাদক	উপ-কমিটি	ফোন
		কামাল প্রধান (ঢাকা)	০১৯১০৯৯৯৮১৭
		মো. আবদুল্লাহ (নোয়াখালী)	০১৭৩৫৬২২৪৭৬
		রহিমা রহমান রিতু (খুলনা ১)	০১৫১৬১৮৭৬৭১
		আলিফ আজগর সবুজ (খুলনা ২)	০১৯১১৫১৮৫৮১
		আব্দুল্লাহ আল জাহিদ (ময়মনসিংহ)	০১৭৮৭৬৮১১১০
		আবু হাসান সাদ্দাম (বগুড়া)	০১৩১৬৩৩৩৫১৪
		মোস্তাফিজুর রহমান অপু (সিলেট বিভাগ)	০১৬৭০৭৩১৯২৯
		মো. সালজার রহমান সাবু (বগুড়া)	০১৭৮৭৬৮২০৯৬
		সাবিহা আফরোজ কেয়া (রংপুর)	০১৭১৭৫৮৭৬৪৫
		আনিসুর রহমান (বরিশাল)	০১৪০৬৭৮০৭৮৭
		রিয়াদুল হাসান (ঢাকা)	০১৬৭০১৭৪৬৫২
		মো. আসাদ আলী (ঢাকা)	০১৭৬১১২১৯৭১
		আদিবা ইসলাম (ঢাকা)	০১৭২৭৬২০০৪৬
		জিনাত ফেরদৌস তাবাস্সুম (ঢাকা)	০১৩০০৭৪৬৫৯৮
		ইমন হাসান দুর্জয় (ঢাকা)	০১৬৪১৩৯০৫৮৫
৯. তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) বিভাগ	মিজানুর রহমান		
		সানিয়াত আল আহমেদ (ঢাকা)	০১৬৮৫৮০৮৪২৬
		এ বি শরিফ (ঢাকা)	০১৯২৫৬২৭৫৯৩
		ইমন হাসান দুর্জয় (ঢাকা)	০১৬৪১৩৯০৫৮৫
		জাদিদুল বান্না মিহি (ঢাকা)	০১৯৩৬৯১৮৩০০
		কামাল প্রধান (ঢাকা)	০১৭১২৭৭৪৮৫১
		রিয়াদুল হাসান (ঢাকা)	০১৬৭০১৭৪৬৫২
		মো. আসাদ আলী (ঢাকা)	০১৭৬১১২১৯৭১
		সাইফুল ইসলাম বাদল (ঢাকা)	০১৯০৩৪৮৪০৮৪
		ইলিয়াস আহম্মেদ (রংপুর)	০১৭৭৩৯৮১১৯৭
		জাহিদুল ইসলাম রাফি (রংপুর)	০১৮৪২৮২৭৫২০
		আমর বিন আব্দুল আজিজ (ঢাকা)	০১৮৫৭৪৭০৫৮৯
		আব্দুল্লাহ ইনতেসার সানাফ (ঢাকা)	০১৭৫৭৩৪২০৬৫
		সালজার রহমান সাবু (নোয়াখালী)	০১৭২২৬০৬২৪৫
		মাহতাব উদ্দীন (ঢাকা)	০১৮৪৭০৮১৫৯২
		আশিক ইকবাল (ঢাকা)	০১৫১৬১৬২৯৩৪
		শামিমুল হক (গাজীপুর)	০১৭১১৪৬৭৪৭৪
১০. শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ	রুফায়দাহ পন্নী		০১৭১৩০০৩৬০৪
		মনিরুজ্জামান মনির (ঢাকা)	০১৭৩৮৯০৪৮৮৬
		কাজী জাহিদুল হক (ঢাকা)	০১৭০৭০৭৭০০১
		জাহিদুল হাসান (ঢাকা)	০১৯৭৮৮৮৭৭৩৩

বিভাগ	সম্পাদক	উপ-কমিটি	ফোন
		আতিকুর রহমান (কিশোরগঞ্জ)	০১৭১১৩২০৪৯৫
		খন্দকার রাসেল আহমেদ (রংপুর)	০১৭৫৬৪৯১৪৪২
		শেখ মনিরুল ইসলাম (সাতক্ষীরা)	০১৭৮৭৬৮২০০৫
		নজরুল ইসলাম সবুজ (চট্টগ্রাম)	০১৮৮৬০৮২৩৭২
		আফরোজা লিপি (ঢাকা)	০১৭২২০৬২৩৩৩
		সজল খান (ঢাকা)	০১৮২৭৫৩৪৫৩৮
		আশিকুর রহমান (গাজীপুর)	০১৯৮২৪১৭৪৩৭
১১. কৃষি উন্নয়ন বিভাগ	মোরশেদ খান		০১৭৮৭৬৮২২২৫
		মো. মোসলেম উদ্দিন (রংপুর)	০১৭৩৫৩৭৩৩৫৭
		মো. শান্ত আলী (কুষ্টিয়া)	০১৮৮০৭৫১৩৬৬
		মিজানুর রহমান মজনু (কুষ্টিয়া)	০১৭৫১৬৭০৩৮৫
		মো. আব্দুস সালাম (কুষ্টিয়া)	০১৯২১৩১৮০২০
		ইকবাল হোসেন (ভোলা)	০১৭৮৭৬৮২১৩১
		শাহরিয়ার ইসলাম সোহেল (সাভার)	০১৭৬১৯৪১০৬০
		মো. শরিফুল ইসলাম (মেহেরপুর)	০১৭৮৭৬৮২০৫৯
		মো. মিনারুল ইসলাম (নোয়াখালী)	০১৭৫২১১৬৮১৭
১২. নারী বিষয়ক বিভাগ	রুফায়দাহ পন্নী		০১৭১৩০০৩৬০৪
		আয়েশা সিদ্দিকা (ঢাকা)	০১৭১৫৫৪৮১৬২
		তাসলিমা ইসলাম (ঢাকা)	০১৬৮৭৩৩৯৪৪৬
		নাজমিন নাহার (ঢাকা)	০১৬২০০০০৫৮৯
		উম্মে হানি (রংপুর)	০১৭৬৩৭১৩৯৬৯
		ইয়াসমিন আক্তার ইলা (চাঁদপুর)	০১৮৭২৩৩৩৫৭৮
		রোজিনা আক্তার (ময়মনসিংহ)	০১৭০৪১১৮৭৫৭
		মোছা. জোবায়দা আক্তার বেবি (নোয়াখালী)	০১৯১৯২৭৮৭৮২
		সুমাইয়া আক্তার (ঢাকা)	০১৯৫৫৮৮১৭২৯
		শারমিন সুলতানা চৈতি (ঢাকা)	০১৭১৭৪৭২৭৮৪
		মোছা. ফাতেমা কবির (লাকসাম)	০১৯৯৩০৪২৬০২
		রোজী আক্তার (মিরপুর)	০১৯১১৭০৩৬২৩
		তানজিনা আক্তার (চট্টগ্রাম)	০১৭৮৭৬৮২৪৩২
		সুফিয়া বেগম (ঢাকা)	০১৮৭৩৭৪৪৫০৩
		মফিকুল বেগম সোহানা (সুনামগঞ্জ)	০১৪০১৫৬৩৯৯৮
		চায়না বেগম (নাটোর)	০১৮৫০৯৭৭৩৮৪
১৩. রাজনৈতিক যোগাযোগ বিভাগ	দিল আফরোজ		০১৯১৯৯০৬৩২০
		ফিরোজ মেহেদী (যশোর)	০১৭২২৩৯৪৬১৩
		ফরিদ উদ্দিন রাব্বানি (ঢাকা)	০১৭১১০৪৫৮৪৪
		শাকিলা আলম (ঢাকা)	০১৯১৮৭৭২৯৩
		মোছা. তাহমিনা খানম রূপা (নোয়াখালী)	০১৬০০২২২০২৯

বিভাগ	সম্পাদক	উপ-কমিটি	ফোন
		তাসলিমা ইসলাম (ঢাকা)	০১৬৮৭৩৩৯৪৪৬
		ফাহমিদা সাঈদ পান্না (ঢাকা)	০১৬৭৮০৭৪৯৩৬
		শারমিন সুলতানা চৈতি (ঢাকা)	০১৭১৭৪৭২৭৮৪
		মিজানুর রহমান (ঢাকা)	০১৫১৮৬৬২৮৬৬
		সুমাইয়া আক্তার সুমি (ঢাকা)	০১৯৫৫৮৮১৭২৯
১৪. আইন বিষয়ক বিভাগ	মো. আমিনুল ইসলাম		০১৯১৯২৫৮৭০৬
		শহিদুল ইসলাম (ঢাকা)	০১৯২২৫৯২৩৫৮
		রাজু আহমেদ (নোয়াখালী)	০১৬৭০১৭৪৬৬২
		সাজ্জাদ কাদির খান সোহেল (টাঙ্গাইল)	০১৩১৯৬০১১৯৯
		আব্দুল ওয়াহেদ মামুন (ফেনী)	০১৯১৩৬১৪২৮৪
		মোস্তাকীম খান (গাজীপুর)	০১৭২৩২৮১০৮৭
		আলম বালী (বরিশাল)	০১৭৬৩৮৪৫৪৯
		হুমায়ূন আলী (ঢাকা)	০১৭১৪৪৮০১৭২
		অলি উল্লাহ খান (ঢাকা)	০১৮১৭৫৬৯৪৪৩
		জাহাঙ্গীর হোসেন (নোয়াখালী)	০১৭২৯৫৯৮০৭৩
১৫. ক্রীড়া বিভাগ	রিয়াল তালুকদার		০১৮৪২৬৮২২২৯
		মো. আলহাম আলহামদু (তেজগাঁও)	০১৮৭২৩৩৩৭০৬
		নূর মো. আরিফ (বরিশাল)	০১৬৩১১১৩৩৮০
		মো. তানভীর আহমেদ (মেহেরপুর)	০১৭৫৮২০১৫০১
		মেজবাউল ইসলাম (ঢাকা)	০১৭৯৯৩৬৪৮৯
		শফিকুল ইসলাম (সাভার)	০১৯১৬০১৪০৪৪
		সাহেদুর রহমান (নোয়াখালী, চট্টগ্রাম)	০১৮৬৯০২৭৮৭২
		মো. ফসিউল ইসলাম (রংপুর)	০১৭১৪৬৭৯১৬২
		জাহাঙ্গীর আলম (ময়মনসিংহ)	০১৭৮৭৬৮২৩৩৮
		মো. মোস্তফা (নরসিংদী)	০১৭৭৮৪১৯৯০৪
		আশিক ইকবাল (মতিঝিল)	০১৭২৮২৫৯৬৬১
		পারভিন নেওয়াজ (মানিকগঞ্জ)	০১৭১৮৪৩৮৬৯৫
		রেবেকা সুলতানা ঋতু (মতিঝিল)	০১৮৪৩৭৩৩৯৭১
১৬. সংস্কৃতি বিভাগ	শাহীন আলম		০১৭৩৫০৭৯১৯৩
		খন্দকার নাজমুল আলম শান্ত (ঢাকা)	০১৩০৩৫৬৮০৬৬
		তাহমিনা আক্তার চাঁদ (ঢাকা)	০১৭৪৯৭১৫২২৫
		তোফায়েল হোসেন মোহন (চাঁদপুর)	০১৮২৭৪৭২৫৩৭
		নাসরিন বেগম (ঢাকা)	০১৭১৭০০২৫২৭
		মো. নুরুল আমিন সাকিব (ঢাকা)	০১৭১১৮৫৩১৭৬
		হাসানুল বান্না রাফে (ঢাকা)	০১৯২৮৫৯৭১০০
		ওবায়দুল হক বাদল (ঢাকা)	০১৮৫২১৮০৯০৬
১৭. স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভাগ	উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী		০১৭১৩০০৩৬০৯

বিভাগ	সম্পাদক	উপ-কমিটি	ফোন
		ডা. মাহবুব আলম মাহফুজ (ঢাকা)	০১৭৮৭৬৮২০০৯
		তুহিন মাহমুদ (নোয়াখালী)	০১৭৪৪১৭৬৭৯৮
		ডা. জাকারিয়া হাবিব (ঢাকা)	০১৮১৮০২২০৬২
		নাজমা আজাদ (মিরপুর)	০১৭৭৬০১৮৪৮৮
		ডা. নাজমুল হাসান নজম (ঢাকা)	০১৭১০৬৫২৪৬২
		মোছা. ইতি আক্তার (নোয়াখালী)	০১৭০৪২৩০০০৭
		আসমা খানম (ঢাকা)	০১৬৩২১৫১৮০৮
		ডা. খালেদা আক্তার (নোয়াখালী)	০১৮৭১৭১২১০০
		ডা. আবু সাঈদ (ঢাকা)	০১৭৩৯২০৭১০৩
		মহিবুর রহমান (চট্টগ্রাম)	০১৮১৫৬৬৪০১৯
		মরিয়ম কবির (বরিশাল)	০১৭৫৫৭৭০১৩২২
		নাসিমা আক্তার (রংপুর)	০১৯১৮৩২২০৭০
		ডা. দিলরুবা আক্তার সুমি (কুষ্টিয়া)	০১৭৩৭৩৯৫৬৯৮
		রায়হান হাসান (ময়মনসিংহ)	০১৬৩৬২১৫৭৫৮
		সুস্মিতা জামান (ফরিদপুর)	০১৭১০৬৮৭৩৮১
		মাহমুদা সুলতানা (সিলেট)	০১৩০২-৫২৪৬৬১
১৮. নারী ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ	সুলতানা রাজিয়া কণিকা		০১৭১৬৩৫৪৫০০
		তুহিন মাহমুদ (নোয়াখালী)	০১৭৪৪১৭৬৭৯৮
		মিতু আক্তার (নোয়াখালী)	০১৩১৮১৬৭৯০৩
		এস এম শামসুল হুদা (ঢাকা)	০১৬৭০১৭৪৬৫১
		আমিরুল ইসলাম (রংপুর)	
		মোছা. ফাতেমা কবির (নোয়াখালী)	০১৯৯৩০৪২৬০২
		ফরিদ উদ্দিন রাব্বানি (ঢাকা)	০১৭১১০৪৫৮৪৪
		ফাহমিদা সাঈদ পান্না (ঢাকা)	০১৬৭৮০৭৪৯৩৬
		মোছা. ইয়াসমিন আক্তার ইলা (চাঁদপুর)	০১৮৭২৩৩৩৫৭৮
		আল আমিন শেখ (ঢাকা)	০১৮৫৯৭৮৯৭৩৮
১৯. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ	সাইফুর রহমান (ঢাকা)		০১৬২১৪৩৪২১৩
		জসিম উদ্দিন (কিশোরগঞ্জ)	০১৭৮৭৬৮২২১৪
		শাহনেওয়াজ রিপন (মানিকগঞ্জ)	০১৭২০৪১৯৮২৮
		আজমল হোসাইন (যশোর)	০১৩০৩৭০৫৯২৫
		আশেক মাহমুদ (বগুড়া)	০১৭০৮৫১৭৮২৪
		মেহেদী হাসান সাগর (নোয়াখালী)	০১৭০৬৩১৫১০৭
		মো. মোস্তাফিজুর রহমান শিহাব (নোয়াখালী)	০১৭৮৭৬৮২০৯৯
		সুলতানা রাজিয়া হেলেন (নোয়াখালী)	০১৭৩৯৪৯২৭০৩
		রাশিদুল হাসান (নোয়াখালী)	০১৬৭০৪৯৮২৭৩
		রাকিব আল হাসান (নোয়াখালী)	০১৭৪৮৪২২২৮০

বিভাগ	সম্পাদক	উপ-কমিটি	ফোন
		নাজমুন্নাহার বিথি (ঢাকা)	০১৬৪৩০৪৪৭৩৯
		ডা. জাকারিয়া হাবিব (ঢাকা)	০১৮১৮০২২০৬২
		জুলিয়া জেরিন চাঁদনী (ঢাকা)	০১৬২০১১৩৫৬৩
		মুয়াজ মোহাম্মদ সাকিব (যাত্রাবাড়ি)	০১৫২১৩৪৯৪৭২
		আব্দুল গনি (নোয়াখালী)	০১৭৫৫৪৩৭৫৭৯
২০. যোগাযোগ ও পরিবহন বিভাগ	কামাল হোসেন		০১৯২৬৬০২৮৫১
		প্রিন্স মাহমুদ খান (ঢাকা)	০১৮৫৯৪৯৩১৭০
		তোতা শেখ (রাজশাহী)	০১৭৮০৮২৭২৩১
		মনিরুল ইসলাম (মিরপুর)	০১৭১২৫৩৮৫৯৬
		জালাল উদ্দীন (উত্তরা)	০১৯১৬৫৭৯৪৩২
		মো. আমির হোসেন (নোয়াখালী)	০১৮২৭৩৩৯৬০৯
		মো. মতিউর রহমান (উত্তরা)	
		মো. হিরু মিয়া (নোয়াখালী)	০১৭০৬৪৯৯৪৪৯
		মো. এরশাদ আলী (রংপুর)	০১৭২৩১১১৬১৫
		আবু হাসান (ঢাকা)	০১৮৫৫০৬৫৫৯০
		মাসুদুর রহমান জুয়েল (নোয়াখালী)	০১৬৮৩৭১৬২৭৫
২১. ভূমি ব্যবস্থাপনা ও গৃহায়ণ বিভাগ	মো. মহিউদ্দিন		০১৮৮৯২৮০০৬১
		রাজু আহমেদ (নোয়াখালী)	০১৯৮১১১৭১২৬
২২. প্রবাসী কল্যাণ বিভাগ	শরিফুল ইসলাম সুজন		০১৯১৬২৬৩৪২০
		জুলফিকার ইউসুফ (ওমান)	৯৩৬৯৯৪৮৮
		আরিফ মো. আলী আহসান (গোপালগঞ্জ)	০১৭৮৭৬৮২৪২০
		ফরহাদ হোসেন (আরব আমিরাত)	৫০৫৪৮৬৯৬১
		কামাল পারভেজ (আমেরিকা)	৯৬৫৯৯২৯৮৪৭৮
		শফিকুল ইসলাম (আশুলিয়া-মালদ্বীপ)	৫০০৩০৮২৮৬
		মিজানুর রহমান (স্পেন)	৯৬৫৬৬৫৭৪২৭০
		শাহ মোহাম্মদ আবেদ কায়সার (ফ্রান্স)	৩৩৬৭৯৪০৮৩৭৫
		নাইম উল্লাহ (ইংল্যান্ড)	৪৪৭৪০৪৮৯৮৮৫৯
		আঞ্জুমান (হংকং)- হংকং/ জর্ডান/ কুয়েত	৮৫২৬৫৭৪৩৫১৮
২৩. পাস (PAS) বিভাগ	কামারুল ইসলাম		০১৭১২৯২৩৭৭২
		আনোয়ারুল হুদা (ঢাকা)	০১৭৫৬৮৫৫৪৪৮
		আব্দুল লতিফ জীবন (ঢাকা)	০১৭৮৭৬৮২১০৫
		নুরুল ইসলাম রিপন (ঢাকা)	০১৮৬০২৮৫৪৫৫
		শফিকুল ইসলাম (বাড্ডা)	০১৭১২২৭০৪৭৬
		সোহেল রানা (নোয়াখালী)	০১৭৪৪২০৮৭৪৬
		আবু বকর (নোয়াখালী)	০১৭৬১৬৯২২০৭
		কামাল হোসেন (নোয়াখালী)	০১৮২৮০১৫৮৪৩

বিভাগ	সম্পাদক	উপ-কমিটি	ফোন
		শফিকুর রহমান (বাসাবো)	০১৭৮৭৬৮২০২৯
		মো. সাজ্জাদ হোসেন সোহেল (ঢাকা)	০১৭১৭৯৩৮৪৬৬
২৪. প্রকাশনা বিভাগ	সজীব শেখ		০১৬৮৬৪৬২১৭৫
		সাঈদুর রহমান সনি (ঢাকা)	০১৬৩০৫২১৩৬১
		মো. সাইফুল ইসলাম (ঢাকা)	০১৬২২৭৩৮৬৪৪
		মো. শরিফ (মতিঝিল)	
২৫. অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিস্পত্তি বিভাগ	জাফর আহমেদ		০১৮৩৩৩১৪১৬০
		রাজু আহমেদ (নোয়াখালী)	০১৯৮১১১৭১২৬
		মো. আমিনুল ইসলাম (ঢাকা)	০১৯১৯২৫৮৭০৬
		কাজি আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ (ঢাকা)	০১৯০৩৪৮৪০০০
২৬. উপদেষ্টা পরিষদ		শ্রদ্ধেয় খাদিজা খাতুন (ঢাকা)	০১৭৮৭৬৮২০০০
		মাহবুব আলী (কুষ্টিয়া)	০১৭১১৫৭১৫৮১
		শাহ আলম (মৌলভীবাজার)	০১৭১২৩১৯৯৪৪
		মো. হারিসুর রহমান (ঢাকা)	০১৯২৫২১৮৯৩৬
		হাজি আরিফুর রহমান (রংপুর)	০১৭১২১০৩৪৩৩
		রবিয়ল হক (ঢাকা)	০১৬৭০৭৩১৯৫০
		সামসুদ্দিন পাটোয়ারী (শহীদ পরিবার)	০১৭৩১৩৬৬০১৯
		আব্দুল আজিজ (নোয়াখালী)	০১৮৫৫৪৮০৪২২
		ওমর আলি (গোড়াই)	০১৭১৩৫৮৩৬৬১
		আব্দুল বারিক হাবিলদার (ময়মনসিংহ)	০১৭৪৬০৬৪২৫৮
		মোছা. পান্না আক্তার (কুমিল্লা)	০১৭৮৭৬৮২০১১
		নাজমুল ইসলাম (ময়মনসিংহ)	০১৭১০৭৬১৬২২
		নুরুল হক (মেম্বার) (নোয়াখালী)	০১৭১৫৫০২৬২৫
		মুজিবুর রহমান (চট্টগ্রাম)	০১৬২৬৮৯৫১৫০
		শফিকুর রহমান (হবিগঞ্জ)	০১৭১২২০৭৮৭০

জেলা আমিরদের তালিকা

ঢাকা বিভাগ

১	মোস্তাফিজুর রহমান টিটু	উত্তরা	০১৭৮৭-৬৮২১২৭
২	ফরিদউদ্দিন রব্বানি	রামপুরা	০১৭৮৭-৬৮২০৯২
৩	মো. মেজবাউল ইসলাম	মতিঝিল	০১৭৯৯৩৬৪৮৯৮
৪	অলিউল্লাহ খান	যাত্রাবাড়ী	০১৮১৭৫৬৯৪৪৩
৫	হাসিবুর রহমান শাওন	লালবাগ	০১৭৮৭৬৮২৪০১
৬	সোহেল আহমেদ	কেরাণীগঞ্জ	০১৯৩৩-৫৮৫৩১৫
৭	আরাফাতুর রহমান	তেজগাঁও	০১৭৫৫-৬০৬২৮২
৮	আব্দুল হক বাবুল	মিরপুর	০১৭৮৭-৬৮২০৭৮
৯	সোহেল তালুকদার	সাভার	০১৭৮৭-৬৮২৪০৩
১০	জাকির হোসেন	আশুলিয়া	০১৭২৫-৮৮৪৪৬২

১১	শাহজাহান প্রধান	গাজীপুর	০১৯১৪-৮৬৪৫৪২
১২	মহিদুর রহমান	মানিকগঞ্জ	
১৩	শহিদুল ইসলাম	গাজীপুর মহানগর	০১৭১৪৩-৯২০৭৩
১৪	আনিসুর রহমান সাকিব	নাটোর	০১৩০৩-৬৪৯৬৩৮
১৫	মো. সেলিম শেখ	পাবনা	০১৭৮৮-৮৪১৬১২২
১৬	মো. রমজান আলী	রমনা	০১৯২২-৫২৫৫১৩
	খুলনা-১		
ক্রম	নাম	জেলা	ফোন
১৭	মো. আমিন হোসাইন	খুলনা	০১৩১২-৭২৬৬১৭
১৮	মো. জহির রায়হান	যশোর	০১৭৩৭-০৯০৯২৬
১৯	এস এম নুর আলম	সাতক্ষীরা	০১৪০৩-৭৮২০৭২
২০	আজমল হোসাইন	ঝিনাইদহ	০১৬২০-৩৬৩১৬১
২১	বি এম শামীম আশরাফ	মাগুরা	০১৭১৪-৯৩৫০৭৩
	খুলনা-২		
২২	মো. শরিফ ইসলাম	মেহেরপুর	০১৭৮৭৬৮২০৫৯
২৩	মো. আক্কাস আলী	কুষ্টিয়া	০১৭১০৮৩৩৭৫৬
২৪	মো. জসেব উদ্দিন	চুয়াডাঙ্গা	০১৭৬৬৯৮৪১০৯
	চট্টগ্রাম		
২৫	তানভির উল আলম	চট্টগ্রাম	০১৭৫৭-০৫৮০৩৩
২৬	নুরুল আবছার সোহাগ	ফেনী	০১৬৭০-৭৩২৩৩০
২৭	মো. ফয়সাল কবির	কুমিল্লা	০১৭২৬-৫৮৫৮০৫
২৮	মো. মঈন উদ্দিন	চাঁদপুর	০১৬৮১-৫২৭১৮১
২৯	জামাল হোসেন সোহাগ	লক্ষীপুর	০১৭৯২-৯৬৫৯৩৫
৩০	মো. গোলাম কবির	নোয়াখালী	০১৭৫০-৯০৯৪৭৯
	বগুড়া অঞ্চল		
৩১	মো. আশেক মাহমুদ	নওগাঁ	০১৭০৮-৫১৭৮২৪
৩২	মো. হাকীম ছামিউল রনি	বগুড়া	০১৭১২-৪৮৪৪৭১
৩৩	মো. মাসুদ রানা চৌধুরী	জয়পুরহাট	০১৭১৬-২৩৯৭৮৬
৩৪	মো. জাহিদুল ইসলাম	সিরাজগঞ্জ	০১৭৪৫-৮৫৫৪৯৭
৩৫	মো. টিপু সুলতান	নওগাঁ	০১৭৭৯-৩২৩৩৯৪
	বরিশাল		
৩৬	মো. কবির মৃধা	বরিশাল	০১৭৮৭৬৮২৪২৪, ০১৭১৯৪৪৩১৯৫
৩৭	মো. সাইফুর রহমান সাইফ	পটুয়াখালী	০১৭৮৭৬৮২১১৫, ০১৭৫৭৮০৬৩৯৭
৩৮	মো. লোকমান হোসেন	ভোলা	০১৭১২৩৪১৮৭২, ০১৭৯৬২২৬০৫১
৩৯	মো. শাফায়াত হোসেন	ঝালকাঠি	০১৭৮৭৬৮২৪৯১, ০১৭১৪৯০৬৪১৩
৪০	মো. বায়েজিদ মালত	শরীয়তপুর	০১৭৮৭৬৮২৩১২, ০১৯০৮২৪৭৮২২
৪১	মো. নূরনবী মাতুব্বর	মাদারীপুর	০১৭৮৭৬৮২১০৪, ০১৯২৩২৬৪১৭৯
৪২	আরিফ মো. আলী আহ্সান	গোপালগঞ্জ	০১৭৮৭৬৮২৪২০, ০১৯১৫৮১৩৬৩০
৪৩	মাহবুবুল আলম (নিক্কন)	ফরিদপুর	০১৭৮৭৬৮২৪২৫, ০১৭৩১৮৪৮৩৬৯

ময়মনসিংহ			
ক্রম	নাম	জেলা	ফোন
৪৪	মো. হাবিবুর রহমান হাবিব	ময়মনসিংহ	০১৭৮৭-৬৮২৪৬৮
৪৫	মো. আব্দুল কাইয়ুম	নেত্রকোণা	০১৭৮৭-৬৮২৪৪২
৪৬	মো. আনোয়ার হোসেন	জামালপুর	০১৭৮৭-৬৮২৪১০
৪৭	মো. মুমিনুর রহমান পান্না	শেরপুর	০১৭৮৭-৬৮২৪১১
৪৮	মো. নাজমুল হক	কিশোরগঞ্জ	০১৭৮৭-৬৮২৩২০
৪৯	মো. হাবিবুর রহমান (হাবিব)	টাংগাইল	০১৭৮০-৫২২১৬০
৫০	মো. হুমায়ুন কবির	মির্জাপুর	০১৭৮৭-৬৮২০৫০
৫১	মো. জয়নাল আবেদীন	মধুপর	০১৭১৩-৮২৪৬৬৯
রংপুর			
ক্রম	নাম	জেলা	ফোন
৫২	মো. আব্দুল কুদ্দুস শামীম	রংপুর	০১৭৮৭-৬৮১১৪৮
৫৩	মো. আবু সাঈদ	পঞ্চগড়	০১৭৫০-৩৬৪১০২
৫৪	মো. সোহেল রানা	ঠাকুরগাঁও	০১৭১৬-৮০৬৮৯১
৫৫	মো. মাহাবুর রহমান	দিনাজপুর দক্ষিণ	০১৭৮০-৯৬৩০০৪
৫৬	মো. নুর আলম সরকার	নীলফামারী	০১৯৪৪-৩৭৪২৭৪
৫৭	মো. একরামুল হক	লালমনিরহাট	০১৯২৬-০৭৭৮৪২
৫৮	মো. তাজুল ইসলাম	কুড়িগ্রাম	০১৭৩৪-৬৯৯৫৬০
৫৯	মো. জাহিদ হাসান মুকুল	গাইবান্ধা	০১৮৪৩-৬৩৯০৭২
৬০	মো. তোতা শেখ	রাজশাহী	০১৭৮০-৮২৭২৩১
সিলেট			
ক্রম	নাম	জেলা	ফোন
৬১	মো. আরিফউদ্দিন	নারায়ণগঞ্জ	০১৬২৮৫২৫১২২
৬২	মো. আবুল হাসেম	মুন্সিগঞ্জ	০১৯৩৬১০২৯২৩
৬৩	মো. আমজাদ হোসেন	নরসিংদী	০১৬৩৮৫৭৯৯৯২
৬৪	এম এ মোত্তালিব	হবিগঞ্জ	০১৭১২১৭২৬৭০
৬৫	মো. আবু তাহের ভূইয়া	মৌলভীবাজার	০১৭৪৮১৫৯৬১০
৬৬	মো. মানিক মিয়া	সিলেট	০১৯৪২১৪৭৩২০
৬৭	মো. জাকির হোসেন	সুনামগঞ্জ	০১৭৭৬৮০৩২৭৯

আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক
সংকট মোকাবেলায়
করণীয়
কেন্দ্রীয়
আমির

আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক
কেন্দ্রীয়

আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক
কেন্দ্রীয়

আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক
সংকট মোকাবেলায়
করণীয়
কেন্দ্রীয় আমির সম্মেলন

আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক
সংকট মোকাবেলায়
করণীয়
কেন্দ্রীয় আমির সম্মেলন

কেন্দ্রীয়
আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক
সংকট মোকাবেলায়
করণীয়

আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক
সংকট মোকাবেলায়
করণীয়
কেন্দ্রীয়

আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক
সংকট মোকাবেলায়
করণীয়
কেন্দ্রীয়

কেন্দ্রীয়
আমির
সম্মেলন
২০২২
আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক
সংকট মোকাবেলায় করণীয়

আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক
সংকট মোকাবেলায় করণীয়
কেন্দ্রীয়
আমির সম্মেলন
২০২২

আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক
কেন্দ্রীয়

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
কেন্দ্রীয়
আমির
সম্মেলন
আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক
সংকট মোকাবেলায়
করণীয়
শহীদ মো. সাইফুল্লাহ্
হেযবুত তওহীদের
প্রথম শহীদ

আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক
সংকট মোকাবেলায়
করণীয়

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী